মুদ্রাকর—শ্রীগৌরহরি দাস

সরমা প্রেস

২৯, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

বীর হাম্বীর

[মুক্তির মন্ত্র]

(ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক)

নিয়তি, বীরপূজা, মুক্তি-তীর্থ, ব্রহ্মতেজ, অমরাবতী, চাষার মেয়ে, চক্রী,
বনবীব, দেশের দাবী, দলমাদল, রামরাজ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—

নাট্যভারতী শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
ভাণ্ডারী অপেরা কর্ত্তৃক অভিনীত।

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২৭এ, তারক চাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা।
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৬৫ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।]   ——————টাকা



নাট্যসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, বাণীর বরপুত্র,

সর্ব্বজনপ্রিয়, যশস্বী ও প্রবীণ নাট্যকার

সাহিত্য-রত্নোপাধিক

বন্ধুবর শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

☞ করকমলে ☜

তুমি নাট্যজগতে উজ্জ্বল মণি,
বাণীর পূজারী প্রিয়।
লেখনীতে তব ফুটিলে ছন্দে
নব সম্ভার কমনীয়॥
হে মোর বন্ধু প্রীতির নিলয়,
ধর এই ক্ষুদ্র দান।
বাণীর কুঞ্জে পেয়েছি কুড়ায়ে
করিও না মান-অভিমান॥
নিবিড় হউক বাঁধন মোদের
"মুক্তির মন্ত্র" শৃঙ্খলে।
বিদায়-বেলার প্রীতি-উপহার
থাকুক স্মৃতির বেদীমূলে॥

—কানাইলাল—

কৈফিয়ৎ

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাংলার বারভুঁইয়াগণের মধ্যে বীর হাম্বীর অন্যতম। এই হাম্বীরের বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী লইয়া নাটকখানি রচিত। গুপ্তশত্রু কর্তৃক নিহত মল্লভূমাধিপতির একমাত্র শিশুপুত্র হাম্বীর দৈববিড়ম্বনায় দস্যুগৃহে প্রতিপালিত ও দস্যুর রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারে দীক্ষিত হইয়া দস্যুসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, কিন্তু জন্মগত সংস্কার তাহাকে মুক্তিপথে টানিয়া লয়। নরহন্তা দস্যু বীর হাম্বীরের আকস্মিক পরিবর্তন ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ বিস্ময়ের নয়। প্রতিক্রিয়াশীল জগতের ইহাই চিরন্তন ধারা। দস্যু রত্নাকরও মহর্ষি বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই বীর হাম্বীরেরই ঐকান্তিক সাধনায় শ্রীশ্রীমদনমোহন দেবের মূর্ত্তি মল্লভূমে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার কীর্ত্তিকাহিনী বাঙালীর প্রাণে চিরজাগ্রত রহিয়াছে ও থাকিবে।

কাহিনীটীর ঐতিহাসিক তথ্য সামান্য, সে কারণ ঘটনাটী নাটকে রূপায়িত করিতে কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। আমার মনে হয়, ইহাতে মূল ঘটনার বিকৃতি হয় নাই বরং পরিপুষ্টিই হইয়াছে; তবে ভালমন্দ পাঠকগণের বিচার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে নাটকখানি সুপ্রসিদ্ধ বাসন্তী অপেরায় মুক্তির মন্ত্র নামে অভিনীত হয়। পরে আই, এন,এ পিকচার্স "বীর হাম্বীর" আখ্যা দিয়া নাটকখানি ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন। বর্ত্তমানে ভাণ্ডারী অপেরার পরিচালক শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীসৌরেন কুণ্ডু মহাশয়ের অনুরোধে নাটকের কিয়দংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জন করিয়া "বীর হাম্বীর" নামে তাঁহাদের দলের অভিনয় উপযোগী করিয়া সংগঠন করা হইল।

পরিশেষে সহৃদয় নাট্যামোদিগণের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকগুলিকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, আশা করি আমার "বীর হাম্বীর" তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ

—পুরুষ—

সুরথমল্ল	...	...	মল্লভূমাধিপতি।
সুধীরথমল্ল	...	...	ঐ ভ্রাতা, কুশদুর্গাধিপ।
হাম্বীর	...	...	ভূতপূর্ব্ব মল্লভূমাধিপতির অপহৃত পুত্র।
চিমনলাল	...	...	দস্যুসর্দ্দার।
রণলাল	...	...	দস্যু-সহচর।
চন্দন	...	...	সুধীরথের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র।
শ্রীনিবাস	...	...	বৈষ্ণব সাধক।
সনাতন	...	...	ভক্ত গৃহস্থ।
বটুকেশ্বর	...	...	সুধীরথের পার্শ্বচর।
গোলাম মহম্মদ	...	...	গৌড়ের অন্যতম সেনাপতি, সুধীরথের বন্ধু।
বকাউল্লা	...	...	ঐ মোসাহেব।
রঞ্জন	...	...	পাইক।

প্রেমানন্দ, পুরোহিত, যোগময়, মন্ত্রী, রক্ষী ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

কল্যাণী	...	...	সুরথমল্লের কন্যা।
অর্পণা	...	...	সুধীরথমল্লের কন্যা।
সুলেখা	...	...	ঐ সহচরী।
পাগলিনী	...	...	হাম্বীরের ধাত্রীমাতা।

ভৈরবীগণ, নর্ত্তকীগণ, বাইজীগণ, দস্যুবালাগণ ইত্যাদি।

কানাইলালের সাফল্যমণ্ডিত জনপ্রিয় নাটকাবলী

রামরাজ্য—পৌরাণিক নাটক। আর্য্য অপেরায় অভিনীত। রাম-রাজত্বের প্রধানতম ঘটনার বিবরণ, রাজ্যে অকালমরণ, গণ-আন্দোলন, তৎপ্রতিকারার্থে শূদ্রতপস্বী শম্বুক-সংহার, সীতার বনবাস, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ, লব-কুশের যুদ্ধ, শম্বুক-পত্নী তুঙ্গভদ্রার আশ্চর্য্য প্রতিহিংসা, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা নাট্যকারের ঐন্দ্রজালিক লেখনী স্পর্শে সঞ্জীবিত। এরূপ করুণ রসাত্মক নাটক যাত্রাজগতে বিরল। মূল্য ২'৫০ টাঃ

চক্রী—পৌরাণিক নাটক। রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। আর্য্যদ্বেষী কালযবনের রহস্যময় জন্মবৃত্তান্ত, ঋষি গার্গ ও গোপার সন্তানপালনে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণ, অনার্য্যগৃহে পালিত কালের জন্ম-পরিচয় শ্রবণে আভিজাত্যের দাবী, যাদব কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত কালের আর্য্যবিদ্বেষ, জরাসন্ধসহ মিলন ও মথুরা অভিযান, চক্রীর ছলনায় মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক কালযবন ধ্বংস। মূল্য ২'৫০ টাকা।

দেশের দাবী—অভিনব গণনাট্য। প্রসিদ্ধ রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। অত্যাচারী ধনিক ও শাসকের শাসন ও শোষণের চাপে নিরীহ শান্তিপ্রিয় প্রজাগণের মাথার উপর দিয়া যে প্রলয়ের ঝঞ্চা বহিয়া গিয়াছে, তাহারই মর্ম্মন্তুদ অভিব্যক্তি এই "দেশের দাবী"। দেশে জেগে উঠলো গণ-আন্দোলন—তারা বুঝতে শিখলে নিজের ভালমন্দ—অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো দেশের দাবী নিয়ে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে দেশাত্মবোধের জীবন্ত চিত্র। মূল্য ২'৫০ টাকা।

চাষার মেয়ে—ঐতিহাসিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কুহকজালে জড়িতা চাষার মেয়ের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। রাঠোর-রাজকুমার কর্ত্তৃক মেবাররাজকুমারী রত্নমালা হরণ, রাঠোর ও মেবারে দারুণ সংঘর্ষ, চন্দ্ররাওয়ের প্রতিহিংসা, সবিতার নির্য্যাতন, বাদলের অমানুষিক কার্য্যকলাপ, রাণী বীরাবাঈয়ের মহত্ত্ব ইত্যাদি। অল্পলোকে সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ২'৫০ টাকা।

দলমাদল—প্রেমভক্তিমূলক ঐতিহাসিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মারাঠাদস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের বাংলায় অভিযান, দেশ-ব্যাপী হাহাকার, নবাব আলিবর্দ্দির প্রজাবাৎসল্য, মোহনলাল ও যুবরাজ কৃষ্ণসিংহের বীরত্ব, মীরহবিবের বিশ্বাসঘাতকতা, বিষ্ণুপুররাজের মদনমোহনে অটল বিশ্বাস, মদনমোহন কর্ত্তৃক দলমাদল কামানে অগ্নি সংযোগ ও বর্গী বিতাড়ন প্রভৃতি। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযোগী। মূল্য ২'৫০ টাকা।

বীর হাম্বীর

——:*:—:*:——

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন-বিষ্ণুপুরের অদূরবর্ত্তী অরণ্য—দস্যুদল-প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডার মন্দির-সম্মুখে যূপকাষ্ঠ সজ্জিত; প্রাঙ্গণের অন্যদিক হইতে দস্যুদলের উল্লাসধ্বনি শোনা যাইতেছিল।

গীতকণ্ঠে ভৈরবীগণের প্রবেশ।

ভৈরবীগণ।—

গীত।

জয় ভবেশভামিনী পতিতপাবনী,
নৃমুণ্ডমালিনী কালিকে।
ভবানী ভবদারা, গতিদা সারাৎসারা,
শিবানী শঙ্করী নগেন্দ্রবালিকে॥
অম্বিকে অভয়া, বরদা মহামায়া,
তারা ত্রিনয়নী কপালমালিকে॥
মহিষমর্দ্দিনী, দনুজদলনী,
অসুরনাশিনী ভুবনপালিকে॥

[প্রস্থান

তান্ত্রিক পুরোহিত ও রণলালের প্রবেশ।

পুরোহিত। দেবী কপালিনী এতদিন পরে
চাহিলেন মুখ তুলি আমাদের পানে,
তাই তাঁর আশিস্-করুণাধারা
তব শিরে হইল বর্ষিত।
দস্যুদল, ভূতপূর্ব দলপতি
একযোগে সবে মনোনীত
করিল তোমায়
নবীন সর্দ্দার বলি।
শুভ অভিষেকে তব
আয়োজন চামুণ্ডাপূজার—
সুলক্ষণ নিষ্কলঙ্ক শিশু
বলি দিতে দেবীর উদ্দেশে।
তব অনুচরগণ সংগ্রহ করেছে বলি,
বলি অন্তে সবার গোচরে
পরাইব ললাটে তোমার রুধির তিলক,
পূর্ণ হবে অভিষেক-ক্রিয়া।

রণলাল। অভিষেকে শিশু বলিদান
রীতি কি মোদের প্রভু?

পুরোহিত। যুগ যুগ ধরি এই রীতি
দস্যুর কল্যাণ তরে আসিতেছে চলি,
তাই দস্যুদল-প্রতি
সুপ্রসন্না চামুণ্ডা জননী।

বিস্ময় মানিনু আমি
যুক্তিহীন প্রশ্ন শুনি তব।
সর্দ্দারের গৌরব-আসন
চিরকাম্য দস্যুর জীবনে;
সে আসনে অভিষিক্ত হবে তুমি,
এ কি দুর্ব্বলতা তব ?
এ কি প্রশ্ন দস্যুগুরু পাশে,
আদেশ যাহার বিনা বাক্যব্যয়ে
অবনতশিরে নিয়ত পালন করে
ভক্তিভাবে সবে ?

রণলাল। ক্ষমা কর দেব !
দস্যুদলে করিয়া প্রবেশ,
বাহুবল বুদ্ধিবল চাতুরী-কৌশলে
করেছি অর্জ্জন স্নেহ বৃদ্ধ সর্দ্দারের,
পুরস্কার তার আজ
এই শুভ অভিষেক।
কিন্তু প্রভু! রীতি-নীতি অজ্ঞাত আমার,
তাই হীনবুদ্ধি দাস
হয়েছিল কৌতূহলী জানিতে বিধান।
অজ্ঞানের অপরাধ
গুরুপাশে মার্জ্জনীয় চিরদিন।

পুরোহিত। প্রীত আমি বাক্যে তব, করিলাম ক্ষমা;
কিন্তু সাবধান!
মনে রেখো নীতি-বাক্য সার—

গুরু কিম্বা সর্দ্দারের ঠাঁই
প্রশ্ন করা নিতান্ত গর্হিত।
যাক্—ব'য়ে যায় শুভক্ষণ,
কর ত্বরা বলি-আয়োজন।
ততক্ষণ পূজা শেষ করি আমি।

রণলাল। যথাদেশ প্রভু!
অজ্ঞাত বিধান মোর,
ডরি তাই, ত্রুটী পাছে হয়।

[প্রস্থান।

পুরোহিত। [পূজায় বসিলেন।]

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

রূপের খনি তুই জননি, কোথায় সে রূপ হারিয়ে এলি?
রক্তলোভে রক্তমুখি, আপন মুখে মাখ্‌লি কালি॥
রক্ত নিয়ে করিস্ খেলা, প'রে নরমুণ্ডমালা,
খেয়ে লাজের মাথা বিবসনা, কোন্ দুখে ঘর ছেড়ে এলি?
শবের বুকে নৃত্যপরা, পদভরে টল্‌ছে ধরা,
আপনহারা আসবপানে ত্রিনয়নে আগুন জ্বালি॥

[প্রস্থান।

বালক চন্দনকে লইয়া রণলালের প্রবেশ।

চন্দন। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

রণলাল । কেন আনিয়াছি ?
মূর্খ শিশু ! দেবী তোরে করেছে আহ্বান ।

চন্দন । এত ভাগ্যবান্ আমি,
দেবী মোরে করেছে আহ্বান ?
কিন্তু কেন—কোন্ প্রয়োজনে ?

রণলাল । চেয়ে দেখ্ অন্ধ শিশু দেবীর মূরতিপানে,
রক্ত-আঁখি ধক্-ধক্ জ্বলে,
রক্ত-লালসায় লক্-লক্ করিছে রসনা,
তাই শবাসনা করি রক্তপান
নরমুণ্ডমালা পরিয়াছে আপনার গলে ।

চন্দন । এই দেবী—ভয়ঙ্করী মূরতি যাহার ?
রক্তপিয়াসিনী বামা—সে কখনো দেবী নয়,
নিশ্চয় রাক্ষসী সে !

রণলাল । রসনা সংযত কর্ অশিষ্ট বালক !
দেবীনিন্দা না আনিস্ মুখে ।

চন্দন । তোমরা সকলে পূজা কর এই দেবতার ?
মূর্ত্তি দেখি যার অন্তর কাঁপিয়া ওঠে,
আমি যাইব না সেই দেবতার ঠাঁই ;
দাও মোরে পাঠাইয়া জননীর পাশে ।

রণলাল । ওই তো জননী মূর্খ, করালিনী জগতজননী ।
ভাগ্যবান্ তুই, তাই এসেছিস্ মোর ঠাঁই
শুভক্ষণে বলিরূপে আজি ।
জননী ডেকেছে তোরে,
রক্ত তোর করিবেন পান ।

চন্দন। মাতা করে রক্তপান নিজ সন্তানের,
এ কেমন মাতা?
কখনো সে মাতা নয়, রাক্ষসী—ডাকিনী।
আমি যাইব না ওই রাক্ষসীর পাশে;
খুলে দাও বাঁধন আমার,
যাই আমি মার কাছে।
জান না তোমরা, আমারে না দেখি
মাতা মোর কত না কাঁদিছে!
ছেড়ে দাও—ওগো ছেড়ে দাও—

রণলাল। আমি নাই ছেড়ে দিব বলি!
স্থির হ'য়ে দাঁড়া এইখানে
যতক্ষণ পূজা নাহি শেষ হয়;
তারপর সব দুঃখ সব জ্বালা
সকল ভাবনা তোর
শেষ হবে একটি নিমিষে।

পুরোহিত। [পূজা শেষ করিয়া উঠিলেন।]
পূজা সাঙ্গ হইয়াছে মোর,
প্রস্তুত কি বলি?
তবে বৃথা কেন কালক্ষয়?
নাও—খড়্গ নাও!
আয় শিশু, মাথা দে রে হাড়িকাঠে।

চন্দন। কেন? কেন মাথা দিব হাড়িকাঠে?

পুরোহিত। রক্ত চাই তোর
মিটাইতে জননীর শোণিত-পিপাসা।

চন্দন । শোণিতপিপাসী যদি তোমার জননী,
তুমি কেন দাও না শোণিত
নিজ বক্ষ চিরি মিটাইতে মাতার পিপাসা ?

পুরোহিত । প্রগল্‌ভ বালক !
রসনা সংযত কর্,
রাখ্ মাথা হাড়িকাঠে ।

চন্দন । আমি রাখিব না—

গীত ।

বকের রক্তে গড়া ছেলে, মা কি রে তার রক্ত খায় ?
কিসের নেশায় জ্ঞান হারালি, রাক্ষসী সাজালি মায় ॥
যে মার নামে বিপদ্ কাটে,
সেই মাকে খাওয়াস্ ছেলে কেটে,
হ'যে মায়ের ছেলে চিন্‌লি না মা, দিলি কালি ঢেলে মা নামটায় ॥

পুরোহিত । প্রগল্‌ভতা রাখ্ বালক !—হাড়িকাঠে মাথা দে ! রণলাল ! খড়্গ নাও । কি, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

[পুরোহিত বলপূর্ব্বক চন্দনের মাথা যূপকাষ্ঠে লাগাইয়া দিল, চন্দন "মা—মাগো" বলিয়া কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ।]

পুরোহিত । আর কেন রণলাল !
কর খড়্গাঘাত মাতৃনাম স্মরি,
শিশুরক্ত অঞ্জলি পূরিয়া
দেবীরে উৎসর্গ কর, তারপর
ললাটে তোমার পরাইয়া শোণিত-তিলক
শুভ অভিষেক-ক্রিয়া করি সমাপন ।

রণলাল। [খড়্গ উত্তোলন করিয়া] জয় মা চামুণ্ডে—

[রণলাল খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাম্বীর ছুটিয়া আসিয়া বাধা দিল।]

হাম্বীর। [কঠোরস্বরে] খড়্গ নামাও রণলাল।

রণলাল। কার আদেশে?

হাম্বীর। আমার আদেশে।

রণলাল। জানো, সর্দ্দারের উপর আদেশ করবার অধিকার কারো নেই? সকলেই সর্দ্দারের আজ্ঞাধীন!

হাম্বীর। আমি সেই মীমাংসাই করতে চাই রণলাল! সর্দ্দারী পাবার যোগ্যতা কার আছে, তোমার না আমার? তবে তার আগে রোধ করতে চাই এই শিশুহত্যা। যদি ভাল চাও, খড়্গ নামাও।

পুরোহিত। তা হয় না হাম্বীর! দেবতার নামে উৎসর্গ করা বলিকে মুক্তি দেওয়া মহাপাপ।

হাম্বীর। নির্দ্দোষ শিশুকে হত্যা করার চেয়ে মহাপাপ নয় পুরোহিত! আমি এ হত্যা করতে দেবো না। ওঠো বালক, মুক্ত তুমি! মা রাক্ষসী নয় যে সন্তানরক্ত পান করবে! মা জগজ্জননী —চিরমঙ্গলময়ী—চিরস্নেহময়ী—চিরমমতাময়ী। [চন্দনকে যূপকাষ্ঠ হইতে টানিয়া তুলিল।]

রণলাল। তোমার এ আচরণের অর্থ কি হাম্বীর?

হাম্বীর। অর্থ আগেই বলেছি। আগে মীমাংসা হ'য়ে যাক্‌- সর্দ্দারী-পাবার যোগ্যতা কার আছে—তোমার না আমার? তারপর অভিষেকের অনুষ্ঠান, তার আগে নয়।

রণলাল। কিন্তু আমি বৃদ্ধ সর্দ্দারের মনোনীত—

পুরোহিত। দস্যুদলও রণলালকে অভিবাদন জানিয়ে বৃদ্ধ সর্দ্দারের নির্ব্বাচন মেনে নিয়েছে।

হাম্বীর। কিন্তু আমি মেনে নিই নি; তখনও প্রতিবাদ করেছি, এখনও করছি। শুধু প্রতিবাদ নয়, আজ তার মীমাংসা করতে এসেছি দ্বন্দ্বযুদ্ধে। রণলাল! অস্ত্র ধর।

রণলাল। তা হয় না হাম্বীর! তুমি বৃদ্ধ সর্দ্দারের স্নেহের নিধি। তোমার অপরাধ অমার্জ্জনীয় হ'লেও তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না। তোমার এ ঔদ্ধত্য, তোমার এ বিদ্রোহের কথা সর্দ্দারকে জানাবো—

হাম্বীর। সে অবসর তোমায় দেবো না রণলাল! থাকুন পুরোহিত তাঁর অভিষেক-সম্ভার নিয়ে ঐখানে দাঁড়িয়ে—এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে। নাও, ধর—অস্ত্র ধর।

রণলাল। ভাবী দস্যুদলপতিকে ক্ষেপিও না হাম্বীর! অনর্থ হবে।

হাম্বীর। আমি সকল অনর্থের জন্যই প্রস্তুত রণলাল! অস্ত্র ধর—আত্মরক্ষা কর!

রণলাল। মৃত্যুকে স্মরণ কর তবে হাম্বীর! [উভয়ের যুদ্ধ]

বেগে বৃদ্ধ সর্দ্দার চিমনলালের প্রবেশ।

চিমন। এ কি করছো হাম্বীর—এ কি করছো রণলাল? তোমার শুভ অভিষেকের মধুময় ক্ষণে কনিষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

রণলাল। এতে আমার অপরাধ নেই সর্দ্দার!

হাম্বীর। আমি রণলালকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছি পিতা!

চিমন। কারণ?

হাম্বীর। একটা অন্যায় নির্ব্বাচনের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে আমি প্রমাণ করতে চাই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং দেখাতে চাই সর্দ্দারী পদ লাভ করতে আমি যোগ্যতর কি না। আর সঙ্গে সঙ্গে বোঝাতে চাই আপনার—

চিমন। অবিচার—কেমন? অবিচার নয় হাম্বীর! যোগ্যতায় তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'লেও আমি তোমায় ডাকাতের সর্দ্দার হ'তে দেবো না; কারণ, সে সর্দ্দারী তোমার জন্য নয়।

হাম্বীর। এর অর্থ?

চিমন। অর্থ তোমার আভিজাত্য—তোমার জন্ম—তোমার পিতৃপুরুষের গৌরব তোমার প্রতিকূলে।

হাম্বীর। এ কি হেঁয়ালী পিতা?

চিমন। তোমার দেহে রাজরক্ত, হীন দস্যুরক্তে তোমার জন্ম যে হয় নি হাম্বীর!

হাম্বীর। তবে কি—তবে কি আপনি আমার পিতা নন?

চিমন। না—

হাম্বীর। তবে আমার পিতা কে?

চিমন। মল্লভূমির ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর তোমার পিতা।

হাম্বীর। সর্দ্দার!

চিমন। মল্লভূমির সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী তুমি—রাজা সুবর্ণ নয়।

হাম্বীর। এতদিন আমায় এ কথা বলেন নি কেন?

চিমন। তুমি শোন্‌বার যোগ্যতা লাভ কর নি ব'লে।

হাম্বীর। এ কি সমস্যা! এ আমায় কি শোনালে সর্দ্দার?

চিমন। এখনও কিছু শোনাই নি বৎস! সব শোনাবো তোমায়; শুনতে শুনতে তোমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌বে—মগজের রক্ত টগ্‌বগ ক'রে ফুটতে থাক্‌বে—হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে।

হাম্বীর। যখন পিতাকে জানি না—কখনও চোখে দেখেছি ব'লে মনে হয় না, তখন আপনিই আমার পিতা, আর আমিও দস্যুর সন্তান লোকত্রাস নৃশংস দস্যু।

চিমন। তুমি আমার পুত্রাধিক বৎস! আমার পরিচয় শুনবে কুমার? আমি তোমার পিতার সামান্য একজন দেহরক্ষী ছিলুম। জ্ঞাতিশত্রুর গুপ্ত ছুরিকার হাত হ'তে একদিন তোমার পিতাকে রক্ষা করেছিলুম, প্রতিদানে পেয়েছিলুম তার অকৃত্রিম ভালবাসা; কিন্তু এতখানি সুখ আমার সইলো না। সেনাপতির গুপ্ত চক্রান্তে জন্মের মত আমাদের ত্যাগ ক'রে তোমার পিতা চ'লে গেলেন জীবনের পরপারে, আর প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজের হাতে গড়া দলে সর্দ্দারী নিয়ে দেহরক্ষী আমি চিন্ময়—হ'লুম দস্যুসর্দ্দার চিমনলাল।

হাম্বীর। তারপর?

চিমন। আরও শুনতে চাও?

হাম্বীর। আমি শুনবো—আমি শুনবো—

চিমন। শুনবে যদি, আমার সঙ্গে এসো। রণলাল! আজকের মত অভিষেক-ক্রিয়া বন্ধ রইলো। তুমিও আমার সঙ্গে এসো রণলাল! পুরোহিত! দেবীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ক'রে দাও।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুশদুর্গাধিপ সুধীরথের বিলাসকক্ষ।

নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল, সুধীরথ ও বটুকেশ্বর সুরাপান করিতেছিল।

সুধীরথ। গাও—গাও, গীতের ঝঙ্কারে ফিরিয়ে নিয়ে এসো আমার সেই পিছে ফেলে আসা মধুর যৌবন।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ধর হে প্রাণের বঁধু, সুধার আধার অধরে।
তোমারই তরে সখা তোমারই তরে
যতনে এনেছি কত আদরে॥
হৃদয়-আসন রেখেছি পাতিয়া,
বসো হে, প্রিয় হে, সখা হে, আসিয়া;
প্রেম-বারিধি উছলিত, যৌবন মুকুলিত,
এসো হে তৃষিত, তুষিব তোমারে॥

বটুকেশ্বর। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা!

সুধীরথ। বহুত আচ্ছা কিসে?

বটুকেশ্বর। তাইতো! তবে বহুত বিশ্রী।

সুধীরথ। বিশ্রী? এমন মধুর গান তোমার কাছে বিশ্রী হ'লো?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে একশোবার মধু। কিন্তু হুজুর বল্‌লেন যে বহুত আচ্ছা নয়!

সুধীরথ। আমি বলেছি, তার একটা মানে আছে।

বটুকেশ্বর। থাক্‌বেই ত?

সুধীরথ। এই আমি যে মল্লভূমির রাজা না হ'য়ে কুশদুর্গাধিপতি, এরও একটা মানে আছে।

বটুকেশ্বর। থাক্‌তেই হবে।

সুধীরথ। জানো, কেন আমি রাজা হইনি?

বটুকেশ্বর। রাজা হ'লে আর দুর্গাধিপতি হওয়া চল্‌বে না—তাই।

সুধীরথ। কেন? রাজা হ'লে কি আর দুর্গাধিপতি হওয়া চলে না? আমি বল্‌ছি চলে—

বটুকেশ্বর। নিশ্চয়ই চলে—গড়গড় ক'রে চলে।

সুধীরথ। মূর্খ! এ গাড়ী নয় যে গড়গড় ক'রে চল্‌বে! এ রাজনীতি। আমি হ'তে পারতুম মল্লভূমির রাজা, কিন্তু তখন হই নি, এরও একটা গভীর মানে আছে। দাদাকে বসিয়ে দিলুম রাজসিংহাসনে—কেন জানো?

বটুকেশ্বর। আপনি বসিয়ে দিলেন ব'লে তিনি বস্‌লেন।

সুধীরথ। কতকটা বুঝেছ, কিন্তু মানেটা কিছু বুঝ্‌তে পার নি।

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে, ঐ মানে ছাড়া সব বুঝ্‌তে পারি।

সুধীরথ। তুমি ছাই বোঝো!

বটুকেশ্বর। হুজুর বুঝিয়ে দিলেই বুঝ্‌তে পারি।

সুধীরথ। আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি এ রাজনৈতিক বিষয়। [নর্ত্তকীগণের প্রতি] তোমরা একটু অন্তরালে যাও—

বটুকেশ্বর। বেশী অন্তরালে যেও না কিন্তু, যেন ডাকলেই এসো!

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সুধীরথ। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে?

বটুকেশ্বর। তাহ'লে মানেটা বুঝবে কে হুজুর?

সুধীরথ। কূট রাজনীতির মানে কারো বোঝবার সাধ্য নেই মূর্খ, যতক্ষণ না আমি একটু একটু ক'রে বুঝিয়ে দিই। কিন্তু যদি আমি না বুঝিয়ে দিই, কি করতে পার? কিছুই পার না—কেমন? বেশ, তবে চুপ ক'রে দাঁড়াও, আমি খুব একটু একটু ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই দাদাকে সিংহাসনে বসালুম—কেন বসালুম?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে তিনি রাজা হবেন ব'লে।

সুধীরথ। রাজা অমি হ'লেই হ'লো। এই মল্লভূমিতে তখন রায়মল্ল রাজা—কৌশলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'লো। তার ছিল একটা এক বছরের ছেলে, ছেলেটা যেন কর্পূরের মত উবে গেল। কেউ বললে তাকে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে--- কেউ বললে আমার অনুচরেরা তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে— [ইঙ্গিতাভিনয়] ব্যস্! বুঝেছ?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে ব্যস্!

সুধীরথ। ছাই বুঝেছ!

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে, কতকটা বুঝেছি।

সুধীরথ। সেই ভাল; যখন রাজা নও, তখন এসব রাজনৈতিক ব্যাপারের কতকটা বোঝাই ভাল। যাক্—এখন সিংহাসনটা কার হবে মনে করছো?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে রাজার।

সুধীরথ। সে রাজা কে?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে যার হাতে রাজদণ্ড—মাথায় রাজছত্র, তিনি।

সুধীরথ। সেই তিনিটাই আমি—বুঝেছ?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি—সেই তিনিটাই আমি।

সুধীরথ। আমি—মূর্খ—আমি।

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি।

সুধীরথ। [বটুকেশ্বরের কান ধরিয়া] আমি।

বটুকেশ্বর। ও—আপনি? এইবার বুঝেছি।

সুধীরথ। কিন্তু কেমন ক'রে?

বটুকেশ্বর। তাইতো, আপনি কেমন ক'রে?

সুধীরথ। দাদার অবর্ত্তমানে—যেহেতু তিনি অপুত্রক; বুঝেছ?

বটুকেশ্বর। ওঃ, এতক্ষণে ঠিক বুঝেছি। কিন্তু—

সুধীরথ। এতে আর কিন্তু নেই—একেবারে ধ্রুবসত্য।

বটুকেশ্বর। কিন্তু—

সুধীরথ। আবার কিন্তু?

বটুকেশ্বর। কিন্তু তার আগে যদি হুজুরের একটা ভাল মন্দ হয়?

সুধীরথ। দাদা তো বার্দ্ধক্যে পা দিয়েছেন, আর একটু এগুলেই—বুঝেছ?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে, পা পিছুলে পেছিয়ে আস্‌তেও তো পারেন' আর হোঁচট খেয়ে আপনিও এগিয়ে পড়তে পারেন—

সুধীরথ। ঠিক! আমি তা ভাবি নি—

বটুকেশ্বর। তাহ'লে এখন থেকে ভাবুন হুজুর!

সুধীরথ। শুধু ভাবনা নয় বটুক, এর একটা উপায় ঠাওরাতে হবে।

বটুকেশ্বর। এর আর ভাবনা চিন্তে কি হুজুর? সে গতানুগতিক ছাড়া অন্য পথ আর কোথায়?

সুধীরথ। তবু—তবু ভাব্‌তে হবে বটুক!

বটুকেশ্বর। বেশ তো, আপনি দেদার ভাবুন, আমি ততক্ষণ নাচ্‌নেওয়ালীদের ডাকি—

সুধীরথ। না—না, ও সব জঞ্জাল এখন দূরে সরিয়ে দাও। আমায় ভাব্‌তে হবে—উপায় স্থির কর্‌তে হবে—

গোলাম মহম্মদের প্রবেশ।

গোলাম। কিসের উপায় বন্ধু?

সুধীরথ। আরে এসো—এসো বন্ধু! বড় শক্ত সমস্যায় পড়েছি।

বটুকেশ্বর। বেজায় ঘোরালো হুজুর!

গোলাম। তোমার ঐ ঘোরালো সমস্যাটা কি বন্ধু?

বটুকেশ্বর। ততক্ষণ নাচ্‌নেওয়ালীদের ডাকি হুজুর, আমাদের অতিথি-হুজুরের সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে?

সুধীরথ। তাই ডাকো বটুক! [বটুকেশ্বরের প্রস্থান] সমস্যা বড়ই ঘোরালো বন্ধু! আমি ভাবছিলুম—

গোলাম। কি ভাবছিলে বন্ধু?

সুধীরথ। ভাবছিলুম, এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে দাদা হ'লো মল্লভূমির অধীশ্বর, আর আমি একজন সামান্য দুর্গাধিপ! কেন এমনটা হয়?

গোলাম। সেটা তোমার নসীব বন্ধু!

সুধীরথ। নসীবের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, যে অসমর্থ—দুর্ব্বল—মূর্খ। আমি কেন নসীবের উপর নির্ভর ক'রে পঙ্গুর মত

ব'সে থাকবো? শুধু ব'সে থাকা নয়, আজ্ঞাকারী ভৃত্যের মত আমায় মল্লভূমির অধীশ্বর সুরথমল্লের আদেশ পালন করতে হবে প্রতি মুহূর্ত্তে! কেন? কেন আমি তা করবো? আমি নিজে শক্তিহীন নই; একটা বিপুল বাহিনী আমার ইঙ্গিতে চলে ফেরে। ইচ্ছা করলে তাদের সাহায্যে এক নিমেষে সুরথমল্লকে ঐ মল্লভূমির সিংহাসন থেকে হাত ধ'রে টেনে নামিয়ে দিতে পারি। করি না, শুধু ভাই ব'লে!

গোলাম। তোমাদের কেতাবে আছে "ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই!" সেটা বুঝি কাজে দেখাতে চাও?

সুধীরথ। সেটা কি অন্যায়?

গোলাম। যুগধর্ম্মে অন্যায় নয় বটে, তবে বিবেকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌বে বন্ধু, সেটা অন্যায়।

সুধীরথ। কেন অন্যায়?

গোলাম। তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা কর; তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে বন্ধু!

সুধীরথ। কথা! কি কথা বন্ধু?

গোলাম। কথাটা এই—রাজ্যপরিচালনার সমস্ত গুণ না থাকলে কেউ রাজা হ'তে পারে না; তাই দাউদ খাঁ বাংলার নবাব—আর আমি তার সেনাপতি। তোমার বিষয়টাও ঠিক ঐ রকম।

সুধীরথ। তুমি কি বল্‌তে চাও, আমি নির্গুণ?

গোলাম। আমি তা বলি নি, আমি বল্‌ছি, হয় তো তুমি রাজোচিত সকল গুণের অধিকারী নও।

সুধীরথ। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

গোলাম। ঠিক বুঝি নি বন্ধু! তবে যা দেখ্‌ছি, তাতেই অনুমান করছি।

সুধীরথ। তুমি ভুল ক'চ্ছো বন্ধু! আমি তোমার এ ভুল ভেঙ্গে দেবো ; যদি প্রয়োজন হয়, বন্ধুর সহায়তা হ'তে বঞ্চিত হবো না।

গোলাম। ন্যায়ের সহায়তা করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত বন্ধু!

বটুকেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ।

বটুকেশ্বর। নাচ্‌নেওয়ালীরা আদেশের অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছে হুজুর!

সুধীরথ। নিয়ে এসো—নিয়ে এসো বটুক! বন্ধুর উপযুক্ত ভাবে সম্বর্দ্ধনা কর—নৃত্যগীতের ফোয়ারা ছুটিয়ে দাও।

বটুকেশ্বর। কই গো অপ্সরীর দল, চ'লে এসো—চ'লে এসো—

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

এ নব বসন্তে এসেছি ওগো প্রিয়, দিতে উপহার।
প্রাণের কথা আজি গানে গানে, মিলন-সুরের ঝঙ্কার॥
চোখে চোখে কথা নীরব ভাষা,
প্রাণে আকুলতা ভালবাসা,
গানের ছন্দে মিলিব আনন্দে উঠুক উথলি হিয়া-পারাবার॥

বটুকেশ্বর। থাম্‌লে কেন—থাম্‌লে কেন, চালাও—চালাও!

গোলাম। থাক্ বটুক! আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। নর্ত্তকীদের যেতে বল।

[সুধীরথের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

গোলাম। শোন বন্ধু! আমি এসেছিলুম দাউদসার উৎসবে

যোগদান কর্‌বার জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌তে। এখন বল বন্ধু! রাজা স্থরথমল্লকে নিমন্ত্রণ কর্‌বার ভার তোমার উপর দিয়ে যাবো, না তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে আমাকেই যেতে হবে?

স্থধীরথ। এ ক্ষেত্রে তোমার যাওয়াটাই সঙ্গত ব'লে মনে করি বন্ধু!

গোলাম। সেটা আবহাওয়া দেখেই অনুমান করেছিলুম বন্ধু! আচ্ছা, আদাব—

স্থধীরথ। এখান থেকেই আদাব কেন বন্ধু? চল, তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—

[স্থধীরথ ও গোলাম মহম্মদের প্রস্থান।

বটুকেশ্বর। এঃ—সব ভেস্তে গেল! যত সব বদ্‌রসিকের দল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-অলিন্দ।

রাজা স্থরথমল্ল চিন্তিত মনে পদচারণা করিতেছিলেন।

স্থরথ। দিন যায়, পল দণ্ড প্রহর দিবস করি
কত মাস, কত বর্ষ
ডুবে গেছে অতীতের কোলে!
কত বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সৃষ্টির উপর!
আমি আছি সেই সহচরী চিন্তারে লইয়া,

যাপি দিন অশান্তির মাঝে!
রাজকার্য্য রাজনীতি ল'য়ে
কেটে যায় দিন কোনরূপে; কিন্তু হায়!
তন্দ্রাহীন নিশা সাথে ল'য়ে আসে যেন
শত শত অমঙ্গল অনৃত ভাবনা—
ভীতিপূর্ণ অলীক স্বপন!
কি যেন এক অজানা আতঙ্কে
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে হিয়া।
যেন কোন অশরীরী বাণী
নিয়ত কহিছে মোর কর্ণের দুয়ারে
রহিতে সতর্ক সদা।
কেন—কেন হেন অঘটন?
ও কে?

ধীর পদবিক্ষেপে পাগলিনীর প্রবেশ।

কে তুমি, কে তুমি নারি? গভীর নিশায়
অতিক্রমি রুদ্ধ তোরণের দ্বার
রাজপুরে কেমনে আসিলে তুমি?
নাহি কি একটী রক্ষী বাধা দিতে তোমা?

পাগলিনী। বাধা? কে দিবে আমারে বাধা?
মল্লভূমিমাঝে কার শক্তি এত?
এই রাজপুরীমাঝে মোর নিত্য আসা যাওয়া!
রাজকর্ম্মচারী যত ভক্তি করে জননী-অধিক,
ভীত ত্রস্ত আমারে দেখিয়া;

নাহি জানি কি ভাবে তাহারা—
কি আমি তাদের ঠাঁই!
পিশাচী, প্রেতিনী কিম্বা রাক্ষসী ভাবিয়া
আতঙ্কে সরিয়া যায়!
তবু আমি মা—তাই ছুটে আসি
খুঁজিতে আমার সেই নাড়ীছেঁড়া ধন।
পার কি—পার কি বলিতে তুমি
কোথা মোর আনন্দ-দুলাল?

স্থরথ। আহা, পুত্রহারা অভাগিনী
উন্মাদিনী ফিরে বামা পুত্রশোকে।
রাজপুরীমাঝে
পুত্র তব আসে নাই উন্মাদিনি!
বৃথা কেন এসেছ হেথায?
মনোআশা না পূরিবে তব।

পাগলিনী। কি বলিলে? পূরিবে না মনোসাধ মোর?
আসিবে না মার কাছে সন্তান হইয়া?
মিথ্যাকথা! এইখানে আছে সে লুকায়ে।

স্থরথ। কি কহিছ উন্মাদিনি?
অসংযত প্রলাপ বচন রাজার সম্মুখে
নহে সমীচীন কভু।
গণ্য হবে গুরু অপরাধ বলি,
রাজার বিচারে দণ্ড পাবে স্থনিশ্চয়!

পাগলিনী। রাজা? কেবা রাজা?
তস্কর অধম তুমি, দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব হরিয়া

সাধুতার ভাণে জগত ভুলাতে চাও?
সত্যসন্ধ রাজা যদি তুমি,
বল ত্বরা আমা পানে চেয়ে,
এ কোন্ মূরতি তব,
রাজা কিম্বা তস্করের?
আরো বল—
দুঃখিনীর হিয়া হ'তে হৃৎপিণ্ডখানি
কোন্ নৃশংস তস্কর
অকালে ছিনায়ে নেছে?

সুরথ। উন্মাদিনি! যাও ত্বরা রাজপুরী হ'তে,
নাহি মোর অবসর
শুনিতে তোমার এই প্রলাপ বচন।

পাগলিনী। দিবে না ফিরায়ে পুত্রে?

সুরথ। কোথা পুত্র তব? কারে দিব ফিরে?
যাও—যাও, অহেতু না বাড়াও জঞ্জাল।

পাগলিনী। দিলে না? দিলে না ফিরে আমার আনন্দ-পুত্তলীকে? কিন্তু পারবে না তাকে লুকিয়ে রাখতে চিরদিনের মত! মায়ের ডাক সে শুনতে পাবেই! মাতৃহারা শিশু মায়ের ডাক শুনে যখন ছুটে আসবে, জগতের কোন শক্তি তখন পারবে না তাকে ধ'রে রাখতে। ওঃ—বাপ রে!—বাপ রে আমার! আয়—ফিরে আয়—

[প্রস্থান।

সুরথ। অতীতের স্মৃতি তো একেবারে মুছে যায় নি! মুছে ফেলতে হবে—অবিলম্বে মুছে ফেলতে হবে!

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। কি মুছে ফেল্‌বে বাবা?

সুরথ। ও কিছু নয় মা! রাজনীতিক্ষেত্রে একটা কালির দাগ পড়েছে, সেটা মুছে ফেল্‌তে হবে কি না, তাই ভাব্‌ছি!

কল্যাণী। কালির দাগ? তোমার জীবনের সঙ্গে তার কোন সংস্রব আছে না কি বাবা?

সুরথ। না—না, আমার জীবনের সঙ্গে সংস্রব থাক্‌বে কেন? তবে রাজনীতির সঙ্গে—তা সে যাই হোক্, মমতাময়ী নারী তুই, তোরা যে কুটীল রাজনীতির বাইরে! এর জন্য তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কল্যাণী। তুমি এখনো ঘুমোও নি—এখনো ঐ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো?

সুরথ। এইটাই যে রাজার প্রধান কর্ত্তব্য মা! তুই আবার এত রাত্রে উঠে এলি কেন? যা—বিশ্রাম কর্‌গে—

কল্যাণী। তুমিও তো ঘুমোও নি বাবা?

সুরথ। ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু স্বপ্ন আমায় ঘুমুতে দেয় না, স্বপ্নের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কল্যাণী। চল দেখি, আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিই, দেখি—কেমন ঘুম ভাঙ্গে—

সুরথ। আর কি তা সম্ভব হবে, মা? স্নেহ-বৃদ্ধের বাইরেটা শিশুর আবরণ দিয়ে ঢাক্‌তে চেষ্টা কর্‌লেও অন্তঃসারশূন্য অন্তরে সে শিশুর সারল্য কোথায়?

কল্যাণী। ভুলে যাচ্ছো কেন বাবা, আমি যে তোমার সত্যি-

কাবের মা; মায়ের কোলে সুমুস্ত শিশুর ঘুম ভাঙ্গে শুধু মায়ের ডাকে—জগতের রাজনৈতিক কোলাহলে নয়।

সুবথ। কিন্তু সেও ছিল এম্নি মা! সেও তার শিশুকে এম্নি ক'বে ঘুম পাড়িয়েছিল, কিন্তু ঘুমন্ত শিশুর ঘুম তো ভেঙ্গে গেল সেই রাজনীতির কোলাহলে; কি কর্‌তে পার্‌লে তার মা? না—না, পেবেছে বৈকি—অনেকখানি পেবেছে, সে তো কেড়ে নিয়েছে একজনেব ঘুম—মনের শান্তি—অন্তরেব সব সুখটুকু! সুখ শান্তি সবই যদি গেল, তবে রইলো কি? মৃত্যুর আবরণে ঢাকা জীবন? মূল্য কি সে জীবনের? যার জীবনের মূল্য নেই, তার আবার বাজ্য-ঐশ্বর্য্যের মূল্য কি? চাই না—কিছু চাই না, আমি সব ফিরিয়ে দেবো! উন্মাদিনি! ফিরে আয়—ফিরে আয়!

কল্যাণী। কে উন্মাদিনী? কাকে ডাক্‌ছো বাবা?

সুবথ। এঁ্যা—সত্যই তো! কাকে ডাক্‌ছি? কে উন্মাদিনী? দেখ্‌লি মা, তবু এখনো ঘুমুই নি। তুই আমায ঘুম পাড়াবি বলেছিস্, তাতেই এই জাগ্রত স্বপ্ন! ঘুমুলে কি হবে, বুঝ্‌তে পার্‌ছিস মা? ওঃ—সে আবও ভীষণ! আমি ব'লেই স'যে আছি, তুই তা সইতে পার্‌বি নি। তুই যা মা—পালিযে যা—

কল্যাণী। তোমায় ছেড়ে আমি যাবো না বাবা! তোমায় ঘুম পাড়াবো—পাশে ব'সে থাক্‌বো—তোমার ওই চিন্তাকে কাছে ঘেঁস্‌তে দেবো না।

সুরথ। পার্‌বি নি মা, কিছুতেই পার্‌বি নি! সে তো ছিল ঠিক এম্নি সজাগ প্রহরীর মত, কিন্তু পার্‌লে না! চতুর তস্কর ঠিক তার চোখে ধূলো দিয়ে নিয়ে গেল—রাজনীতির কোলাহল তাকে কেমন বিভ্রান্ত ক'রে দিলে! এখন বুঝেছে, তাই সে নিত্য

ছুটে আসে ওই কূট রাজনীতির দ্বারে মাথা খুঁড়তে! সবাই তার কাণ্ড দেখে হাসে—সবাই মনে করে এ তার পাগলামী, কিন্তু পাগলামী তো নয়! এ যে ন্যায়ের দাবী! আমি ঠিক বুঝতে পারি, কিন্তু কিছু করবার যো নেই! এক একবার মনে হয়, সারা পৃথিবীটাকে তোলপাড় ক'রে তাকে খুঁজে নিয়ে আসি—দেনা-পাওনা সুদে আসলে পাই পয়সা হিসাব ক'রে চুকিয়ে দিই, কিন্তু—

কল্যাণী। কি বলছো বাবা? কার দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেবে?

সুরথ। ওই দেখ্ মা, আবার সেই রাজনীতি! ওই দেনা-পাওনাটাও রাজনীতির। আমার চিন্তা রাজনীতি—আমার স্বপ্ন রাজনীতি—আমার কর্ত্তব্যও ওই রাজনীতি! কূট রাজনীতির কথা তুই কি বুঝবি মা? তুই যা—

কল্যাণী। আমি যাবো না; তুমি চল, আমি তোমায় ঘুম পাড়াই!

সুরথ। পারবি মা—পারবি তুই আমায় ঘুম পাড়াতে? দেখ্ চেষ্টা ক'রে, যদি রাক্ষসীর হাত থেকে আমায় বাঁচাতে পারিস্! আমি যে আর সইতে পারছি না মা!

কল্যাণী। এসো দেখি বাবা, দেখি আমি পারি কি না? নিষ্ঠুর রাজনীতি! বলতে পার বাবা, এ নীতির প্রবর্ত্তক কে?

সুরথ। রাজাই রাজনীতির প্রবর্ত্তক মা! তাইতো নিজের তৈরী করা বিষ নিজেই আকণ্ঠ পান ক'রে এখন গায়ের জ্বালায় ছটফট করছি—শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছি একটুখানি শান্তির প্রলেপ!

কল্যাণী। আমি দেবো তোমায় শান্তির প্রলেপ। এখন এসো —ঘুমুবে এসো—

[সুরথমল্লের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দস্যুসর্দ্দারের আবাস-সন্নিহিত বেদী-বাঁধানো বৃক্ষতল।

চিমনলাল ও হাম্বীর কথোপকথন করিতেছিল।

হাম্বীর। তারপর ?

চিমন তারপর কি আর বলিব বৎস !
নিমন্ত্রণছলে আহ্বানিয়া আপন আলয়ে,
প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি
ক্রূর সে সুরথমল্ল
বধিল পিতারে তব।
বুঝি এ যাতনা সহিতে হইবে বলি
সূতিকা-আগারে রাখি তোমা
লোকান্তরে করিল প্রয়াণ জননী তোমার
ধাত্রী-অঙ্কে লালিত-পালিত
ক্ষুদ্র শিশু তুমি,
তোমারে লইয়া যবে ধাত্রীমাতা তব
রাজপুরী ত্যজি বাহিরিল পথে,
ওই ক্রূর সুরথের চর
বলে তোমা লইল ছিনায়ে।
পুত্রশোকাতুরা ধাত্রীমাতা তব
আছাড়িয়া পড়িল ভূতলে,
দস্যু আমি, অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে
স্বচক্ষে দেখিনু সব !

কুলিশ-কঠোর হিয়া নির্ম্মম দস্যুর
কি যেন কি অজ্ঞাত মায়ায়
সহসা আচ্ছন্ন হ'লো—
সিক্ত হ'লো নয়ন-পল্লব ;
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম চরের উদ্দেশে,
লইলাম শিশু বলে ছিনাইয়া।
তুমি সেই ভাগ্যহীন শিশু,
সেই হ'তে পরিচিত দস্যুর সন্তান বলি।

হাম্বীর। তারপর কি করিল ধাত্রীমাতা মোর?

চিমন। তোমারে লইয়া
নাহি হ'লো অবসর ফিরিয়া দেখিতে।
চবমুখে শুনিযা সংবাদ
পাছে অস্ত্রধারী অনুচরদল
একাকী পাইযা মোরে করে আক্রমণ,
তাই এনু পলাইয়া অরণ্য-আবাসে!
পরে শুনিলাম—বুদ্ধিমান অনুচর
এ সংবাদ করিয়া গোপন,
শিশুহত্যা করিয়াছে বলি
সুরথেরে জানাইল মিথ্যা সমাচার।
বহুদিন পরে শুনিলাম লোকমুখে—
ধাত্রীমাতা তব
হইয়াছে উন্মাদিনী পুত্রশোকে।

হাম্বীর ওঃ—দুর্ভাগ্য আমার!
আমাহারা অভাগিনী জননী আমার

শোকে উন্মাদিনী—বিগতজীবন,
পিতা মোর ঘাতকের করে!
আর আমি—অযোগ্য তনয় তাঁহাদের,
নির্ব্বাক—নিস্পন্দ—
শুধু শুনিতেছি করুণ কাহিনী!
শুনি এই নৃশংস কাহিনী
এখনও—এখনও
রোমাঞ্চিত না হইল দেহ—
ছুটিল না রক্তস্রোত শিরায় শিরায
অগ্নিস্রোত হ'য়ে?—
ভীমকরে করাল কৃপাণ
উঠিল না সৌরকরে নিমেষে ঝলসি?
পিতা!—পিতা!
পায়ে ধরি—রাখ অনুরোধ,
অভিষিক্ত কর মোরে সর্দ্দার-আসনে
শুধু নির্দ্দিষ্ট কালের তরে—
দানিয়া সুযোগ মোরে নিতে প্রতিশোধ!
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও সর্দ্দারী আমায়!

রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। ভিক্ষা কেন ভাই,
আমি দিব সর্দ্দারী তোমায়;
কোন বাধা না মানিব—
না শুনিব কারো অনুরোধ,

আজ্ঞাবাহী ভৃত্যসম
আদেশ তোমার করিব পালন।
উৎপীড়ন অত্যাচারে
জর্জ্জরিত করি মল্লভূমি
প্রকম্পিত কর হাহাকারে!
লুণ্ঠনে হত্যায় দেশ জুড়ে উঠুক্ ক্রন্দন,
মূর্ত্তিমান নৃশংসতা-রূপে
মল্লভূমে হও আবির্ভূত,
তবে যদি পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ
হয় কথঞ্চিৎ। সর্দ্দার! সর্দ্দার!
দস্যুদল-মুখপাত্র হ'য়ে জানাই প্রার্থনা—
দাও অনুমতি,
হাম্বীরে বরিতে আজি সর্দ্দারের পদে!

মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া পুরোহিত, দস্যুগণ ও
দস্যুরমণীগণের প্রবেশ।

চিমন। তোমাদের সকলেরই কি ওই মত?

সকলে। হাঁ সর্দ্দার, আমাদের সকলেরই ওই মত।

চিমন। তবে প্রতিশ্রুতি দাও হাম্বীর, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এই হীনবৃত্তি গ্রহণ করছো, সে উদ্দেশ্য যেন কর্ত্তব্যকে পদদলিত ক'রে নৃশংসতায় পরিণত না হয়।

হাম্বীর। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি পিতা!

চিমন। এসো বৎস। আমি স্বহস্তে তোমার মাথায় সর্দ্দারী উষ্ণীব পরিয়ে দিই—[তথাকরণ]

পুরোহিত। ধর বৎস, এই আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য!

[নির্ম্মাল্য দিলেন।]

[দস্যুরমণীগণ মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি করিল ;
দস্যুরমণীগণ মাল্যাদি পরাইয়া গাহিতে লাগিল।]

দস্যুরমণীগণ।—

গীত।

কাঁকনের কনকনানি, ও বুনোনি, মিলিয়ে দে লো শাঁখের ডাকে।
উলু দিয়ে ফুল ছড়া লো, মনমাতানো গানের ফাঁকে॥
গদীতে বস্‌লো রাজা, আমরা সব বনের প্রজা,
বনফুলে দেনা ঢেকে পালকের আঙরাখাকে॥
মাদলের তালে তালে, চল্‌না সই পা'টি ফেলে,
ভ'রে আনি জলের ঝারি, হোথা ওই নদীর বাঁকে॥

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। এমন একটা অভিষেক এত সঙ্ক্ষেপে শেষ ক'রে ফেল্‌লে তোমরা? দস্যু-সর্দ্দারের ললাটে নৃশংসতার চিহ্ন রক্ততিলক কই? অভিষেকে বলি কই? শুভ অভিষেক অসম্পূর্ণ থেকে গেল যে! এসো সর্দ্দার, আমি তোমায় রক্ত-তিলক পরিয়ে দিই— [তথাকরণ] তরুণ বয়সের কচি মুখখানি—কঠোরতার লেশমাত্র নেই, তুই কি পার্‌বি রে? যেমন ক'রে নৃশংস দস্যু মায়ের হৃদয় থেকে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয়, পার্‌বি কি তুই তেম্‌নি ডাকাত হ'তে? আত্মীয়তার ভাণে বুকে টেনে নিয়ে পার্‌বি কি তুই বুকে ছুরি মেরে তাকে দূরে ফেলে দিতে?

হাম্বীর। কে? কেবা এই উন্মাদিনী?

ইঙ্গিতে জানায়ে দিল অতীতের
সেই তীব্র স্মৃতি অন্তরে আমার!
প্রতিহিংসা-বিষে জর্জ্জরিত বালা
উগারিয়া কালকূট
উত্তেজিত করে মোরে নিতে প্রতিশোধ!
মুখপানে চেয়ে আকুল আগ্রহে
আছে মোর উত্তরের প্রতীক্ষায়!
কি উত্তর দেবো?
সম্মতি না প্রতিশ্রুতি?
প্রতিশ্রুতি—প্রতিশ্রুতি দিব অভাগীরে।
মাগো! স্পর্শ করি তব চরণযুগল
করিতেছি পণ—
ইচ্ছা তব করিব পূরণ,
যদি সমান উদ্দেশ্য হয় তোমার আমার।

পাগলিনী। মা বল্‌লি তুই! বড় মিষ্টি ডাক—বড় মিষ্টি ডাক! ওরে, আর একবার ডাক্—আর একবার ডাক্, শুন্‌তে শুন্‌তে চ'লে যাই, নইলে তোকেও আর দেখ্‌তে পাবো না! আমি যে রাক্ষসী—আমি যে রাক্ষসী—আমি যে রাক্ষসী—

[দ্রুত প্রস্থান।

হাম্বীর। কোথা যাও উন্মাদিনি?
ফিরে এসো ক্ষণেকের তরে,
দিয়ে যাও আত্মপরিচয়!
দোলে প্রাণ সন্দেহ-দোলায়,
বুঝি এই নারী অভাগিনী ধাত্রীমাতা মোর!

চিমন। ভ্রান্ত এ ধারণা নিয়ে
ছুটিও না উন্মাদ পশ্চাতে;
ভুলে যাবে কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আপন—
অপূর্ণ রহিবে প্রতিশোধ-পণ।
অনন্ত কর্ত্তব্য তব সম্মুখে পশ্চাতে,
করিও না বৃথা কালক্ষয়!
এসো সাথে—
দিব তোমা কর্ত্তব্যের উপদেশ।
আর রণলাল! জানাও সকলে—
যেন অস্ত্রধারিগণ রহে দূরে
উৎসব হইতে, যোগ দিতে
হবে তাহাদের নব অভিযানে
নবীন সর্দ্দার যবে করিবে আহ্বান।
আর পুরোহিত! কর তুমি
আয়োজন চামুণ্ডাপূজার
আজিকে নিশায়।
এসো হাম্বীর—

[চিমনলাল, হাম্বীর, রণলাল, পুরোহিত প্রভৃতি চলিয়া গেল,
রমণীগণ পূর্ব্বোক্ত উৎসব-গীতি গাহিতে গাহিতে
প্রস্থান করিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

মন্ত্রী ও রঞ্জন কথোপকথন করিতেছে

মন্ত্রী। তুমি কি বল্‌ছো রঞ্জন, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক চিমন সর্দ্দার আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে? তার প্রতিজ্ঞার কথা সে ভুলে গেছে?

রঞ্জন। শুধু মাথা তুলে দাঁড়ানো নয় মন্ত্রিমশায়! চরমুখে সংবাদ পেয়েছি, গত সপ্তাহে তার দল তিনখানা গ্রাম লুঠ করেছে।

মন্ত্রী। তিনখানা গ্রাম লুঠ করেছে?

রঞ্জন। এতেই তার অত্যাচারের যবনিকা পড়ে নি মন্ত্রিমশায়!

মন্ত্রী। তার মানে?

রঞ্জন। মানে, তার অত্যাচারের ফিরিস্তিতে আরও দু এক দফা আছে।

মন্ত্রী। আরও আছে?

রঞ্জন। রাজকোষের আমানতি দশ হাজার টাকা কুশদুর্গের সন্নিকটে লুঠ ক'রে নিয়েছে।

মন্ত্রী। কি বল্‌লে রঞ্জন, রাজকোষের আমানতি টাকা লুঠ করেছে?

সুরথমল্লের প্রবেশ।

সুরথ। আর কোথায় লুঠ করেছে, সে সংবাদটাও ভাল ক'রে শুনে নাও মন্ত্রি!—কুশদুর্গের সন্নিকটে! চমৎকার সংবাদ! রঞ্জনকে

পুরস্কার দাও মন্ত্রি! হ্যাঁ, বলতে পার রঞ্জন, এমন সুশৃঙ্খল লুণ্ঠন কার্য্যটী সমাধা হয়েছে কি দুর্গাধিপতির বর্ত্তমানে, না তাঁর অনুপস্থিতিতে? দুর্ব্বৃত্তদের বাধা দিতে কি কুশদুর্গে একজনও সৈন্য ছিল না রঞ্জন? রাজকোষের আমানতি অর্থ কি শুধু একটা সামান্য বাহকের দায়িত্বের উপর নির্ভর করা হয়েছিল মন্ত্রি? মল্লভূমের রাজশক্তি কি একেবারে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে যে, এই সব অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তদের বাধা দিতে একজনও ছিল না? ক্ষুদ্র শিশুর হাত থেকে কাক যেমন মিষ্টান্ন ছিনিয়ে নেয়, দুর্ব্বৃত্তেরা তেমনি ক'রে কেড়ে নিলে রাজকোষের অর্থ, অথচ রাজশক্তি দুর্ব্বল, নিদ্রিত কি পঙ্গু, তা ঠিক বোঝা যায় না।

রঞ্জন। বৃথা অনুযোগ মহারাজ!
দুর্ব্বার সে আক্রমণ,
নিমেষে ভূতলশায়ী বক্ষী পঞ্চজন,
নিমেষে লুণ্ঠিত অর্থ ল'য়ে
অন্তর্হিত হ'লো দস্যুদল।
কুশদুর্গ হ'তে যবে
সেনাদল আসিল ছুটিয়া,
নিশ্চিহ্ন সে দস্যুদল,
নিদর্শন শুধু ভূমিশয্যাপরে
ছিল পড়ি প্রাণহীন
রক্তমাখা দেহ পাঁচটী রক্ষীর।

সুবর্ণ। অকর্ম্মণ্য—অকর্ম্মণ্য সব!
দুর্গ-সন্নিকটে এ হেন অনর্থ
যবে হয়েছে সাধিত,
আমি চাই কৈফিয়ৎ দুর্গরক্ষকের।

সুধীরথ ও বটুকেশ্বরের প্রবেশ।

সুরথ। 　　শুনেছ কি দুর্গ-সন্নিকটে
ঘটিয়াছে অনর্থ ভীষণ ?
রক্ষাকর্ত্তা বিদ্যমানে দুর্গ-সন্নিকটে
অত্যাচার করে দস্যুদল—
আমানতি অর্থ লুটে লয়—
আশ্চর্য্য বারতা !
কি করেছ প্রতিকার তার ?
আমি চাই কৈফিয়ৎ তব ঠাঁই।

সুধীরথ। 　　কৈফিয়ৎ ? দাদা—

সুরথ। 　　কোন কথা নয়,
শুনিব না কোন অনুরোধ—
চাই আমি কৈফিয়ৎ।

সুধীরথ। 　　কৈফিয়ৎ ?
যবে নাহি কোন ত্রুটি কর্ত্তব্যপালনে,
রাজকার্য্যে উৎসর্গ করেছি প্রাণ,
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে
নহি যবে এতটুকু অপরাধী,
কেন দিব কৈফিয়ৎ ?

সুরথ। 　　কৈফিয়ৎ নাহি দিবে ?

সুধীরথ। 　　না।

সুরথ। 　　না ? সুধীরমল্ল ! জানো তুমি
কার সনে কর বাক্যালাপ ?

সুধীরথ। জানি ; অবিচারবিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে
করিতেছি বাক্যালাপ অগ্রজের সনে।

সুরথ। না। ভুলে কেন যাও দুর্গরক্ষি,
সম্মুখে তোমার মল্লভূম-অধিপতি!
ভ্রাতৃপ্রেম—ভ্রাতৃস্নেহ—
শ্রদ্ধা-ভক্তি-আদি দুর্ব্বলতা
মানবের গৃহগণ্ডীমাঝে—
সাজে ভাল অভিনয় তার,
কিন্তু রাজ্যরক্ষা কর্ত্তব্যপালনে
সাজে না এ দুর্ব্বলতা।
তুমি অপরাধী কর্ত্তব্যহেলনে ;
নিজদোষে করিতে ক্ষালন
যদি নাহি দাও কৈফিয়ৎ,
দিব শাস্তি করিয়া বিচার।

সুধীরথ। শাস্তি দিবে বিনা অপরাধে?
চমৎকার! চমৎকার রাজার বিচার!
চমৎকার কৃতজ্ঞতা!
জিজ্ঞাসি তোমায় মল্লভূম-অধিপতি!
যেই সিংহাসন অধিকার করিয়াছ,
সেই সিংহাসন কেমনে লভিলে তুমি?
কূট পরামর্শে কার
ভূতপূর্ব্ব মল্লভূম-অধিপতি বিগত জীবন—
অধিষ্ঠিত সিংহাসনে তুমি?
অগ্রজ বলিয়া তোমা

বসায়েছি যেই সিংহাসনে,
ইচ্ছা হ'লে সেই সিংহাসন হ'তে
হাত ধ'রে টেনে নামাতেও পারি।
চাহ যদি আপন মঙ্গল,
ভুলে যাও শান্তি-কথা;
জেনো স্থির, কৈফিয়ৎ কভু নাহি দিব।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

সুরথ। কে আছিস্, বন্দী কর্ রাজদ্রোহী
কৃতঘ্ন-অধম দুর্গাধিপে।

সুধীরথ। ভুলে যাও কেন অতীতের কথা?
কেবা রাজদ্রোহী? আমি না তুমি?

[প্রস্থান।

[বটুকেশ্বর গমনোদ্যোগ করিলে সুরথমল্ল তাহাকে
বাধা দিয়া বলিলেন—]

সুরথ। দাঁড়াও যুবক!

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে, জীববিশেষকে ছেড়ে দিয়ে তার লেজটা ধ'রে লাভ কি?

সুরথ। তুমি কে?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে ওই তো আমার পরিচয়! আসল যখন পগারপার, তখন আর লেজ ধ'রে টানাটানি কেন মহারাজ? অনুমতি করুন, কুণ্ডলী পাকিয়ে আসলের অনুসরণ করি—

সুরথ। অপদার্থ!

বটুকেশ্বর। পালাবার সময় কুণ্ডলী পাকানো ছাড়া লেজ আর কোন কাজে আসে না মহারাজ! তা ছাড়া এটাও বোধ হয়

মহারাজের অজানা নয় যে, লেজ কেটে নিলে আসল জীবটী আরও ভয়ানক হ'য়ে ওঠে।

সুরথ। দূর হও অপদার্থ!

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে এই আমি কুণ্ডলী পাকালুম—

[প্রস্থান।

সুরথ। মন্ত্রি!

মন্ত্রী। মেঘ ঘনিয়ে আস্‌ছে মহারাজ! আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হবে।

সুরথ। সুধীরথের এ ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। কনিষ্ঠের শত সহস্র অপরাধ জ্যেষ্ঠের কাছে চিরদিনই

সুরথ। কে—অপর্ণা? তুই কখন এলি মা?

অপর্ণা। অনেকক্ষণ। আমি সব শুনেছি। বাবার এ ঔদ্ধত্য অন্যায় হ'লেও তিনি কনিষ্ঠ, আপনি তাঁকে মার্জ্জনা করুন।

সুরথ। জীবনে তাকে অনেকবার মার্জ্জনা করেছি মা! কিন্তু তার এ ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্‌লে রাজ্যে শৃঙ্খলা থাক্‌বে না—রাজার কর্ত্তব্যপালনে যে ত্রুটি হবে মা!

অপর্ণা। তবু তিনি কনিষ্ঠ—

সুরথ। সহোদর ব'লেই যে তাকে মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌ছি না অপর্ণা! রাজার কাছে রাজকুমারই বল আর রাজ-সহোদরই বল, একজন সামান্য প্রজার স্থান যেখানে, তাদের স্থানও সেইখানে,—কোন পার্থক্য নেই।

অপর্ণা। আমার অনুরোধ জেঠামশায়, এবারকার মত পিতাকে মার্জ্জনা করুন—[কাঁদিয়া ফেলিল।]

সুরথ। ওকি! কেঁদে ফেল্‌লি যে মা!

অপর্ণা। কাঁদি নি; কান্না এসেছিল, কিন্তু উদ্যত অশ্রুপ্রবাহ অর্দ্ধ পথেই জমাট হ'য়ে গিয়েছে। আর আমি কোন অনুরোধ কর্‌বো না জেঠামশায—আমি চল্‌লুম! তবে যাবার সময় ব'লে যাই, আজ কুশদুর্গের এলাকায় দস্যুর অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌তে পারেন নি ব'লে যদি আমার পিতা অপরাধী হন, তাঁকে যদি শাস্তি নিতে হয়, তাহ'লে দুদিন পরে যখন রাজধানীর এলাকায় দস্যুর উপদ্রব হবে, তখন কার শাস্তির প্রয়োজন হবে, সে বিষয়টাও চিন্তা কর্‌বেন মহারাজ! [দ্রুত প্রস্থান।

সুরথ। অপর্ণার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে মন্ত্রি! অবিলম্বে তার চিকিৎসার প্রয়োজন।

মন্ত্রী। বুঝেছি মহারাজ! আমি অবিলম্বেই সে ব্যবস্থা কর্‌ছি—

গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।— **গীত।**

থাক্‌লে মাথা মাথাব্যথা, নইলে মনের ভুল।
বোকা হ'য়ে স্যায়না সেজে অকূলেতে পায় না কূল॥
সন্ধ সিয়ে বেড়ায় ঘুরে,
দ্বন্দ্ব বটায় ঘরে পরে,
যায় না চেনা আপনজনা, ভাবে সবাই সমতুল,
যেমন গোড়াকাটা গাছেতে জল, যার মাটিতে নাই মূল॥

[প্রস্থান।

সুরথ। কে এ উন্মাদ ?

মন্ত্রী। মুখখানা যেন চেনা-চেনা মহারাজ !

সুরথ। অমন চেনা মুখ সংসারে ঢের আছে মন্ত্রি ! এখন শুধু চাইতে হবে আমাদের কর্ত্তব্যের দিকে—ও সব চেনা মুখের কথা ভুলে গিয়ে। উপস্থিত সুধীরথের উপর নজর রাখ্‌তে হবে। আর পরোয়ানা পাঠাও বৃদ্ধ চিমন সর্দ্দারের কাছে, সে যেন অবিলম্বে দরবারে হাজির হয়। আমি জান্‌তে চাই, এ লুঠের ব্যাপারে সে সংশ্লিষ্ট আছে কি না ? আর একবার সৈন্যাধ্যক্ষকে—না, থাক্, সেনাবাসে আমি নিজেই যাচ্ছি।

[অগ্রে সুরথমল্ল, পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কুশদুর্গ—সুধীরথের বিলাসকক্ষ ।

সুধীরথ ও বটুকেশ্বর ।

সুধীরথ। তারপর কি হ'লো বটুক ?

বটুকেশ্বর। আমিও পরিষ্কার জানিয়ে দিলুম হুজুর, লেজ কেটে দিলে জীববিশেষ দুর্দ্দান্ত হ'য়ে ওঠে।

সুধীরথ। মানে ?

বটুকেশ্বর। মানে আমাকে আটক করেছিল ব'লে।

সুধীরথ। তাতে লেজকাটার কথা আসে কোত্থেকে ?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে, আমি তো হুজুরের লেজ—চব্বিশ ঘণ্টাই পেছনে পেছনে থাকি।

সুধীরথ। ও—হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি কিন্তু এ অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ নেবো বটুক!

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে, তা তো নিতেই হবে।

সুধীরথ। আমি বাংলার শাসনকর্ত্তা দায়ুদসার সাহায্য প্রার্থনা ক'রে পত্র লিখেছিলুম—পত্রের উত্তরও পেয়েছি; তিনি পাঠাচ্ছেন তাঁর একান্ত বিশ্বাসী অনুচর গোলাম মহম্মদকে,—গোলাম মহম্মদ আজই এসে পৌছবেন।

বটুকেশ্বর। ও, তাই বুঝি এই বিলাসকক্ষটা এমনভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে! তাহ'লে নর্ত্তকীদের ডাকি হুজুর? এখন থেকেই খাঁ সাহেবের অভ্যর্থনার মহলা চলুক্!

সুধীরথ। চলবে বটুক—চলবে! আমি নগরসীমান্ত হ'তে স্বয়ং তাঁকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে আস্‌বো। আহার্য্য, পানীয়, বিলাস-উৎসবের সমস্ত উপকরণ তুমি প্রস্তুত রাখ্‌বে। দেখো—যেন তাঁর খাতিরের এতটুকু ত্রুটি না হয়—বুঝেছ?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে বুঝেছি।

সুধীরথ। কি বুঝেছ?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে তাঁর খাতিরের যেন এতটুকু কসুর না হয়। এই আহার্য্য, পানীয়, নাচনেওয়ালী, সবই তৈরি রাখ্‌তে হবে। তবে হুজুর! বল্‌ছিলুম কি—

সুধীরথ। কি বল্‌তে চাও?

বটুকেশ্বর। বল্‌ছিলুম, পানীয়ের মাত্রাটা একটু বেশী ক'রে প্রস্তুত রাখ্‌লে আর খাদ্যের ভাবনাটা ভাব্‌তে হয় না—হুজুরেরা তখন লম্বা ফরাসে দেদার গড়াবেন! লালচোখে চলনসই নাচওয়ালীতেই চ'লে যাবে।

সুধীরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বেশ, তাহ'লে সব প্রস্তুত রেখো, আমি যাচ্ছি তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আস্‌তে।

বটুকেশ্বর। আর একটা কথা হুজুর—

সুধীরথ। না, আর কোন কথা নয়—সমস্ত প্রস্তুত থাকে যেন!

[প্রস্থান।

বটুকেশ্বর। চিন্তার বিষয় হ'লো! আগে কোন্‌টা করি? নাচনে-ওয়ালীদের ডাক্‌বো, না খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা কর্‌বো? তাই করি—আগে নাচনেওয়ালীদের ডাকি—না, আগে হুকুম করি খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা কর্‌তে; না—না, আগে নাচনেওয়ালী, না—খাদ্য-পানীয়—

[ভিতর-বাহির করিতে লাগিল।]

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। এই যে মান্যবর সেনানায়ক বেঁটে ভৈরব মশায়, আপনাকে অভিবাদন করি। তা আপনি এমন ঘর-বার কর্‌ছেন কেন?

বটুকেশ্বর। না—না, ও কিছু না! দুর্গাধিপতির আদেশের কোন্‌টা আগে পালন কর্‌বো, তাই ভেবে দেখ্‌ছিলুম! কিন্তু আমার তো ও নাম নয়; আমার নাম বটুকেশ্বর—দুর্গাধিপ আমায় বটুক ব'লেই ডাকেন।

অপর্ণা। একই কথা হ'লো; বটুকেশ্বর আর বেঁটে ভৈরব প্রায় সমান বল্‌লেই হয়। তবে আপনার মনটা একেবারে হিমালয়ের মত উঁচু—প্রাণটা বকের মত সাদা; এ সব দেবতাদেরই হয়, তাই আপনাকে দেবতাজ্ঞানে ভৈরব ব'লে ডাকৃতে ইচ্ছা হয়।

বটুকেশ্বর। আমি তো সেনানায়ক নই!

অপর্ণা। আপনি সেনাও বটেন, আবার নায়কও বটেন! আমি বোঝাতে পারছি নে। নইলে আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে সুযোগের একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করতে মন যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে।

বটুকেশ্বর। [স্বগত] এই কেলেঙ্কারী করলে দেখ্‌ছি! বলে— উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে!

অপর্ণা। কি ভাব্‌ছেন?

বটুকেশ্বর। ভাব্‌ছি আপনি—তুমি যা বল্‌লে, তা সত্যি?

অপর্ণা। মিথ্যা ব'লে লাভ? আর আমাকে আপনি কেন, তুমিই বল্‌বেন।

বটুকেশ্বর। 'তুমি' বল্‌বো? হেঁ—হেঁ, তা বেশ—তা বেশ!

অপর্ণা। তা অমন চন্‌মন্‌ করছেন কেন? বাবা এখনই এসে পড়্‌বেন না তো? কোথায় গেছেন?

বটুকেশ্বর। সে জন্যে চিন্তা নেই। তিনি গেছেন গোলাম মহম্মদ খাঁ সাহেবকে অভ্যর্থনা ক'রে আন্‌তে—তিনি আস্‌ছেন কিনা!

অপর্ণা। দায়ুদসার দক্ষিণ হস্ত সেই গোলাম মহম্মদ খাঁ?

বটুকেশ্বর। ঠিক বলেছ; তুমিও জানো দেখ্‌ছি!

অপর্ণা। জানি; কিন্তু তিনি কি জন্য আস্‌ছেন?

বটুকেশ্বর। তোমার বাবাই তো তাঁকে আস্‌বার জন্যে পত্র লিখেছেন।

অপর্ণা। তাঁকে আনাবার উদ্দেশ্য?

বটুকেশ্বর। ও সব রাজনৈতিক ব্যাপার! তুমি স্ত্রীলোক—বিশেষ বালিকা—তোমাকে বলতে পারবো না।

অপর্ণা। বল্‌বেন না? ও, আমিই শুধু আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে সুযোগ খুঁজি, আর আপনি আমায় এতটুকুও ভালবাসেন না?

বটুকেশ্বর। [স্বগত] কেলেঙ্কারী করলে দেখ্‌ছি! [প্রকাশ্যে] না—না, কিছু মনে ক'রো না; তোমাকে বল্‌তে আমার বাধা নেই, তবে তুমি যদি কথাটা প্রকাশ না কর—

অপর্ণা। সে ভয় করবেন না; আমি পেট আল্‌গা মেয়ে নই।

বটুকেশ্বর। বটে—বটে—বটে! তবে আর কি—শোন; ব্যাপার বড় সুবিধের নয়। দাদার কাছে অপমানিত হ'য়ে তোমার বাবা চান ওঁর সাহায্যে মল্লভূমির সিংহাসনখানি দখল করতে—তাই এই আয়োজন।

অপর্ণা। বটে! [প্রস্থানোদ্যোগ]

বটুকেশ্বর। চ'লে যাচ্ছো?

অপর্ণা। হ্যাঁ।

বটুকেশ্বর। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

অপর্ণা। স্বচ্ছন্দে।

বটুকেশ্বর। তুমি আমায় সত্যি ভালবাসো? আমায়—আমায়—কিসের মত দেখ?

অপর্ণা। ভালবাসি না? বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি, আপনাকে ভালবাস্‌বো না? আর দেখি বাবার মত তেম্‌নি ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে। [প্রস্থান।

বটুকেশ্বর। কেলেঙ্কারী করলে দেখ্‌ছি! অপর্ণা! অপর্ণা! শুনছো?

[অপর্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

অপর দিক দিয়া গোলাম মহম্মদখাঁ ও সুধীরথের প্রবেশ।

সুধীরথ। আসুন—আসুন—আস্‌তে আজ্ঞা হয়। সঙ্গীদের ছাউনীতে না রেখে এ গরীবখানায় আন্‌লেই হ'তো!

গোলাম। উপায় নাই দোস্ত! উপস্থিত যখন একটা এত বড় গোপনীয় পরামর্শ, তখন ও সব ঝামেলা না থাকাই ভাল।

সুধীরথ। মেহেরবাণী আপনার! বটুক!—বটুক! এ আহাম্মুকটা আবার কোথায় গেল? মজলিস খাঁ-খাঁ কর্‌ছে—কোন কিছু ব্যবস্থা করে নি! বটুক—বটুক!

মদের বোতল ও পাত্র লইয়া বটুকেশ্বরের প্রবেশ।

বটুকেশ্বর। হুজুর—

সুধীরথ। অপদার্থ! আমার আদেশ কি ছিল?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে পিনা, খানা, আর নাচ্‌নেওয়ালী মজুত রাখ্‌তে! আমি সবই কর্‌ছিলুম হুজুর, শুধু মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল ব'লেই সব এলোমেলো হ'য়ে গেল।

গোলাম। মাথা গুলিয়ে গেল কেন হে?

বটুকেশ্বর। কোন্‌টা আগে চাই, সেটা ভেবে উঠ্‌তে পার্‌লুম না ব'লে। আগে খানা—না আগে পিনা—না আগে নাচ-গানা? হয় তো এখনও গুলিয়ে যাচ্ছে, তাই বোতলটা এগিয়ে দিতেও ভরসা হ'চ্ছে না।

গোলাম। ঠিক আছে বটুকমিঞা! ঐটাই এগিয়ে দাও!

বটুকেশ্বর। [পানপাত্রাদি দিল।]

গোলাম। দোস্ত! তোমার বটুকমিঞা একটা চীজ্‌। বড় ভাল আদ্‌মী আছে!

সুধীরথ। জনাব, দেলখোস লোক। এবার নাচগানের ব্যবস্থা কর বটুক!

গোলাম। এর কোন্‌টা আগে চাই, এ নিয়ে আর মাথা গুলিয়ে যাবে না তো বটুকমিঞা?

বটুকেশ্বর। এ দুটো এক সঙ্গেই চল্‌বে হুজুর—হেঁ-হেঁ-হেঁ—

[প্রস্থান ।

সুধীরথ। আর এক পাত্র চলুক্ দোস্ত!

গোলাম। চলুক্—মন্দ কি? [উভয়ে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।]

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণ এবং সঙ্গে বটুকেশ্বরের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ওগো শাওন সাঁঝের অতিথি।
আজি দশদিশি উজলিত, ফুলদল মুঞ্জরিত,
আকুলিত গন্ধভরা হৃদয়-কানন-বীথি॥
তোমার মধুর পরশ পেতে
উতল পরাণ উঠ্‌ছে মেতে,
দিতে তোমায় ভালবাসা, শুনাতে প্রণয়-প্রীতি॥
যে কথা মনে জাগে
যৌবনের আগে ভাগে,
বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না, এ কেমন রীতি॥

গোলাম। তোফা—তোফা—

বটুকেশ্বর। থাম্‌লে চল্‌বে না—হুজুরকে খুসী কর্‌তে হবে। নাও আর একখানা ধর—

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

চোখের নেশা কাটবে নাকো, থাকে যদি প্রাণে আশা।
ভাঙ্গা ঘুমের ঘোর কাটে না যদি স্বপ্ন করে যাওয়া আসা॥

প্রাণের ভাষা চোখে ফোটে, মরমের বাঁধন টোটে ;
বলি বলি যায় না বলা, বুকভরা আকুল তৃষা।

গোলাম। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—

সুধীরথ। তোমরা যাও, বিশ্রাম করগে—

বটুকেশ্বর। পাশের ঘরেই থেকো কিন্তু—বুঝ্‌লে ?

[নর্তকীগণের প্রস্থান।

গোলাম। খাসা আছ দোস্ত! তোমার জোর নসীব দেখে হিংসা হয়।

সুধীরথ। বলেছি তো, তোমারও নসীব ফিরিয়ে দেবো, যদি আমায় সাহায্য কর—

গোলাম। আলবৎ! মরদকী বাৎ হাতীকা দাঁত। যখন জবান দিয়েছি দোস্ত, কথার এতটুকু নড়চড় হবে না। তোমার কথা ঠিক থাক্‌বে তো ?

সুধীরথ। নিশ্চয়ই!

গোলাম। তাহ'লে জেনে রেখো, মল্লভূমির সিংহাসন তোমার।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। আর কি মূল্যে সে সিংহাসন আপনি বাবাকে দিতে চান খান্‌খানান্‌ ?

গোলাম। [স্বগত] এ কি, আস্‌মানের হুরী! [প্রকাশ্যে] হাঁ—কি বল্‌লে—মূল্য ? দোস্তির বিনিময়ে ওই সিংহাসন দিচ্ছি তোমার পিতাকে।

অপর্ণা। ঠিক কি তাই খাঁ সাহেব ? এ দোস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য কি মল্লভূমির স্বাধীনতা হরণ নয় ?

সুধীরথ। অপর্ণা! তুই এখানে কেন? যা—ভেতরে যা! জানিস্ নাকি, এরূপ প্রকাশ্য মজলিসে পুরললনার আসা শুধু গর্হিত নয়—নিন্দনীয়?

অপর্ণা। জানি বাবা! জেনে শুনে সম্ভ্রম লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে আমি এখানে ছুটে এসেছি শুধু তোমার জন্য। তুমি কি করতে যাচ্ছো বাবা? তুচ্ছ অভিমানে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তুমি এই মল্লভূমির স্বাধীনতা পরের হাতে তুলে দিচ্ছো? তা হবে না বাবা! আমি তোমায় তা করতে দেবো না। খাঁ সাহেব! কিছু মনে করবেন না! বাবা অন্ধ রাগের বশবর্ত্তী হ'য়ে একটা ভুল কচ্ছিলেন, আমি তা করতে দেবো না। ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব ক'রে নিজেদের শক্তিহীন করতে আমি দেবো না।

সুধীরথ। অপর্ণা! পিতৃদ্রোহিণি বালিকা—

অপর্ণা। আমি পিতৃদ্রোহিণী নই বাবা! আমি যা করছি, পিতার মঙ্গলের জন্য।

সুধীরথ। মঙ্গলের জন্য? আমার মঙ্গল অমঙ্গলের বিষয় আমি বুঝি, তার জন্য আর তোকে মাথা ঘামাতে হবে না; তুই এখান থেকে যা—

অপর্ণা। তা যাচ্ছি! তুমি কথা দাও বাবা, জ্যেষ্ঠতাতের বিরুদ্ধে তুমি অস্ত্রধারণ করবে না?

সুধীরথ। তর্ক করিস্ না অপর্ণা! যা এখান থেকে—

অপর্ণা। যাচ্ছি! কিন্তু যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি যে, আমি থাকতে এতবড় একটা অন্যায় তোমায় কিছুতেই করতে দেবো না।

[প্রস্থান।

গোলাম। দোস্ত! তোমার মেয়েটা একটি রত্ন!

সুধীরথ। সেটা অস্বীকার করবো না দোস্ত। তবে এ কথাও বল্‌বো, নিজের ভালমন্দের দিকে সে সম্পূর্ণ উদাসীন।

গোলাম। তাহ'লে আমি এখন উঠি, যথাসময়ে আবার সাক্ষাৎ হবে। আদাব—

[প্রস্থান।

সুধীরথ। বুঝ্‌তে পারছি না, হয়তো খাঁ সাহেব অপর্ণার কথায় বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, আমাদের এই গুপ্ত পরামর্শের বিষয় অপর্ণা জান্‌লে কেমন ক'রে?

বটুকেশ্বর। আমি আবার একটু বেশী আশ্চর্য্য হ'চ্ছি হুজুর, ও জান্‌লে কি ক'রে?

সুধীরথ। তুমি কারো কাছে এ কথা প্রকাশ কর নি তো? তুমি, আমি, আর খাঁ সাহেব ছাড়া এ কথা আর কেউ জানে না।

বটুকেশ্বর। [থতমত খাইয়া] আজ্ঞে আমি—কৈ—না! ঠিক স্মরণ হ'চ্ছে না তো! তা ছাড়া ওই খানাপিনা আর নাচগানের ব্যাপার নিয়ে আমার কি আর মাথার ঠিক ছিল হুজুর? যাই দেখি, নাচনেওয়ালীরা পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে, না আর কোথাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে!

[প্রস্থান।

সুধীরথ। বুঝতে পারছি না এ অদৃশ্য শত্রু কে? অনুসন্ধান করতে হবে—অনুসন্ধান করতে হবে—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠের কোলাহল শ্রুত হইতেছিল।]

দ্রুতপদে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে—নিতান্ত অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

রঞ্জনের প্রবেশ।

রঞ্জন। মন্ত্রিমহাশয়!

মন্ত্রী। এই যে রঞ্জন! কি দেখে এলে?

রঞ্জন। তোরণসমীপে সমাগত অগণন প্রজা,
চাহে সবে রাজ-দরশন।
নাহি জানি,
আছে কিবা আবেদন তাহাদের।

মন্ত্রী। চিন্তাক্লিষ্ট মহারাজ শ্রান্তদেহে করেন বিশ্রাম—
উত্যক্ত করিতে মানা;
যাও বুঝাইয়া তাহাদের,
আবেদন নিবেদন যাহা কিছু
শুনিব পশ্চাতে আহ্বানি সবারে।

রঞ্জন। বহুবার বলিয়াছি—বুঝায়েছি সবে,
কেহ শুনিবে না কোন কথা;
এক বাণী সকলের মুখে—
চাহে সবে রাজ-দরশন।

সুরথমল্লের প্রবেশ।

সুরথ। কারো আশা অপূর্ণ না রবে—
জানাও আদেশ মোর।
একি বিসদৃশ আচরণ তোমাদের?
সহস্র সন্তান মোর আকুল আগ্রহে
চাহিতেছে দরশন মোর,
আর কর্ত্তব্যবিমুখ যত রাজকর্ম্মচারী
রুদ্ধ করি তোরণের দ্বার
আছ বসি উদাসীন—বধিরশ্রবণ!
ভুলে গেছ আদেশ আমার—
ভুলে গেছ উপদেশ,
উন্মুক্ত তোরণদ্বার সবাকার তরে
সন্তান-সমান মোর প্রজার কারণ?
যাও রঞ্জন! মুক্ত কর তোরণের দ্বার,
ডেকে আন প্রজাগণে মোর।

[রঞ্জনের প্রস্থান।

অনুমান করতে পার মন্ত্রি, কিসের আবেদন নিয়ে আজ মল্লভূমির সমগ্র প্রজা এই তোরণদ্বারে সমাগত?

মন্ত্রী। তাদের আবেদন তারা মহারাজ সমীপে বিবৃত করতে চায়।

সুরথ। কারণ তোমরা শুনতে চাও নি বা শোন্‌বার জন্য আগ্রহ প্রকাশও কর নি, কেমন? নীরব কেন মন্ত্রি? উত্তর দাও। তোমাদের উত্তর যে, পাছে মহারাজের বিশ্রামে ব্যাঘাত হয়, এই

আশঙ্কা—কেমন? ভুলে যেও না মন্ত্রি, যে কোন কারণেই হোক্ প্রজা যখন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, তখন আর রাজার বিশ্রামের অবসর কোথায়?

প্রজাগণের প্রবেশ।

সুরথ। এসো—এসো বৎসগণ! তোমাদের অকর্ম্মণ্য রাজা তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

প্রজাগণ। মহারাজের জয় হোক্!

সুরথ। জয়গান স্তব্ধ কর বৎসগণ! আগে বল তোমাদের প্রয়োজনের কথা।

১ম প্রজা। মহারাজ! দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর অত্যাচারে আমরা আজ সর্ব্বস্বান্ত!

২য় প্রজা। আমরা ধনে-প্রাণে মারা যেতে বসেছি মহারাজ!

৩য় প্রজা। আমাদের মান-মর্য্যাদা—আমাদের কুলললনার ধর্ম্ম সবই যে যেতে বসেছে মহারাজ!

৪র্থ প্রজা। তিনখানা গ্রামের প্রজার তরফ থেকে আমাদের ঐ আবেদন মহারাজ!

সুরথ। এক্ষণে তোমরা চাও তার প্রতিবিধান—কেমন? তোমরা আবেদন কর্‌বার পূর্ব্বেই আমি সে ব্যবস্থা করেছি বৎসগণ! দুর্ব্বৃত্ত দস্যুসর্দ্দারকে শৃঙ্খলিত ক'রে এখানে আন্‌বার আদেশ দিয়েছি। তোমরা জানতে পার্‌বে, দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি কিভাবে দিই! মন্ত্রি! ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাদের সমস্ত ক্ষতি পূরণ ক'রে দাও রাজকোষের আমানতি অর্থ থেকে।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

রক্ষিবেষ্টিত শৃঙ্খলিত চিমনলালের প্রবেশ।

চিমন। জানিতে কি পারি মহারাজ,
কিবা অভিযোগ বিরুদ্ধে আমার,
যে কারণ বিনা অপরাধে
শৃঙ্খলিত করি মোরে
আনিয়াছে হেথা রাজ-অনুচরগণ?

সুরথ। অভিযোগ? শোন নাই অভিযোগ-কথা?
গুরুতর অভিযোগ বিরুদ্ধে তোমার।
অধীনস্থ দস্যুদল তব
কুশদুর্গ-সন্নিকট হ'তে
করেছে লুণ্ঠন আমানতি অর্থ দশহাজার।
শুধু তাই নয়—বধিয়াছে রক্ষী পঞ্চজনে।
তুমি দস্যুদলপতি,
তাই তোমা আনিয়াছে আদেশে আমার
বিচারের হেতু।

চিমন। মিথ্যা অভিযোগ!
নহি আমি আর দস্যু-দলপতি।
লুণ্ঠনকাহিনী, নরহত্যা, যা কিছু কহিলে,
অবিদিত সকলি আমার।

সুরথ। মিথ্যাকথা! জানো তুমি সব!
অগোচরে তব এই সব অনাচার
হয় নাই সংঘটিত।
যদি ভাল চাও, কহ সত্যবাণী—

কে সাধিল হেন অনাচার?
মুক্তি পাবে, সমর্পণ কর যদি
ধর্ম্মাধিকরণ-পাশে
লুণ্ঠিত সে অর্থসহ দুর্ব্বৃত্ত দস্যুরে।

চিমন। নহে মিথ্যাবাদী কভু চিমন সর্দ্দার।
পুনঃ বলিতেছি—
মিথ্যা এই অভিযোগ বিরুদ্ধে আমার;
সকলি অজ্ঞাত মোর!

সুরথ। মিথ্যা নয় অভিযোগ।
যদি রাজদণ্ড হ'তে মুক্তি পেতে চাও,
কহ সত্যবাণী,
আনি দেহ ধরি অত্যাচারী সেই
দুর্ব্বৃত্ত অধমে,
অন্যথায় পাইবে কঠোর শাস্তি।

চিমন। শাস্তিভয়ে মিথ্যা না কহিবে
কভু চিমন সর্দ্দার।
ভুল করিয়াছি—
রাজাদেশ অমান্য না করি—
বাড়ায়ে দিয়েছি কর পরাতে শৃঙ্খল,
আসিয়াছি হেথা রাজপদে দিতে নতি
ভাবি নাই ঘটিবে অনর্থ এত!
কর রাজা, যাহা অভিরুচি;
মিথ্যা বিনিময়ে
মুক্তিক্রয় কভু না করিব।

স্থরথ। বলিবে না?

চিমন। কি বলিব, জানি নাকো যাহা?

স্থরথ। রক্ষিগণ! কশাঘাত কর দুর্ব্বৃত্তেরে;
দেখি—কতক্ষণ রহে দুষ্ট
গোপন করিয়া সত্য!
[রক্ষিগণ কশাঘাত কবিতে লাগিল।]

চিমন। ওঃ, ভুল—কবিযাছি মহাভুল!
ওঃ—রাজা!

স্থরথ। বল—বল চিমন সর্দ্দার!
আনিবে কি ধবি সেই দুর্দ্দিত্ত দস্যুরে?

চিমন। না—না—না।
নৃশংস আচারে পার তুমি লইতে প্রাণ,
এর অধিক কিছু না করিতে পার।
জেনে রেখো—
চিমন সর্দ্দার মরণে না ডরে,
আশা তব কভু না পূরাবে।

স্থরথ। শোন রক্ষিগণ! তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
দেহ এর বিক্ষত করিয়া
ছিটাও লবণ তায়,
দেখি—কতই সহিতে পারে!
[রক্ষিগণ অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল।]

চিমন। হাঃ—হাঃ—হাঃ!
তবু আশা না পূরিবে তব।
কর তুমি চিন্তা আরবার,

যদি কিছু শাস্তি থাকে
আরো সুকঠোর ;
কিন্তু জেনো স্থির—
চিমন না আনি দিবে
তোমার সকাশে তার
প্রিয় অনুচরে।

সুরথ। পুনঃ বলিতেছি, এনে দাও তারে—

সহসা সশস্ত্র হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। আনিতে হবে না তারে,
আপনি এসেছে সেই দস্যু-অনুচর
সম্মুখে তোমার রাজা!
কি করিতে চাও তারে ল'য়ে?

[রক্ষিগণকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বাহুবেষ্টনে চিমনলালকে ধরিয়া কহিল—]

এসো পিতা!
কেহ নাহি কেশাগ্র স্পর্শিতে তব।
নৃশংস সুরথমল্ল!
ভাবিও না পাবে পরিত্রাণ
এইভাবে পাশবিক নির্য্যাতন করি
দুর্ব্বল বৃদ্ধেরে!
পাবে—পাবে এর যোগ্য প্রতিফল!
চ'লে এসো পিতা—

[চিমনকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

সুরথ। ওরে, কে আছিস্, দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদের বন্দী কর্—বন্দী কর্—

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। অরাজক—একেবারে অরাজক!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ—গোলাম মহম্মদের ছাউনি-সম্মুখ।

অপর্ণা ও সুলেখা

সুলেখা। এ যে দেখ্ছি সেই খাঁ সাহেবের ছাউনি, এখানে তুমি কি মনে ক'রে এলে অপর্ণা?

অপর্ণা। খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্তে।

সুলেখা। হিন্দুললনা, কি বল্ছো তুমি? নিস্তব্ধ রজনী, তরুণী অনূঢ়া বালিকা তুমি, খাঁ সাহেবের সঙ্গে এরূপ নিভৃত সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি অপর্ণা?

অপর্ণা। চাঁদের আলোয় পড়্তে পারিস্ যদি, তাহ'লে প'ড়ে দেখ্ এই পত্র, তাহ'লেই বুঝ্তে পার্বি আমার উদ্দেশ্য কি! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে আসি নি সুলেখা! মল্লভূমির স্বাধীনতা বিক্রয় কর্তে পিতা আমার বদ্ধপরিকর, আমি এসেছি যদি কোনরূপে পারি তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ কর্তে।

সুলেখা। [পত্র লইয়া পড়িতে লাগিল।] "তেজস্বিনি! তোমার

সতেজ বাণী, তোমার তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিমা, তোমার দেশপ্রাণতা সত্যই আমায় মুগ্ধ করেছে। তোমার পিতা চান মল্লভূমির সিংহাসন, কিন্তু তুমি কি চাও, তা যদি জান্‌তে পারি, তাহ'লে আনন্দের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না—ইতি। গুণমুগ্ধ গোলাম মহম্মদ।"

অপর্ণা। কি বুঝ্‌লি?

সুলেখা। বুঝ্‌ছি—এটা যদি তার সত্যিকারের মনের কথা হয়, তাহ'লে ভাল, নইলে—

অপর্ণা। নইলে?

সুলেখা। শুনেছি দাউদসা দেবতুল্য লোক, কিন্তু এই গোলাম মহম্মদকে আমার বিশ্বাস হয় না অপর্ণা!

অপর্ণা। তোর কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌লো কেন?

সুলেখা। অপর্ণা! আমি বলি, ফিরে চল—

অপর্ণা। কিন্তু অনেকদূর যে এগিয়েছি ভাই! এখন বুঝ্‌ছি, এগুলেও বিপদ, ফিরে গেলেও বিপদের মাত্রা কম হবে ব'লে মনে হয় না। সেদিনকার কথা পিতা আমার ভুল্‌তে পারেন নি, তার উপর গোপনে গৃহত্যাগ ক'রে নবাবী ছাউনিতে এসেছি শুন্‌লে পিতা আমায় কখনই গৃহে স্থান দেবেন না। কাজেই এখন খাঁ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। কাদের ঘর আলো করা রত্ন দুটি তোরা, এমন ক'রে পথে পথে ঘুরছিস? তোদের বুঝি মা নেই? মা থাকলে

কখনো তোদের এমন ক'রে একলাটি ছেড়ে দিতো না—দুটিকে বুকের মাঝে আঁক্‌ড়ে ধ'রে রাখ্‌তো।

অপর্ণা। তুমি কে মা?

পাগলিনী। আমি? ওই যা বল্‌লি—আমি মা। কিন্তু লোকে তা মান্‌তে চায় না, বলে পাগল আমি।

অপর্ণা। লোকে ভুল করে মা! নইলে যার বুকে এত স্নেহ, স্নেহের দুর্ব্বলতায় যে জ্ঞানহারা, যে শুধু একের মা নয়, সকলের মা।

পাগলিনী। বড় মিষ্টি—বড় মিষ্টি! কান যেন জুড়িয়ে গেল! কোথাও যাস্ নি তোরা—আমার সঙ্গে আয়, আমি তোদের মা হবো—দুজনকে বুকের মাঝে আঁক্‌ড়ে ধ'রে রাখ্‌বো। আয়—আয়, আমার সঙ্গে আয়!

অপর্ণা। এখন তো আমরা যেতে পারবো না মা! তবে যদি সে দুর্দ্দিন আসে, তখন তোমার সঙ্গিনী হওয়া ছাড়া আর আমার গত্যন্তর থাক্‌বে না।

পাগলিনী। হ্যাঁ—হ্যা, তাই আসিস্ মা, তাই আসিস্! আমি কখনও সুদিনের মা হই নি; মা হয়েছিলুম একজনের—বড় দুর্দ্দিনে মা, বড় দুর্দ্দিনে, তাই সেও মাহারা—আমিও সন্তানহারা! তবুও আমি তোদের মা হবো দুর্দ্দিনের, সুদিনের নয়—সুদিনের নয়—

[প্রস্থান।

অপর্ণা। আহা, অভাগিনী সন্তানশোকে উন্মাদিনী! তবুও তার মা হবার সাধ! এম্‌নি মায়ের প্রাণ!

সুলেখা। তবে কি ছাউনিতে যাওয়াই স্থির?

অপর্ণা। যখন অন্যপথ নেই, আয়—চ'লে আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন।—

গীত।

কি ব'লে ডাক্‌বো তোমায়, আমায় ব'লে দাও।
কোন্ ভাবেতে ভাব্‌লে তোমায় আপন ক'রে নাও॥
সবাই ডাকে 'মা' 'মা' ব'লে,
মা শোনে না ডাক্‌লে ছেলে,
তবে স্নেহময়ী ব'লে কেন সবার মুখে গুণ গাওয়াও॥

হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। এমন প্রাণ ঢেলে মাকে তো ডাক্‌ছিস, কিন্তু কি পেয়েছিস্ চন্দন?

চন্দন। ওমা, পাই নি? পেয়েছি বৈকি! এক মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আর এক মায়ের কাছে আমায় এনেছিল তারা বলি দেবো ব'লে, কিন্তু এ মা নিলেন না—আবার ফিরে গেলুম সে মায়ের কাছে; গিয়ে শুন্‌লুম, সে মা আর নেই—আমি মা-হারা পথের ভিক্ষুক। আবার ফিরে এলুম এ মায়ের কাছে—মায়ের দয়ায় পেলুম মহতের আশ্রয়! তবে আর পাই নি কি বলুন?

হাম্বীর। এ মহৎটী কে চন্দন? আমি? আমি তো একজন নরহন্তা হীন দস্যু!

চন্দন। যার মুখে শুনেছি, দস্যুও দেবতা হয়; ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিও দস্যু ছিলেন।

হাম্বীর। যাক্ ওসব কথা; যা দেখ্‌তে তোকে পাঠালুম, তার সম্বন্ধে কতদূর কি জেনেছিস্ বল্ দেখি?

চন্দন। সেই কুশদুর্গের মেয়ে দুটি এই পথ ধ'রে ঐ নবাবী ছাউনির দিকে গেল।

হাম্বীর। নবাবী ছাউনির দিকে?

চন্দন। হ্যাঁ।

হাম্বীর। তাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল?

চন্দন। কেউ নয়।

হাম্বীর। [স্বগত] এত নীচে নেমে গেছে
মল্লভূমে হিন্দুকুলবালা?
গভীর নিশায়
চলিযাছে গুপ্ত অভিসারে!
কিম্বা উদ্দেশ্য তাদের অন্যরূপ?
আকস্মিক নবাবী ছাউনি
মল্লভূমি-সীমান্ত-প্রদেশে,
নিশাকালে গতিবিধি
হিন্দুললনার সেথা!
তবে কি এ ষড়যন্ত্র?
দুর্গাধিপ করিয়াছে আমন্ত্রণ
নবাবের চমূ আক্রমিতে মল্লভূমি?
তাই যদি হয়,
ব্যর্থ হবে সঙ্কল্প আমার!
[প্রকাশ্যে] চন্দন!

চন্দন। বলুন—

হাম্বীর। পারবি কি চন্দন, সেই রমণীদ্বয়ের অনুসরণ করতে—যখন তারা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আস্‌বে?

চন্দন। কেন পারবো না ?

হাম্বীর। শুধু অনুসরণ করা নয়, তাদের উদ্দেশ্য জানতে হবে।

চন্দন। সেটা ঠিক বলতে পারছি না, তবে চেষ্টা করবো।

হাম্বীর। তাই ক'রো। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি নে; রাবমহলের খাজাঞ্চীখানা লুঠ করতে আমার লোকজন অনেকক্ষণ চ'লে গেছে—আমায় সেখানে যেতেই হবে।

চন্দন। বেশ, যান আপনি! কিন্তু—

হাম্বীর। কিন্তু কি ?

চন্দন। ওরা যদি ফিরে না আসে ?

হাম্বীর। প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবি, তারপর আড্ডায় গিয়ে আমায় সংবাদ দিবি।

[প্রস্থান।

চন্দন। বেশ—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি ডাকবো শুধু 'মা' 'মা' ব'লে,
চাইবো নাকো যেতে কোলে,
দেখবো পাষাণ ফেটে বেরোয় কিনা সলিলের কণাও॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ছাউনির অভ্যন্তর—গোলাম মহম্মদের বিলাস-কক্ষ।

গোলাম মহম্মদ ও তাহার অনুচর বকাউল্লা মদ্যপান করিতেছিল এবং বাইজীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

বাইজীগণ।—

গীত।

ঘড়ি ঘড়ি পল পল ধড়কত হ্যায দিল,
তেরে লিযে পিযা তেরে লিয়ে।
আঁখোমে নিদ্ না আওয়ে
গুজারি রাতিযা রোয়ে রোযে॥
নদী-কিনারে বোলত চিড়িয়া,
কাঁহা পিযা—মেরে পিয়া—
ছাতিয়া ফাটে, সরমে বোলি না ফোটে,
আগি জিগরকা কোন্ বুতাওযে॥

গোলাম। বকাউল্লা! যেতে বল বাঁদীগণে।

বকাউল্লা। দেখ, তোমরা এখন এসো—[বাইজীগণের প্রস্থান]।
সেরা বাইজী সব, এদেব গান—এদের নাচ কি ভাল লাগ্‌লো না হুজুর?

গোলাম। নর্ত্তকীব গানে প্রাণ নাহি পূরে,
চটুল ভঙ্গিমা আর ললিত কলায়
কামনা বাড়ায় শুধু—
তৃপ্তি নাই এতটুকু!

দিবানিশি শয়নে স্বপনে নিদ্রা
জাগরণে জাগে মনে শুধু
অপর্ণার তেজোদৃপ্ত মোহিনী মূরতি !
জগতের সকল সৌন্দর্য্য হ'তে
তিল তিল ল'যে বুঝি সৃষ্ট এই রূপ !
সুন্দর সবার চেযে সে দৃপ্ত ভঙ্গিমা।
অতুলনা—বকাউল্লা !
দুনিয়ায় অতুলনা নারী।

বকাউল্লা। তাইতো ! এ চিড়িযাব সন্ধান কি এদেশে এসেই পেযেছেন হুজুর ?

গোলাম। এই মল্লভূমে এই চোখে
দেখিযাছি তারে, এই কর্ণে
শুনিযাছি তার অমৃত-মধুব বাণী—
লজ্জা পায কোকিল পাপিযা !
প্রথম দর্শনে মনে হ'লো
বেহেস্ত হইতে নামিযা এসেছে হুবী !
মুগ্ধ আমি—আত্মহারা আমি ।

বকাউল্লা। এর জন্যে আর চিন্তা কি হুজুর ! আদেশ করুন, আমি সসৈন্যে গিয়ে সে রত্ন লুটে এনে হুজুরকে নজরানা দিই !

গোলাম। সুদুর্লভ সে রতন
শক্তিতে হবে না লাভ।

বকাউল্লা। এ আবার কি কথা বলছেন হুজুব ? নবাব বাদশাদের তো এ রকম হাজার হাজার নজীব রযেছে হুজুর ! কেউ কাশ্মীর থেকে—কেউ কান্দাহার থেকে, কেউ তুর্কীস্থান

থেকে দিগ্বিজয়ের নিশানা নিয়ে এসেছেন—কত নজরানা পেয়েছেন অমন তাবড় তাবড় আসমানের হুরী! এ তো বাংলা মুলুকের একটা অজানা অচেনা পল্লীবালা!

গোলাম। স্তব্ধ হও বেয়াদব্!
কি জানিবি—কি বুঝিবি,
মূর্খ তুই,—
কত উচ্চে এর স্থান
ওই সব লুণ্ঠিত রতন হ'তে?
যেই সব নারী করায়ত্ত হয়
বলে কিম্বা প্রলোভনে,
জীবনের লক্ষ্য তাহাদের
আপনার স্বার্থটুকু শুধু।
নাহি সেথা প্রেমের পরশ,
হৃদয় তাদের প্রেমহীন মরু!
আমি চাই—বলে নয়, নহে ছলনায়,
বুকভরা ভালবাসা দিয়ে
চাহি তার হৃদয় জিনিতে।

বকাউল্লা। তাইতো হুজুর—তা হুজুর, শুনেছি তোয়াজে বনের বাঘ বশ হয়, আর একটা মেয়ে মানুষ বশ হবে না?

গোলাম। না—না মূর্খ! তা হয় না—হবে না—হ'তে পারে না।

বকাউল্লা। তবেই তো ফ্যাসাদ দেখ্‌ছি। হুজুর! দেখ্‌ছেন একজোরা ওর নাম কি—আশমানের হুরী!

গোলাম। এঁ্যা—তাইতো! অপর্ণা!

অপর্ণা ও সুলেখার প্রবেশ

গোলাম। আসুন—আসুন! বড় মেহেরবাণী আপনার—

অপর্ণা। আপনি আমার পিতৃবন্ধু, আমাকে অতটা খাতির কর্‌তে হ'বে না।

বকাউল্লা। তা কি হয় হুজুরাইন? আপনাকে খাতির কর্‌বেন হুজুর, খাতির কর্‌বো আমরা, খাতির কর্‌বে দেশশুদ্ধ লোক—

গোলাম। চোপরাও বেয়াদব্! এখান থেকে যা—

বকাউল্লা। [স্বগত] ইয়া আল্লা! ইনিই কি তিনি নাকি? নইলে হুজুরের মেজাজটা একেবারে তেরে কেটে তাক্ হ'য়ে গেল কেন? দেখাই যাক্ আড়াল থেকে—কতদূর গড়ায়!

[প্রস্থান।

অপর্ণা। আপনার পত্র পেয়ে আপনাকে মনের কথা জানাতে এসেছি।

গোলাম। আমিও উদগ্রীব তাই
মনোভাব জানিতে তোমার।
লো সুন্দরি! তব আসাপথ চেয়ে
আছি ব'সে আকুল আগ্রহে।

অপর্ণা। [দৃঢ়স্বরে] খাঁ সাহেব!—

গোলাম। রুষ্ট নাহি হও সুলোচনে!
আগে শোন অন্তরের বাণী মোর,
কি জ্বালায় জ্বলিতেছি আমি অহর্নিশ!
গুণমুগ্ধ—রূপমুগ্ধ আমি,
তুমিময় হৃদয় আমার,

যাপিতেছি কর্ম্মহীন দিবা
বিনিদ্র রজনী,
শুধু ধ্যান করি ও মোহিনী
মূরতি তোমার !
বল—বল বরাননে !
মনোভাব কিবা তব ?
এক কণা তব করুণার
প্রার্থিজনে দিবে কি সুন্দরি ?

অপর্ণা । [দৃঢ়স্বরে] না—না ।

গোলাম । বিনিময়ে যাহ চাও তাই দিব ,
মল্লভূমি-সিংহাসনে বসায়ে তোমারে
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য সম
পালিব আদেশ তব ।

অপর্ণা । না—না, কিছু নাহি চাই আমি,
অনুগ্রহে তব
করি আমি শত পদাঘাত ।
ভাবি পিতৃবন্ধু অভিন্নহৃদয়,
সরল হৃদয়ে করেছিনু বিশ্বাসস্থাপন,
সে বিশ্বাসের এই প্রতিদান ?
নীচতায় ভরা হৃদি যার,
কেমনে সে দেয় পরিচয়
আপনারে মানুষ বলিয়া ?
ধিক্—শতধিক্ তোমা !

গোলাম । ভুল মোরে বুঝিও না সুলোচনে !

নহি আমি দোষী ;
লইয়া রূপের ডালি ভুবনমোহিনি,
কেন তুমি দেখা দিলে মোরে ?
তাইতো হারানু আমি
আপনারে অজ্ঞাতে আমার।
তোমার করুণা বিনা
অসার জীবন মোর !
দয়া কর,—জানু পাতি
প্রেমভিক্ষা মাগিতেছি আমি।

অপর্ণা। ভুলে যাও অলীক স্বপন-কথা ;
মল্লভূম-রাজকন্যা নহে এত হীন,
তব কামানলে
আহুতি দানিবে আপনায়।

গোলাম। অপর্ণা।

অপর্ণা। মরণ লইয়া সাথে লয়েছি জনম যবে,
মরিতে না হবে দ্বিধা মোর,
কামের কুক্করী হ'তে
শ্রেয়ঃ মোর মরণ বরণ।

গোলাম। শুনিবে না ? রাখিবে না অনুরোধ ?
বিনিময়ে যাহা চাও,
তাই দিব তোমা।

অপর্ণা। কর যদি মোরে
সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী
তবু তব আশা পূর্ণ নাহি হবে।

গোলাম। দুর্ব্বলা রমণী তুমি রক্ষকবিহীনা,
এই শূন্য কক্ষে যদি
বলে তোমা ধরিয়া হৃদয়ে
এঁকে দিই বিম্বাধরে চুম্বনের রেখা,
কে রক্ষিবে তোমা?

অপর্ণা। আজি পেয়ে মোরে
একাকিনী সহায়বিহীনা
আপন আয়ত্তমাঝে,
উদ্যত হয়েছ তুমি
নারীর নারীত্ব ধর্ম্ম করিতে হরণ,
কিন্তু রাখিও স্মরণ—
ধর্ম্ম না সহিবে কভু হেন অনাচার
ঈশ্বরের কাছে
এ পাপের নাহিক মার্জ্জনা।

গোলাম। ধর্ম্ম? হাঃ—হাঃ—হাঃ!
ডাকো—ডাকো,
দেখি কতদূরে আছে ধর্ম্মরাজ

অপর্ণা। দূরে নয়—দূরে নয়,
ধর্ম্ম আছে তোমারি অন্তরে।

গোলাম। আমারি অন্তরে!

অপর্ণা। হ্যাঁ; আমি সে ধর্ম্মের দ্বারে
আপনারে করিনু অর্পণ।

গোলাম। এঁ্যা!

অপর্ণা। মনে কর, যদি কালচক্রফেরে

তোমারি মতন কোন পশুর কবলে
মাতা কিম্বা ভগিনী তোমার
অসহায়া আমারি মতন করে হাহাকার,
তারপর সর্ব্বহারা বালা
দিয়ে আত্মবলি জুড়ায় কলঙ্কজ্বালা,
শুনি সে কাহিনী
পারিবে কি ধরিতে জীবন?

গোলাম। [স্বগত] ধর্ম্ম আছে আমারি অন্তরে!
[প্রকাশ্যে] অপর্ণা!

অপর্ণা। এসো—হাত ধর!
নিরস্ত্র সহায়হীনা দুর্ব্বলা রমণী
পরম বিশ্বাসভরে নিশীথের
অন্ধকারে এসেছি তোমার পাশে,—
মানি নাই কোন বাধা,
ভাবি নাই—সমাজের
উদ্যত শাণিত অস্ত্র তুলিছে মস্তকে।
এসো—এসো, কোন কথা কহিব না,
করিব না একটিও অঙ্গুলিহেলন,
পিতৃবন্ধু—পিতৃসম তুমি,
এঁকে দাও মুখে মোর কলঙ্ককালিমা,
আর আমি তোমা নিরন্তর
"পিতা" ব'লে করি সম্ভাষণ।

[অবসাদে উত্তেজনায় গোলাম মহম্মদের পদতলে আছড়াইয়া পড়িল।]

গোলাম। ওঠো—ওঠো রাজার নন্দিনি—

[হাত ধরিয়া তুলিলেন।]

অপর্ণা। হে সেনানি!

পিতা ব'লে করিয়াছি সম্ভাষণ,

বল—বল, কে আমি তোমার?

গোলাম। কন্যা তুমি, ভগ্নী তুমি, জননী আমার।

বর্ষে বর্ষে হিন্দুদের ঘরে ঘরে

লেলিহান রসনা মেলিয়া

ছাগরূপী কামশিশু উত্তপ্ত শোণিত

তুমিই তো করিয়াছ পান!

মুসলমান ব'লে নয়, ধর্ম্মহীন গোত্রহীন

অন্তরের এই যে মানুষ,

শাশ্বত এ জননীর পায়ে

নতশিরে করিছে সেলাম।

অপর্ণা। খাঁ সাহেব!

গোলাম। অন্ধ আমি, আলোর জগতে

নিয়ে চল হাত ধ'রে মোরে,

প্রার্থনা তোমার সাধ্যমত পূরাবে সন্তান।

অপর্ণা। তবে এসো পিতৃবন্ধু! এসো সন্তান! কন্যাকে তার পিত্রালয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দাও—

গোলাম। পথ দেখানো নয় মা, চল—আমি তোমার সঙ্গী হ'য়ে তোমাকে তোমার পিতার কাছে রেখে আসি।

[গোলাম মহম্মদ সহ অপর্ণা ও সুলেখার প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মল্লভূমি—রাজসভা।

সুরথমল্ল ও মন্ত্রী।

সুরথ। দস্যু-অত্যাচারে নিপীড়িত মল্লভূমি,
রাজকোষ অর্থশূন্য প্রায়
পুনঃ পুনঃ শোষণে এদের।
কিরূপে দমিত হবে দস্যু-অত্যাচার,
ভাবিয়া না পাই কিছু।

মন্ত্রী। সেই দিন হ'তে চিমন সর্দ্দার
ত্যজিয়া আবাসভূমি
দক্ষিণ জঙ্গল হ'তে সদলে গিয়াছে চলি
নাহি জানি কোন্ অজানা প্রদেশে!
দিকে দিকে পাঠাইয়া চর
নানামতে করেছি সন্ধান,
কোন সূত্র পাই নাই
তাহাদের গুপ্ত আবাসের।
অন্যদিকে চরমুখে শুনিনু সংবাদ—
পড়িয়াছে নবাবী ছাউনি
মল্লভূমি-সীমান্ত-প্রদেশে,
বুঝিতে না পারি হেতু কিবা তার!

সুরথ। আর কিবা হেতু ?
দস্যুর দলনে ব্যতিব্যস্ত মল্লভূমিপতি,
তাই সুযোগ বুঝিয়া
গৌড়াধিপ খেলিয়াছে নূতন চাতুরী,
সুনিশ্চয় সঙ্কল্প তাহার
মল্লভূমি আক্রমণ।

মন্ত্রী। তাই যদি হয় মহারাজ!
ব্যর্থ হবে প্রয়াস তাহার।
সুরক্ষিত মল্লভূমি,
বাধা দিতে বহিঃশত্রুদলে
রয়েছে সুদৃঢ় দুর্গ দিকে দিকে
সুশিক্ষিত সেনাদল সহ,
মল্লভূমি জয় সুসাধ্য কাহারো নয়।

সুরথ সুসাধ্য না হ'তে পারে,
কিন্তু মন্ত্রি, অসাধ্য নহে ত
কখনও অপরের কাছে।
সেই হেতু সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিতে হবে।
কিন্তু দুর্দ্দমদ দস্যুর দল
পদে পদে করিতেছে অনর্থ সাধন,
প্রয়োজন শাসন তাদের সকলের আগে।
সুচিন্তিত সদুপায় কর উদ্ভাবন,
অন্যথায় মল্লভূমি-স্বাধীনতা যাবে চিরতরে।

মন্ত্রী। থাকিতে একটি মাত্র অস্ত্রধারী প্রাণী
মল্লভূমি কভু না হইবে পরপদানত।

চিন্তা শুধু দস্যুদলনের!
যদিও দস্যুর দল
দক্ষিণ জঙ্গল হ'তে গিয়াছে সরিয়া,
যায় নাই বহুদূরে তারা।
চরমুখে শুনেছি সংবাদ—
পশ্চিম-সীমান্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলে
পাইয়াছে নিদর্শন কিছু।
জনশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে
হিংস্র শ্বাপদভয়ে পথিক বিরল যেথা,
আকস্মিক জনসমাগম
কেমনে সেখানে হয়?
তাই সন্দ লাগে মনে,
বুঝি এইস্থানে
রচিয়াছে তারা নূতন আবাস!

সুরথ। তাই যদি হয় অনুমান,
তবে কি হেতু বিলম্ব আর?
সৈন্যাধ্যক্ষে জানাও আদেশ
সুসজ্জিত করিতে বাহিনী,
অবিলম্বে যাবো আমি দস্যুর দলনে।

মন্ত্রী। সুযুক্তি এ নহে মহারাজ!
দস্যুদল যুদ্ধ নাহি করে কভু।
দস্যুদল-আবাস-সান্নিধ্যে
আকস্মিক সেনা-সন্নিবেশ জাগাবে সন্দেহ,
নিঃসন্দেহে ত্যজিবে আবাস তারা।

তার চেয়ে বাছা বাছা স্বল্প সেনা ল'য়ে
গুপ্ত অবরোধ যদ্যপি সম্ভব হয়,
করায়ত্ত হবে দস্যুদল।

স্থরথ দেখি—ভেবে দেখি—!

রক্তাক্তকলেবরে রঞ্জনের প্রবেশ।

স্থরথ। এ কি রঞ্জন, কি হয়েছে তোর?

রঞ্জন। আমার কিছুই হয় নি মহারাজ! আপশোস যে মরণটা হ'লো না—এই অকেজো প্রাণটা নিয়ে ফিরে এলুম! এতদিন মহারাজের নেমক খেয়ে রঞ্জা পাইক আজ কিছু কর্‌তে পার্‌লে না!

স্থরথ। কি হয়েছে রঞ্জন? তুই অমন কচ্ছিস্ কেন?

রঞ্জন। ইচ্ছে হ'চ্ছে, নিজের হাতে নিজের গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে ফেলি! যা কখনো হয় না—হ'তে পারে না, আজ আমি থাক্‌তে তাই হ'লো। এত বড় সর্ব্বনাশ যে হবে, তা একটিবারও ভাবি নি, তাই তৈরী থাক্‌তে পারি নি; তবু দু তিনটে সয়তানকে নিকেশ করেছি! এক সয়তান পেছন দিক থেকে আমার মাথা ফাটিয়ে দিলে লোহার ডাণ্ডা মেরে—আমায় একদম কাবু ক'রে দিলে! নইলে এ সর্ব্বনাশ কখনো হ'তো না।

স্থরথ। ভণিতা রাখ্, কি হয়েছে বল্?

রঞ্জন। কি আর বল্‌বো মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে,—রাজকুমারীকে—

স্থরথ। রাজকুমারীর কি হয়েছে?

রঞ্জন। তাকে ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গেছে। যেমন নিত্যি যেতেন, আজও তেম্‌নি গিয়েছিলেন বাগানের বাঁধা ঘাটে স্নান কর্‌তে।

অন্দরের পাইক দুজন যেমন রোজ যায়, আজও গিয়েছিল কাল্লু আর লছমন—ঘাটের কাছে থাকবার হুকুম নেই—বাগানের ধারে গাছতলায় ছিল তারা। আমিও সেই সময় সদর ঘাটে স্নান করছিলুম। হঠাৎ রাজকুমারীর চিৎকার শুনে ছুটলুম বাগানের ঘাটের দিকে। দেখলুম ঘাটে একটা ছিপ বাঁধা রয়েছে—রাজকুমারীকে চারজন জোয়ান কাঁধে ক'রে ছিপে তুলছে—কাল্লু আর লছমন তাদের বাধা দিচ্ছে। আমি বাঘের মত লাফিয়ে পড়লুম তাদের ঘাড়ে! লছমনটা ঘায়েল হ'য়ে পড়লো—দুটোকে শেষ করলুম আমি—কাল্লুটা ম'লো একটাকে শেষ ক'রে, কিন্তু মহারাজ! শেষ রাখতে পারলুম না! পেছন থেকে সয়তানের হাতের চোট খেয়ে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলুম, উঠে দেখলুম, নদীতে ছিপও নেই—রাজকুমারীও নেই!

সুরথ। রাজকুমারীকে ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গেল, আর তুই বেঁচে থেকে সেই সংবাদ দিতে ফিরে এলি?

রঞ্জন। বড় আপশোস যে মরণ হ'লো না। আপনি আমায় শাস্তি দিন—মৃত্যু দিন, আমার মত নেমকহারাম অকেজো লোকের মরণই ভাল।

সুরথ। মন্ত্রি! আর চিন্তা নয়, বিবেচনা নয়, যুক্তি নয়, বিচার নয়, আমি এখনই এই মুহূর্তে দস্যুদলের সন্ধানে যাবো—ইচ্ছা হয় সাহায্যের জন্য পরে সৈন্য পাঠিও। যদি কল্যাণীর সন্ধান করতে না পারি, এই যাত্রাই আমার শেষ যাত্রা। [বেগে প্রস্থান।

রঞ্জন। আমি কি কোন কাজে লাগবো না হুজুর?

মন্ত্রী। কাজের অভাব হবে না রঞ্জন, আগে সুস্থ হ'—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুশদুর্গ—বিলাসকক্ষ।

বটুকেশ্বর একাকী বসিয়া সুরাপান করিতেছিল এবং নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

বনের ফুল আমরা ক'টি, ফুটেছি কোন্ নিরালায়।
কোন্ অসীমের পানে চেয়ে, পথ চাওয়া কার আশায়॥
আঁধারের রূপের ডালি,
প্রাণের কথা কারে বলি,
কবে সে অচিন পথিক আমার এ নদীর কূলে
আঁধারে জ্বেলে বাতি, আসবে সে পথ ভুলে,
সেই আশায় পথ চাওয়া,
নইলে শুধু ঝ'রে যাওয়া,
নীরবে বনের মাঝে উতলা দখিন্ হাওয়ায়॥

সুধীরথের প্রবেশ।

সুধীরথ। বন্ধ কর—বন্ধ কর নাচ-গান। তুষানলে যার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে, এ বিলাস-সম্ভোগ তার জন্য নয়। তোমরা এখন যাও।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

বটুকেশ্বর। আগুন জল ক'রে দেবার তো এই পথ হুজুর!

আগুন তো আগুন, মরা বেঁচে ওঠে এই সঞ্জীবনী সুধায়, এই জন্যেই তো এর নাম মৃতসঞ্জীবনী সুধা। স্বর্গের দেবতারা পেটভরে এই সুধা খেয়ে অমর, আর তা পায় না ব'লেই মানুষ মরে। এখন ধরুন দেখি এক পাত্র—

সুধীরথ। আমার আর প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না বটুকেশ্বর! পৃথিবীর উপর আমার ঘৃণা জন্মে গেছে।

বটুকেশ্বর। খুব ভাল হয়েছে হুজুর, শুধু বাদ রাখুন সুরা আর নারী। নিন্—ধরুন—[সুরাপাত্র দিল।]

সুধীরথ। আমার কন্যা কি সত্যই গৃহত্যাগিনী হ'লো?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা একেবারে খাঁটি সত্যি। গৃহ-ত্যাগিনী না হ'লে নিশ্চয় সে গৃহে থাক্তো।

সুধীরথ। কুলত্যাগিনী আমার উঁচু মাথা হেঁট ক'রে দিলে?

বটুকেশ্বর। মাথা তুলে রাখুন হুজুর! কার বাপের সাধ্যি যে আপনার মাথা হেঁট ক'রে দেয়।

সুধীরথ। এই অবাধ্যতার জন্য একদিন পত্নীকে ত্যাগ করেছি—দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বুকে নিয়ে সে আমার গৃহ ছেড়ে চ'লে গেছে, জানি না আজও বেঁচে আছে কি না! তার কথা একদিনও ভাবি নি—মনে এতটুকু দুঃখ হয় নি। তারপর আবার নূতন সংসার—সেও চ'লে গেল অপর্ণাকে এতটুকু রেখে। স্নেহ-আদরের আতিশয্যে সেই মাতৃহীনা বালিকা অপর্ণাও অবাধ্য হ'য়ে উঠ্লো—আমার বিরুদ্ধাচরণ কর্তেও দ্বিধাবোধ করে নি। স্নেহের দুর্ব্বলতায় তার সে অপরাধও মার্জ্জনা করেছি, কিন্তু ভাবতে পারি নি যে, আমার কন্যার প্রবৃত্তি এতটা হীন হ'তে পারে—সে কুলত্যাগিনী হ'তে পারে!

অপর্ণা ও গোলাম মহম্মদের প্রবেশ।

অপর্ণা। আপনার কন্যার প্রবৃত্তি কখনও এতটা হীন হ'তে পারে না বাবা! সে কুলত্যাগিনীও নয়।

সুধীরথ। কে—অপর্ণা! নির্লজ্জা বালিকা! কোন্ মুখ নিয়ে আবার তুই ফিরে এসেছিস্? আমার মান—আমার সম্ভ্রম—আমার বংশমর্য্যাদায় যে কালি ঢেলে দিয়েছিস্, সে কালির দাগ যে কখনও মুছ্‌বে না। দূর হ—দূর হ'যে যা আমার সম্মুখ থেকে!

অপর্ণা। তুমি কি বল্‌ছো বাবা?

সুধীরথ। আমি কি বল্‌ছি! কুলত্যাগিনী কন্যাকে হত্যা না ক'রে স্নেহের দুর্ব্বলতায় শুধু তিরস্কার ক'রে দূর ক'রে দিচ্ছি—এই না? এটুকু তোর সৌভাগ্য মনে ক'রে দ্বিতীয় কথা না ব'লে এখান থেকে দূর হ'য়ে যা—আমি তোর মুখদর্শন কর্‌বো না। যা—যা—চ'লে যা!

অপর্ণা। বিনা দোষে এমন কুৎসিত অপবাদের বোঝা মাথায় নেওয়ার চেয়ে তুমি আমায় হত্যা কর বাবা!

সুধীরথ। তোর মত কলঙ্কিনীকে অস্ত্রাঘাত ক'রে ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রের অমর্য্যাদা কর্‌তে পার্‌বো না। তুই যা—যা বল্‌ছি!

গোলাম। তুমি কি পাগল হয়েছ দোস্ত? কাকে কি বল্‌ছো? আমার এই মাকে? তুমি বাপ হ'য়েও আজও তাকে চিন্‌তে পারো নি, কিন্তু আমি এক লহমায় তাকে চিনেছি; আমার মনে হয়, দেবতার চেয়েও আমার এ মা বড়—অনেক বড়। ভুল বুঝো না দোস্ত—ভুল বুঝো না।

সুধীরথ। যাক্ দোস্ত, আর সাফাই দিতে হবে না।

গোলাম। সাফাই নয় দোস্ত, সাচ্ বাত। তোমারই জন্যে বেটী গিয়েছিল আমার কাছে, কারণ আমি তোমায় সাহায্য করবো ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম। তুমি যা বুঝতে পার নি, বুদ্ধিমতী মা আমার তা বুঝতে পেরেছিল, সে বুঝতে পেরেছিল কি মূল্যে তুমি এই সিংহাসনখানি কিনতে যাচ্ছো! রাগ ক'রো না দোস্ত! তোমার মত নির্বোধ পিতার এমন একটা সাংঘাতিক ভুল ভাঙ্গতে যে মহিমময়ী নারী জগতের কোন বাধা না মেনে এক অপরিচিতের কাছে এমন ভাবে ছুটে যেতে পারে, তাকে তুমি এতটা ছোট ক'রে দিও না দোস্ত! তাতে ক্ষতি হবে তোমারই।

সুধীরথ। ক্ষতি যতই হোক বন্ধু, হিন্দুর ধর্ম্ম—হিন্দুর কুল-গৌরবের তুলনায় তা অগ্রাহ্য। নিশীথ রাত্রে গোপন ভাবে অন্তঃপুরের গণ্ডী ছেড়ে পরবাসে গমন হিন্দুললনার অমার্জ্জনীয় অপরাধ। নিষ্পাপ হ'লেও সে সমাজের চক্ষে অপরাধী—গৃহে তার স্থান নেই

অপর্ণা। বাবা!—

গোলাম। কার কাছে কাকুতি করছিস মা? যাদের সমাজে নারীধর্ম্ম এমন ক্ষণভঙ্গুর, সে সমাজে তোর স্থান হবে না মা! তার চেয়ে আমার সঙ্গে আয়! দোস্ত যে লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী ব'লে বিদায় ক'রে দিচ্ছে, আমি ভিন্নধর্ম্মী হ'য়েও সেই লক্ষ্মীকে নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠা করবো। আয় মা, চ'লে আয়—

অপর্ণা। বাবা! তুমি কি সত্যি বলছো বাবা, এ গৃহে আমার আর স্থান নেই?

সুধীরথ। [দৃঢ়স্বরে] না—না—না।

গোলাম। জবাব পেলি তো? এখন আয়—

গীতকণ্ঠে চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন।—

গীত।

আয় চ'লে আয় সকলহারা,
সর্ব্বহারা ডাক্‌ছে তোরে।
কিসের মায়া কিসের বাঁধন,
যখন স্থান পেলি নি আপন ঘরে॥
অসীম পথে চল্ না চলি,
কাঁধে নিয়ে ভিক্ষের ঝুলি,
মুখে শুধু 'মা' 'মা' বুলি,
মা যে আছেন সকল ঘরে॥

সবই যখন হারালে, তখন আমার মত সকলহারার সঙ্গ নেওয়াই তো ভাল! আস্‌বে আমার সঙ্গে?

অপর্ণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্; আমি তোর সঙ্গেই যাবো ভাই! তাহ'লে আসি বাবা! খাঁ সাহেব! অবাধ্য কন্যাকে আপনিও মার্জ্জনা করবেন।

[পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে চন্দন অপর্ণার হাত ধরিয়া প্রস্থান করিল।]

গোলাম। বড় ভুল করলে দোস্ত—বড় ভুল করলে। আদাব—
[প্রস্থান।

সুধীরথ। [কিয়ৎক্ষণ নতমুখে থাকিয়া সহসা] চ'লে গেছে? চ'লে গেছে বটুক?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে কে? খাঁ সাহেব?

সুধীরথ। মূর্খ—

[বিরক্তভাবে প্রস্থান।

বটুকেশ্বর। সবাই তো চ'লে গেল, তবে আমি মুখ্যু হ'লুম কেন, তা তো বুঝতে পাচ্ছি নে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপথ—বৃক্ষতল।

হাম্বীর ও রণলাল কথোপকথন করিতেছিল।

হাম্বীর। হতাহত কয়জন?

রণলাল। হত একজনও নয়;
সামান্য আঘাত পাইয়াছে দুইজন,
বুদ্ধিদোষে একজন হয়েছে আহত;
তবে আশঙ্কা নাহিক কিছু,
সুস্থ হবে দুই চারি দিনে।

হাম্বীর। বন্দিনীরে রেখেছ কোথায়?

রণলাল। যেমন আদেশ ছিল—
গিরিদুর্গে রাখিয়াছি তারে;
কিন্তু সর্দার! রাজকন্যা
বারিবিন্দু স্পর্শ করে নাই।

হাম্বীর। দেখি অহোরাত্র আর,
পিতা তার আসে কতক্ষণে,
তারপর সে চিন্তা করিব।

রণলাল। যদি নাহি আসে রাজা?

হাম্বীর। আসিবে না কন্যার সন্ধানে?
আমার বিশ্বাস—
আসিবে সে সুনিশ্চয়!

রণলাল। যদি রাজা গিরিদুর্গ করে আক্রমণ?

হাম্বীর। আমাদের গুপ্ত এ আবাস
কারো সাধ্য নাই করিতে সন্ধান!
সেনাদল ল'যে কবিবে না আক্রমণ
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সৈন্যবলি দিতে।
তবু রহিও সতর্ক রণলাল!
যেন দস্যু-আবাসের কোন নিদর্শন
কেহ নাহি পায খুঁজে।

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। মাকে খুঁজ্‌ছিস তোরা? আস্‌বে—ঠিক আস্‌বে, সন্তানকে ছেড়ে মা কখনো থাকৃতে পার্‌বে না; তোরা ভাবিস্‌ নি, ঠিক আস্‌বে।

হাম্বীর। তুমিই তো আমাদের মা, তাইতো তুমি যখন তখন আমাদের কাছে ছুটে এসো—

পাগলিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তোদের মা—তোরা আমার সন্তান! তা'হ'লে এটা তুই নে—তোর কাছেই রেখে দে! এও এক

মায়ের জিনিষ—তার হারানিধি সন্তানের স্মৃতি; যত্ন ক'রে রেখে-ছিল সে, যাবার সময় আমায় দিয়ে গেল। আমিও যে মা! তাই সে তার বুকের লুকানো জিনিষ আমায় বিশ্বাস ক'রে দিতে পেরেছে। মা না হ'লে সন্তানের কদর কে বুঝ্‌বে বল্? দেখ্ না, কত যত্ন ক'রে বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখেছি! নে—নে—তুই নে, খুব যত্ন ক'রে লুকিয়ে রেখে দিস্। [হাম্বীরকে একটি ক্ষুদ্র পেটিকা দিল।]

হাম্বীর। এটা আমায় দিচ্ছো? আমি কি তেমন যত্ন ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বো মা?

পাগলিনী। হ্যাঁ—তোকেই দিলুম, তুই পার্‌বি, আর কেউ পার্‌বে না! যারা মা চেনে না, তারা পার্‌বে না।

হাম্বীর। এতে কি আছে মা?

পাগলিনী। ঐ তো বল্লুম—মায়ের যথাসর্ব্বস্ব! সেও আমার মত সন্তানহারা কিনা, তাই তার জীবনের সম্বল করেছিল এইটী। আমায় দিয়ে গেল কেন জানিস্? আমিও সন্তানহারা ব'লে!

হাম্বীর। মা—!

পাগলিনী। আঃ—কি মিষ্টি! ডাক্—আবার ডাক্!

হাম্বীর। মা—মা—!

পাগলিনী। থাক্, আর ডাকিস্ নি, এত সুখ আমার সইবে না, হয়তো তোকেও হারাবো! আমি যে সবখাগী রাক্ষসী—সবখাগী রাক্ষসী—সবখাগী রাক্ষসী—

[দ্রুত প্রস্থান।

হাম্বীর। বলিতে কি পার রণলাল!
কেন মম প্রাণ হয় বিচঞ্চল
হেরি ওই উন্মাদিনী?

যেন আপনা হারায়ে ফেলি!
যেন অন্তরের অন্তর প্রদেশে
ওঠে ঘনঘন সকরুণ হাহাকার!
কেন বা এমন হয়?

রণলাল। শৈশব হইতে পাও নাই
জননীর স্নেহের আস্বাদ,
তাই সন্তানবৎসলা জননীর
স্নেহের উচ্ছ্বাসভরা মধু সম্ভাষণে
আত্মহারা হইযাছ ভাই!
আঘাতের যথা আছে
যোগ্য প্রতিঘাত—এও তাই!
শুষ্ক প্রাণ স্নেহের পিয়াসী
অনায়াসে হয বিগলিত
উন্মাদের স্নেহ-সম্ভাষণে।

হাম্বীর। হোক্ উন্মাদের স্নেহ-সম্ভাষণ,
তবু পরিপূর্ণ সুধার আস্বাদ
আকণ্ঠ করিয়া পান আকাঙ্ক্ষা না মিটে!
রণলাল!

রণলাল। সর্দ্দার!

হাম্বীর। না, থাক্, আমি নিজেই যাচ্ছি—সর্ব্বাগ্রে উন্মাদিনীর গচ্ছিত রত্ন যত্ন ক'রে রাখ্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

রণলাল। আমিও ভেবে উঠ্‌তে পারছি না, এই উন্মাদিনীকে দেখে সর্দ্দারের এমন ভাবান্তর হয় কেন?

চন্দন ও অপর্ণার প্রবেশ ।

অপর্ণা । এ আমায় তুই কোথায় নিয়ে এলি ভাই ?

চন্দন । দু চোখ যে দিকে নিয়ে এলো, সেই দিকে ।

অপর্ণা । এই জনশূন্য পার্ব্বত্যভূমি শুনেছি দস্যুদের আবাস—

চন্দন । হ'লোই বা ! পাহাড় জঙ্গলে সকলেই যদি ডাকাত হয়, আমরাও তাই ।

অপর্ণা । চন্দন !

রণলাল । চন্দন ! [জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন ।]

চন্দন । [একবার অপর্ণার দিকে, একবার রণলালের দিকে চাহিয়া বলিল—] আমার দিদি--আমারই মত সর্ব্বহারা ! এত বড় পৃথিবীতে তার থাক্‌বার জায়গা নেই—আশ্রয় নেই ।

রণলাল । তাতে কি ? তোর যখন বোন্, তখন তুই যেখানে আছিস্, তিনিও সেইখানে থাক্‌বেন ।

অপর্ণা । চন্দন ! তুই কি তবে—

চন্দন । ডাকাত কিনা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো ? ঠিক ডাকাত না হ'লেও ডাকাতের দলের লোক ।

অপর্ণা । মিথ্যাবাদি ! প্রবঞ্চক ! [প্রস্থানোদ্যত]

চন্দন । ওকি, চ'লে যাচ্ছো কেন দিদি ?

অপর্ণা । যাবো না ? জগতের ঘৃণিত নরহন্তাদলের তুই একজন, এ কথা তুই আমায় আগে বলিস্ নি কেন ?

রণলাল । নরহন্তা ঘৃণ্য জীব বলি
পরিচিত জগত-সমাজে
আরণ্য বর্ব্বর দস্যুদল—

যোগ্য নয় মনুষ্য নামের,
তাই অবজ্ঞায় ফিরায়ে বদন
চ'লে যেতে চাও ভদ্রে ?
কিন্তু জেনেছ কি কভু কোন সূত্রে
নিবারিতে নিজ কৌতূহল,
কেন জন্মে এই জীব ধরণীমাঝারে ?

অপর্ণা। হিংস্র পশু জন্ম লয়
গভীর অরণ্যে মানব-অজ্ঞাতে,
সেই মত জগতের আবর্জ্জনা
বর্ব্বরতা নীচতার মাঝে
হিংস্র মানব লভিয়া জনম
কালে দস্যুরূপে হয় পরিচিত,
তাই মনুষ্যসমাজে অতি ঘৃণ্য তারা।

বণলাল। ভ্রান্ত এ বিশ্বাস, ভদ্রে!
দস্যুমাত্রে জন্ম নাহি লয়
বর্ব্বরতা-কদর্য্যতা-মাঝে
জিঘাংসা-প্রবৃত্তি ল'য়ে!
এ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।
রত্নাকর অজামিল ব্রাহ্মণনন্দন,
জন্মে নাই কেহ দস্যুকুলে ;
সমাজের নির্য্যাতনে,
অভাবের তীব্র কশাঘাতে
দস্যুবৃত্তি নিয়েছিল তারা
সংসারের দারিদ্র্যমোচন হেতু—

নহে জিঘাংসায়!
এ কি অপরাধ তাহাদের?

অপর্ণা। তবু—তবু আমি ঘৃণা করি
নরহন্তা দস্যুদলে।
এই বিশ্বমাঝে আছে কতজন
ভিক্ষা-অন্নে করিতেছে জীবনধারণ,
নিরীহের প্রাণ ল'য়ে
অকারণ নাহি করে খেলা।
কেন—কেন এই নৃশংসতা,
কেন এই বর্ব্বরতা,
যবে নহে ধরা মমতাবিহীন,
কৃপণতা নাহি করে ফলশস্য দিতে?
গৃহস্থ বিমুখ নয়
ভিক্ষাদানে করিতে ভিক্ষুকে,
তবে কেন হীনবৃত্তি এই?
কেন হয় মানুষ রাক্ষস?

হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। মানুষেই সৃষ্টি করে মানব-রাক্ষস—
নৃশংসতা মানুষে শিখায়।
এ জগতে জঘন্য প্রবৃত্তি যত
উদ্ভব মানুষ হ'তে,
যে মানুষ সমাজের শীর্ষস্থানে বসি
মহৎ বলিয়া আপনারে দেয় পরিচয়।

তারাই শিখায ভগ্নি,
এই নৃশংসতা—এই বর্ব্বরতা।

অপর্ণা। তুমি আমায় ভগ্নী ব'লে সম্বোধন করলে, তুমি কে? তুমি কি এদেরই একজন?

হাম্বীর। হয়তো পরিচয়ে তৃপ্ত হবে না, শুধু জেনে রাখো আমি তোমার এক উচ্ছৃঙ্খল ভাই।

অপর্ণা। আমার আজন্মের সংস্কার, দস্যু হৃদয়হীন—স্নেহ-মমতার ধার ধারে না তারা; কিন্তু তুমি—তুমি বোধ হয় দস্যু নও?

রণলাল। ভদ্রে! উনিই এই দস্যুদলের নায়ক—নীচতা, নৃশংসতা, বর্ব্বরতার নেতা।

হাম্বীর। কিন্তু তোমার কাছে এক উচ্ছৃঙ্খল ভাই।

অপর্ণা। দস্যুসর্দ্দার? কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি তোমার অন্তর—তোমার ওই সরলতামাখা মুখ ওই শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে; তুমি তো নৃশংসতার জীবন্ত মূর্ত্তি দস্যু নও! কেন তুমি দস্যু হ'লে—কেন তুমি দস্যু হ'লে?

হাম্বীর। তা যদি জানতে চাও বোন্, এই উচ্ছৃঙ্খল ভাইয়ের কদর্য্যতাময় জঘন্য আবাসে দেবীর পবিত্র চরণের পুণ্য পরশ দিয়ে আগে তাকে পবিত্র কর।

অপর্ণা। ভাইয়ের আবাস যতই কদর্য্য হোক্—যতই ঘৃণিত হোক্, ভগ্নীর কাছে তা মধুময় স্নেহের গণ্ডী। চল ভাই! আয় চন্দন—

হাম্বীর। রণলাল! সকলকে জানিয়ে দাও, হীন দস্যুর আবাসে দেবীর আগমন-বার্ত্তা, তারা যেন দেবীপূজার যোগ্য আয়োজন করে।

[অগ্রে হাম্বীর, তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বত-সান্নিধ্য।

গীতকণ্ঠে পাহাড়িয়া রমণীগণের প্রবেশ।

রমণীগণ।—

গীত।

বনে বনে বেড়াই ঘুলে আমরা ব.নর পাখী।
আপন পর নাইকো মোদের, সবার সনে মাখামাখি।
খেলার সাথী সকল জনা,
বাঘ বরা আর হরিণছানা,
সেজে বনের ফুলে ঘুরে বেড়াই যেন প্রজাপতির সখী।
নদীর জলে সিনান করি,
রঙিন গাছের বাকল পরি,
বনের ফল যে মিষ্টি বড়, তাইতে তুলে রাখি॥

[সকলের প্রস্থান।

সুরথমল্লের প্রবেশ।

সুরথ। এই তো সেই স্থান! মন্ত্রীর কথা যদি ঠিক হয়, তাহ'লে এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশেই দুর্ব্বৃত্তদের সন্ধান পাবো। কি আশ্চর্য্য! এ পথের এইখানেই যে শেষ! সম্মুখে, পার্শ্বে দুর্গম বনানী! যেখানে প্রবেশপথ নেই, সেখানে কি মানুষ থাক্‌তে পারে?

গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

ধরার মানুষ সবই পারে,
　　শুধু পারে না প্রাণটা ধ'রে রাখ্‌তে।
ছেড়ে মায়ার খোলস স'রে পড়ে
　　ডাক্‌তে না ডাক্‌তে॥
ভোগের নেশায় আপনহারা,
ধরাখানা দেখে সরা,
বোঝাই করে পাপের ভরা,
　　নিজের স্বার্থটুকু দেখ্‌তে॥
লোভের রসে জারক লেবু
পেষণেতে বিবেক কাবু,
শেষে খায় হাবুডুবু
　　শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে॥

সুরথ। [স্বগত] পরিচিত মুখ!
মনে পড়ে যেন দেখিয়াছি কোন দিন।
বিকৃতমস্তিষ্ক কতজন ঘুরিতেছে
ফিরিতেছে লক্ষ্যহীন ধূমকেতু সম
বিশাল ধরণীবক্ষে
কে তার গণনা করে?
এও সেই তাহাদেরি একজন।
[প্রকাশ্যে] তুমি তো বেড়াও ঘুরে
লক্ষ্যহীন যথা তথা,

পার কি বলিতে,
এই পার্ব্বত্য ভূভাগে
কোথা আছে দস্যুর আবাস ?

যোগময়।—

গীত।

ভবে এম্নি সবাই ধানকাণা।
কাণা যেমন হাতড়ে বেড়ায় কোথায় দোসর কাণা॥
খুঁজে খুঁজে বেড়ায় সবাই,
চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই,
নিজের পানে চায় না ফিরে, বোকা সাজে সৎ-সেয়ানা॥

[প্রস্থান

সুরথ। অর্থহীন প্রলাপ বচন উন্মাদের !
আমারো কি ঘটিয়াছে মস্তিষ্ক-বিকার,
তাই উন্মাদে জিজ্ঞাসি
আপনার প্রয়োজন-কথা !

চন্দনের প্রবেশ।

সুরথ। কে তুমি বালক,
জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল এই
পার্ব্বত্য ভূভাগে ভ্রমিছ একাকী ?
চন্দন। আমার মত সর্ব্বহারার
এই তো আশ্রয় !

সুরথ। এ কি দুঃসাহস তোমার বালক? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?

চন্দন। প্রাণের ভয়? কেন? মরতে কি হবে না? আজ না হয় কাল, মরতে তো একদিন হবে। তবে ভয় করবো কেন?

সুরথ। আশ্চর্য্য!

চন্দন। আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন? আপনার বুঝি প্রাণের ভয় খুব বেশী? তাই যদি হয়, তা হ'লে আপনি এখানে কেন?

সুরথ। আমি সশস্ত্র, অস্ত্র হাতে থাকলে ক্ষত্রিয় কাকেও ভয় করে না।

চন্দন। জঙ্গলের জানোয়ারকে ভয় না করতে পারেন, কিন্তু ডাকাতকে?

সুরথ। তুমি জানো—তুমি জানো বালক, এখানে কোথায় দস্যুদের আবাস?

চন্দন। জানি, কিন্তু বড় ভয় করে।

সুরথ। কোন ভয় নেই তোমার; তুমি আমায় দেখিয়ে দিতে পার তাদের আবাস?

হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। ক্ষুদ্র বালকের হয়তো সাহসে কুলাবে না, তাই আমি নিজে এসেছি মহারাজকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতে।

সুরথ।   কে তুই?
               ও—চিনিয়াছি তোরে,
               তুই সেই হাম্বীর ডাকাত;
               শত চক্ষু সম্মুখ হইতে

যাদুকর সম এনেছিলি
ছিনাইয়ে রক্ষীর বেষ্টনী হ'তে
চিমন সর্দ্দারে।
সন্ধানে আসিয়া তোর
ভাগ্যফলে আজি
পেয়েছি সম্মুখে তোরে,
দিব তোরে যোগ্য প্রতিফল।

[হাম্বীরকে আক্রমণে উদ্যত হইলেন।]

[হাম্বীর বংশীধ্বনি করিল, সহসা উদ্যত বর্শাসহ দ্রুতপদে দস্যুদল আসিয়া সুরথমল্লকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হাম্বীর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।]

হাম্বীর। [ব্যঙ্গস্বরে] আসুন অতিথি। অস্ত্র কোষবদ্ধ ক'রে আমাদের সঙ্গে আসুন—!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য ভূভাগ—দস্যুর আবাস।

গুহামুখে একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর
কল্যাণী বসিয়াছিল।

কল্যাণী। চমৎকার ভাগ্যের লিখন!
শক্তিমান্ রাজার তনয়া
অদৃষ্টের ক্রুর আবর্ত্তনে
আজি বন্দিনী দস্যুর করে!
অহোরাত্র গেল,
তবু উদ্ধারের না হ'লো উপায়।
বুঝিতে না পারি,
কেমনে নিশ্চিন্ত পিতা!
অহোরাত্র আছি অনশনে
অন্তরে পুষিয়া আশা
কতক্ষণে আসিবেন পিতা,—
কিন্তু কই! কেহ তো এলো না?

ফল ও জলপাত্রহস্তে রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। আশার কুহকে ভুলি
ধরি এই অনশন-ব্রত
কতদিন রহিবে বাঁচিয়া রাজবালা?

অস্পৃশ্য দস্যুর হস্তে
অন্ন খাদ্য যদি না কর গ্রহণ,
লহ এই বনফল,
নির্মল তটিনী-বারি
আনিয়াছি মৃৎপাত্র ভরি।
লহ রাজবালা!
ক্ষুধিতা—তৃষিতা তুমি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবারণ।

কল্যাণী। হীন দস্যু! কেন বারবার
ত্যক্ত কর মোরে?
নবরক্ত-কলুষিত হাতে
আনিলেও স্বরগের সুধা,
স্পর্শ না করিবে কভু
মল্লভূম-রাজার নন্দিনী।
তা ছাড়া করেছি পণ—
ধরি এই অনশন-ব্রত
যতক্ষণ না আসেন পিতা,
যতক্ষণ নাহি হয় দস্যুর দলন,
ততক্ষণ—রে দস্যু!
ততক্ষণ বিন্দুমাত্র বারি
স্পর্শ না করিব।
নিয়ে যা—নিয়ে যা তোর
করুণার দান, দস্যু-অনুগ্রহে
করি পদাঘাত আমি।

রণলাল। কিন্তু সে আশা দুরাশা তব
জেনো রাজবালা!
দস্যু-আবাসের পথ অজ্ঞাত সবার,—
তবু যদি কোনরূপে করিয়া সন্ধান
আসেন জনক তব সেনাদল ল'য়ে
যেতে হবে ফিরে তাঁবে
অর্দ্ধপথ হ'তে; কিম্বা
সঙ্গিহারা অসহায় জনকে তোমার
হ'তে হবে বন্দী এই হীন দস্যুকরে।

কল্যাণী। অসম্ভব! রে দস্যু,
অসম্ভব সম্ভবে না কভু!
নহে হীনবল মল্লভূমপতি,
পরাজিত হবে রণে হীন দস্যুসনে!
আকাশ-কুসুম সম
ল'য়ে এই মধুর কল্পনা,
যা রে ফিরে হীন দস্যু
নির্জ্জন গুহায়,
বিশ্রামের অবসরে
পাবি তৃপ্তি এই চিন্তা ল'য়ে।

রণলাল। ভাল, তাই হোক্ রাজবালা!
তুমিও রচনা কর আকাশে প্রাসাদ
এইখানে বসি—
সাথে ল'য়ে চিন্তা-সহচরী
দুরাশার কুটিল ইঙ্গিতে,

আমি চ'লে যাই—
কর্ত্তব্য আমায় ডাকে!
যাইবার আগে
করিতেছি শেষ অনুরোধ—
বিধাতার দান
প্রত্যাখ্যান ক'রো না
গর্ব্বিতা নারি!

কল্যাণী। বিধাতার দান? আনিও না
পাপমুখে বিধাতার নাম।
নরহত্যা প্রবঞ্চনা
নিত্যকর্ম্ম যাহাদের,
অশোভন তাহাদের মুখে
বিধাতার পুণ্য নাম।

অগ্রে হাম্বীর, তৎপশ্চাৎ দস্যুদল-পরিবেষ্টিত
সুরথমল্লের প্রবেশ।

হাম্বীর। ভাল; সেই পুণ্য নাম
তোমার পিতারে বল করিতে স্মরণ—
মুক্তি হেতু পিতা ও কন্যার।

কল্যাণী। বাবা—বাবা—[সুরথের দিকে অগ্রসরোদ্যতা]

হাম্বীর। ঐখানে দাঁড়িয়ে কথা কও রাজকন্যা! আর তুমিও এইখানে দাঁড়াও মল্লভূমপতি! বিদায়ের পালা এইভাবেই সেরে নিতে হবে পিতা-পুত্রীর।

কল্যাণী। বাবা! বাবা! তুমি কি তবে দস্যুহস্তে বন্দী?

হাম্বীর। দেখ্‌তে পাচ্ছো না রাজকন্যা? ও—এখনো যে অস্ত্র রয়েছে তোমার পিতার কটিদেশে! রণলাল! বন্দীকে নিরস্ত্র কর।

সুরথ। খবরদার!

[সুরথমল্ল নিজ তরবারি স্পর্শ করিবামাত্র দস্যুদল বর্শাগুলি একসঙ্গে উত্তোলন করিল—রণলাল সুরথমল্লের কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া লইল।]

হাম্বীর। এইবার বুঝ্‌তে পাচ্ছো রাজকন্যা, তোমার পিতা বন্দী? তাও যদি না পার, তাহ'লে বল, তাঁর হাতে লৌহ-শৃঙ্খল পরাতে আদেশ দিই—তারপর বিচার।

সুরথ। বিচার?

হাম্বীর। হ্যাঁ—বিচার।

কল্যাণী। কিসের বিচার? নৃশংস দস্যুর দল আমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছে—অপরাধী তারা, আমার পিতা এসেছেন অপরাধীর শাস্তি দিতে।

হাম্বীর। সত্য কথা, আমার লোকেরা তোমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছে—অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে, কিন্তু রাজকন্যার মর্য্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নি। কিন্তু তোমার পিতাকে বন্দী করেছি কেন জানো? জানো কি তার অপরাধ?

কল্যাণী। মিথ্যাকথা। আমার পিতা নিরপরাধ।

হাম্বীর। তুমি হয়তো জানো না! তোমার পিতা যে অপরাধে অপরাধী, সে অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

কল্যাণী। বাবা—

সুরথ। বাক্‌পটু দস্যুর কথায় ভুলিস্‌ নি মা! এরা মিথ্যাকে

সত্য করে—পাপ করে কর্ত্তব্যের অজুহাত দেখিয়ে—নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয় স্বার্থসাধন কর্‌তে।

হাম্বীর। তোমার বিচারে এ অপরাধের শাস্তি কি রাজা?

সুরথ। চাকা যদি না ঘুরে যেতো দস্যু, তাহ'লে দেখাতুম এ অপরাধের শাস্তি কি! যাক্—আমি জান্‌তে চাই, তোমার উদ্দেশ্য কি?

হাম্বীর। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য অপরাধীর বিচার—তারপর শাস্তি।

সুরথ। অপরাধ?

হাম্বীর। হ্যাঁ—অপরাধ। স্মরণ কর রাজা, সেই অতীতের কথা—কি ছিলে তুমি, আর এখন কি হয়েছ তুমি? মনে পড়ে রাজা সুরথমল্ল, তোমার ভূতপূর্ব্ব প্রভুর কথা—মল্লভূমিব অধীশ্বরের কথা?

সুরথ। দস্যু!—

হাম্বীর। আমি দস্যু বটে—নরহত্যাকারী,
কিন্তু তুমি,
রাজদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক।
আছে কি স্মরণে, কি করেছ তুমি?
মহান্ উদার রাজা—
যে তোমারে সন্তান-সমান
করেছিল আদরে পালন,
সামান্য সৈনিক হ'তে
কৃপায় যাঁহার পদোন্নতি তব
মল্লভূম-সেনাপতি-পদে,
সেই দেবতাহৃদয় স্নেহময়

প্রভু প্রতি আচরণ তব
আছে কি স্মরণে?
নিমন্ত্রণছলে আহ্বানিয়া আপনার গৃহে,
আহারের সনে বিষদানে বধিয়া প্রভুরে
নিয়েছিলে সিংহাসন, তারপর
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার আশে
পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদ্র শিশু রাজার তনয়ে
বধিবার লাগি করেছিলে কত আয়োজন;
মনে পড়ে সে সব কাহিনী?
কিন্তু দুর্ভাগ্য তোমার—
ব্যর্থ আয়োজন তব;
মরে নাই শিশু, আজি বিচারক—
দণ্ডদাতারূপে সম্মুখে তোমার।

কল্যাণী। বাবা—বাবা! এ কি সত্য কথা? ওকি, নিরুত্তর কেন বাবা?

হাম্বীর। উত্তর দেবার সাহস কোথায় রাজকন্যা?

সুরথ। না—না, আমার সাহস আছে—আমার সাহস আছে। ক্ষত্রিয়রক্তে আমার জন্ম—জন্মদাতার অমর্য্যাদা করতে পারবো না। আমি স্বীকার করছি—আমি অপরাধী।

হাম্বীর। স্বীকার করছো? তাহ'লে অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও রাজা! আমি স্বহস্তে তোমায় শাস্তি দেবো।

কল্যাণী। শুধু অপরাধ স্বীকার নয় বাবা, তোমার ওই পাপ-অর্জ্জিত সিংহাসন তার ন্যায্য অধিকারীকে প্রত্যর্পণ কর।

হাম্বীর। সে অনুগ্রহ আমি চাই না রাজকুমারি, যখন ন্যায্য

অধিকার ছিনিয়ে নেবার শক্তি আমার আছে। প্রস্তুত হও রাজা!

কল্যাণী। আমার পিতাকে তুমি কি শাস্তি দেবে দস্যু?

হাম্বীর। মৃত্যু; তবে তরবারির একটি আঘাতে নয়। তোমার সম্মুখে আমার অনুচরেরা একসঙ্গে শত বর্শার আঘাত করবে তোমার পিতার অঙ্গে, রুধিরধারা শতধারায় ঝরবে শ্রাবণের ধারার মত তোমার পিতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ'তে—তার যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তনাদে দিগ দিগন্ত মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে—তুমি আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌বে, আর আমি তাই দেখে আমার তীব্র প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছে মনে ক'রে আনন্দে অট্টহাসি হাস্‌বো—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

কল্যাণী। দস্যু! দস্যু! সংযত কর তোমার ওই জিঘাংসা-বৃত্তি! ওকি পৈশাচিক ভাব তোমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে? সংযত কর—সংযত কর! বাবা—বাবা—[অগ্রসরোদ্যত]

হাম্বীর। ঐখান থেকে—রাজকুমারি, আর একটি পাও এগিও না, অন্যথায় আমার অনুচরেরা তোমার অঙ্গস্পর্শ করতে দ্বিধা করবে না।

সুরথ। ঐখান থেকেই বিদায় দাও কন্যা! দস্যু! একটা অনুরোধ রাখ; আমায় যে শাস্তি দিতে চাও—দাও, শুধু এখান থেকে আমায় নিয়ে চল—কন্যার সম্মুখে তার পিতাকে হত্যা ক'রো না।

হাম্বীর। এও তোমার শাস্তি! রণলাল! আর কেন, বর্শা নাও—সকলে একসঙ্গে আঘাত কর।

[নিমেষে কল্যাণী ছুটিয়া গিয়া সুরথমল্লকে জড়াইয়া ধরিল।]

কল্যাণী। বাবা—বাবা—! আমায় বধ না ক'রে দেখি কার সাধ্য আমার বাবাকে আঘাত করে!

হাম্বীর। বিচ্ছিন্ন কর—বিচ্ছিন্ন কর রণলাল, আগে কন্যাকে তার পিতার কাছ থেকে—

সুরথ। ওরে—ওরে, তোরা আমাদের মারতে পারবি, কিন্তু এ স্নেহের বাঁধন ছেঁড়বার শক্তি তোদের নেই।

হাম্বীর। বিচ্ছিন্ন কর রণলাল—এই মুহূর্তে—

রণলাল। ঈশ্বরের শক্তি যেন স্নেহের বেষ্টনীরূপে পিতা-পুত্রীকে বেঁধে রেখেছে সর্দ্দার! এ বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি আমার নেই।

চিমনলালের প্রবেশ।

চিমন। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা কর রণলাল! ওই সয়তান যেমন তার পৈশাচিক শক্তি দিয়ে একদিন এক অনাথিনীর বুক থেকে এক সুকুমার শিশুকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই পৈশাচিক শক্তি প্রয়োগ কর রণলাল!

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। খবরদার! স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে সন্তান ছিনিয়ে নিস্ নি! যে নিবি, আমি তাকে খুন করবো! ওরে—ওরে, তোরা জানিস্ নি কি, সন্তান ছিনিয়ে নিয়েছিল ব'লেই আজ আমার এই দশা?

হাম্বীর। তা হবে না মা! আমি প্রতিশোধ নেবো—পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ!

পাগলিনী। প্রতিশোধ? সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে প্রতিশোধ? ওরে, সে প্রতিশোধে কি অন্তরের আগুন নিভবে তোর? কখনো নিভবে না—কখনো নিভবে না। ওদের মার্জ্জনা কর্। তোর

বুকের আগুন ওরা নিজের বুকে নিয়ে এখান থেকে বিদেয় হ'য়ে যাক্।

হাম্বীর। ঠিক বলেছ মা! প্রতিহিংসায় প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। কি করুণ মহিমময় দৃশ্য! স্নেহের বেষ্টনী দিয়ে তুজনে তুজনকে বেঁধে রাখ্‌তে চাইছে, অথচ কারো সামর্থ্য নেই কাকেও বাঁচাতে! উন্মাদিনীও দেখ্‌তে পার্‌ছে না এই অপার্থিব স্নেহের অমর্য্যাদা! চাই না—চাই না আমি আর প্রতিশোধ নিতে; মহারাজ স্থরথমল্ল! মুক্ত আপনি—রাজকন্যাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যান। আর রাজকন্যা! যদি আনায় অপরাধী মনে কর, তোমার পিতাকে বল আমায় শাস্তি দিতে।

স্থরথ। মল্লভূমির অধিপতি স্থরথমল্ল কারো উপরোধ অনুরোধের অপেক্ষা রাখে না দস্যুসর্দ্দার! তুমি আমার কন্যাকে অপহরণ ক'রে তার মর্য্যাদায় আঘাত করেছ, সে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তার সমস্ত ভার আজ থেকে তোমাব উপর দিলুম—[কল্যাণীকে হাম্বীরের হস্তে অর্পণ।] আর মল্লভূমির সিংহাসন আজ থেকে তোমার।

চিমন। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি রে?

স্থরথ। স্বপ্ন নয় বৈবাহিক, এ সত্য। আমার অতীত দিনের সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে আমায় আলিঙ্গন দাও বৈবাহিক।

চিমন। বুড়ো সর্দ্দারকে এমন ক'রে আকাশে তুল্‌ছেন কেন মহারাজ?

স্থরথ। মহারাজ আর আমি নই ভাই, মহারাজ এখন হাম্বীর; আর আমি তোমায় তোমার প্রাপ্য মর্য্যাদাই দিয়েছি,—তুমি যে হাম্বীরের প্রতিপালক পিতা—

পাগলিনী। রাজটীকে পরাতে হবে, যাই—চুয়া-চন্দন খুঁজে আনি গে—

[প্রস্থান।

চিমন। ওরে, তোরা সব কোথায়—উৎসবের আয়োজন কর্! এসো বেয়াই—

[হাম্বীর ও কল্যাণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পুষ্পমাল্যহস্তে অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। ফুলের মালা না হ'লে কি বরক'নে মানায়? তাই তো অনেক চেষ্টা ক'রে এই মালা দুগাছি নিয়ে এলুম, পর তো দাদা—[মালা পরাইতে গিয়া] ওমা—একি! দিদি?

কল্যাণী। অপর্ণা! তুই এখানে যে?

অপর্ণা। চল আগে বাসরঘরে, তারপর সব বল্‌ছি। এখন আর আমি তোমার ছোট বোনটী নই—দস্তুরমত ননদ! এখন এসো—

হাম্বীর। ভারি দুষ্ট তুমি অপর্ণা!

অপর্ণা। সুভদ্রাহরণের বেলায় দুষ্টুমি হ'লো না, দুষ্টু হ'লো অপর্ণা—বটে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুধীরথের বিলাস-কক্ষ।

সুধীরথ, গোলাম মহম্মদ, বটুকেশ্বর সুরাপান করিতেছিল এবং নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আমাদের গোপন কথা স্বপনমুখর গানে—
শোনাবো আজিকে বঁধু তোমায় কানে কানে॥
ভাব্‌তে গিয়ে তোমার কথা হারাই আপনারে,
আপনহারা খুঁজে বেড়াই সখা তোমারে.
খুঁজ্‌তে তোমায় তাকিয়ে থাকি আপন প্রাণের পানে॥
সাম্‌নে না এসো যদি, এসো মনের দ্বারে,
এসো গো নিঝুম রাতে মধুর বাতে আমার স্মৃতি-বীণার তারে,
সারা জীবন ভ'রে চাওয়া,
মনের কথা গানে গাওয়া,
পাওয়ার সাধ মিটবে সখা, তোমার প্রাণের আকুল টানে॥

গোলাম। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা!

সুধীরথ। তোমরা বিশ্রাম করগে।

বটুকেশ্বর। কিন্তু ঘুমিয়ে প'ড়ো না যেন! হয়তো আবার—বুঝ্‌লে?

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সুধীরথ। আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না দোস্ত! আমি অবিলম্বেই মল্লভূমি আক্রমণ কর্‌তে চাই! দাদার এ অবিচার—এ অন্যায় আমি কোনমতে পরিপাক কর্‌তে পার্‌ছি না।

গোলাম। বেশক!—সত্যি কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, রাজা সুবণমল্লেব এ ভারি অন্যায়! তোমার মত উপযুক্ত ভাই থাক্‌তে বাজ্যটা তুলে দিলে কিনা একটা ডাকাতেব হাতে। বলি দুনিযায় ভাইয়ের চেয়ে আপনার কে আছে? সেই ভাইকে এমন-ভাবে বঞ্চিত করা—আরে ছোঃ!

সুধীবথ। শুধু তাই নয বন্ধু, তা ছাড়া সিংহাসনে আমাব একটা দাবী আছে।

গোলাম। দাবী থাকাই সম্ভব—ভাইয়ের অধিকারে ভাইযেরই দাবী থাকে।

সুধীবথ। সেজন্য বলি না বন্ধু! বলি, দাদা ঐ মল্লভূমির সিংহাসন পেলেন কোত্থেকে? ভূতপূর্ব্ব মল্লভূমাধিপতিকে পৃথিবী থেকে সবিযে সিংহাসন অধিকাব করলেন কাব সাহায্যে? সে আমি বন্ধু—সে আমি। আব আমাকেই ফাঁকি! দুনিযায ধর্ম্ম নেই বন্ধু, ধর্ম্ম নেই!

গোলাম। আপশোস কি বাৎ! তুমি প্রস্তুত হও দোস্ত—আমিও প্রস্তুত। মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম—ভাইযেব বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তোমায় সাহায্য কর্‌বো না! এখন আব সে বাধা নেই—এখন তুমি দাঁড়াচ্ছো তোমার ন্যায্য অধিকাবেব দাবী নিয়ে। তা ছাড়া গৌড়-অধিপতিও আদেশ দিয়েছেন অবিলম্বে মল্লভূমি আক্রমণ কর্‌তে—পরোযানার সঙ্গে বিশ হাজার সৈন্যও পাঠিয়েছেন। তুমি আক্রমণ না কর্‌লেও আমি কর্‌তুম।

সুধীরথ। তাহ'লে এসো বন্ধু, আজই রাত্রে আমরা দুজনে একসঙ্গে হানা দিই! তুমি তোমার সেনাদল নিয়ে যাও গড়-মান্দারণের পথে, আমি আক্রমণ করি কত্‌লুপুর-দুর্গ; মল্লভূমি জয় কর্‌তে হ'লে আগে এই দুটী ঘাঁটী দখল কর্‌তে হবে।

গোলাম। আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত দোস্ত! তবে হুজুরের পরোয়ানার মর্ম্মার্থ এই যে, সিংহাসন তোমাকে পাইয়ে দিলে তোমায় থাকৃতে হবে গৌড়ের অধীনস্থ করদ রাজা হ'য়ে।

সুধীরথ। করদ কেন, মিত্ররাজ্য বল!

গোলাম। মিত্রতা তো আমার সঙ্গে দোস্ত! গৌড়ের অধিপতির সঙ্গে তো সে সম্বন্ধ নয়!

সুধীরথ। যাক্—সেজন্য আট্‌কাবে না। তুমি প্রস্তুত হও—আজই রাত্রে—বুঝ্‌লে বন্ধু—আজই রাত্রে—

রণলালের প্রবেশ।

সুধীরথ। কে তুমি? কি চাও?

রণলাল। আমি মল্লরাজ-সেনাপতি রণলাল।

সুধীরথ। তোমার প্রয়োজন?

রণলাল। এই পত্রপাঠেই সমস্ত অবগত হবেন।

[পত্র প্রদান]

সুধীরথ। [পত্র পাঠ করিয়া উহা পদতলে দলিত করিলেন।] দস্যু হাম্বীরকে জানিয়ে দিও, আমি তার আদেশ পালন কর্‌তে প্রস্তুত নই, কারণ এই কুশদ্বীপের স্বাধীন নরপতি আমি—কুশদ্বীপ মল্লভূমির অধীন নয়।

রণলাল। জামাতার বিরুদ্ধে আপনি বিদ্রোহ কর্‌তে চান?

সুধীরথ। কে জামাতা? কার জামাতা? দাদা উন্মাদ হ'য়ে একটা হীন দস্যুর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেছেন ব'লে তাঁর সেই উন্মত্ততার খেয়ালটাকে সঙ্গত ব'লে মেনে নিতে হবে? না—কখনো না! তোমার প্রভুকে গিয়ে ব'লো, একটা হীন দস্যুর সঙ্গে কুশদ্বীপাধিপতি সুবথমল্লের কোন সম্বন্ধ নেই—থাক্‌তে পারে না।

রণলাল। কিন্তু এই কুশদ্বীপ মল্লভূমির এলাকাভুক্ত আর আপনি মহারাজের অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী—নগণ্য দুর্গরক্ষক মাত্র!

সুধীরথ। একজন নগণ্য দূতের কাছে আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নই। বার্ত্তা নিয়ে এসেছিলে, আমিও তার উত্তর দিয়েছি; এখন যদি ভাল চাও, এ স্থান ত্যাগ কর।

রণলাল। কি বল্‌বো, মহারাজের আদেশ—বিদ্রোহী জেনেও মহারাজ হাম্বীর তাঁর পূজনীয় আত্মীয়ের প্রতি যাতে কোনরূপ অসঙ্গত আচরণ না করি, সে জন্য পুনঃ পুনঃ সাবধান ক'রে দিয়েছেন, নইলে এই নগণ্য বার্ত্তাবহের শক্তির একটুখানি পরিচয় দিয়ে যেতুম।

[প্রস্থান।

গোলাম। স্পর্দ্ধা এই যুবকের যে তোমাকে শাসিয়ে যায় দোস্ত!

সুধীরথ। শাস্ত্রমতে দূত অবধ্য; তা ছাড়া ক্ষণিকের অতিথি তুমি, একটা অশান্তির সৃষ্টি ক'রে তোমার অমর্য্যাদা কর্‌তে পার্‌লুম না বন্ধু!

বটুকেশ্বর। আমার কিন্তু ভারি রাগ হ'চ্ছিল হুজুর! ইচ্ছে হ'চ্ছিল দিই গালে একখানা বিরাশী সিক্কের ওজনের চড় বসিয়ে, কিন্তু ধৈর্য্য—ধৈর্য্য ধর্‌লুম—

গোলাম। বেশ করেছ বটুক মিঞা, ধৈর্য্যধারণ করা একটা মস্ত গুণ।

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই জানি ব'লেই এই ধৈর্য্যধারণ বিদ্যেটা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছি; শয়নে ধৈর্য্য, স্বপনে ধৈর্য্য, রণে ধৈর্য্য, বনে ধৈর্য্য—

সুবীরথ। থাক্—থাক্ বটুক, আব তোমায় তোমাব ধৈর্য্যের ফিরিস্তি দিতে হবে না।

[সহসা তোপধ্বনি শোনা গেল।]

গোলাম। মল্লভূমে সহসা তোপধ্বনি কেন হ'লো বল্‌তে পাব দোস্ত?

সুবীরথ। এ তো মল্লভূমিব তোপধ্বনি নয় বন্ধু! মনে হ'লো যেন এই কুশদুর্গেব অতি সন্নিকটে।

গোলাম। এই দুর্গেব সন্নিকটে? তবে কি শত্রুপক্ষ অতর্কিতে কুশদুর্গ আক্রমণ কবেছে? তাহ'লে আর আমি এক লহমাও অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না দোস্ত! আমি ছাউনিতে চল্‌লুম, তুমি কথামত কাজ ক'রো।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল।]

সুবীরথ। একি! দুর্গেব বাইবে সৈন্য-কোলাহল! তবে কি দস্যু আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই দুর্গ আক্রমণ করেছে! কিন্তু আমার সৈন্যগণ? তারা কি বাধা দেয় নি? বিশ্বাসঘাতক—নেমকহারামের দল! এখন গুপ্তপথে পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নেই। দেখি—

[প্রস্থানোদ্যত]

বটুকেশ্বর। [পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া] হুজুর!

সুধীরথ। পথ ছাড়ো মুর্খ!

[বটুকেশ্বরকে ধাক্কা দিয়া বেগে প্রস্থান।

বটুকেশ্বর। ধৈর্য্য—ধৈর্য্যধারণ ক'রে সব সইতে হবে।

রণলাল ও হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। দেখ্‌লে রণলাল, আমার অনুমান সত্য কিনা? পাছে আমার পূজনীয় আত্মীয় ব'লে বসেন যে আমিই আত্মীয়তার মূলে কুঠারাঘাত ক'রে কুশদুর্গ আক্রমণ করেছি, তাই পত্র দিয়ে তোমায় পাঠিয়ে সেনাদল নিয়ে দুর্গ-সন্নিকটে অপেক্ষা কর্‌ছিলুম। কিন্তু সহকারী দুর্গরক্ষকের কথায় বিশ্বাস কর্‌তে পারি নি, আমার সন্দেহ হয়েছিল, দুর্গস্থ সৈন্যগণ বিনা বাধায় আমার বশ্যতা স্বীকার কর্‌বে কি না? কিন্তু তোপধ্বনির যখন কোন প্রত্যুত্তর পেলুম না, তখন বুঝ্‌লুম সহকারী দুর্গরক্ষকের কথা সত্য; তার সেনাদল আমাদের দুর্গপ্রবেশে বাধা দেবে না। কৈ রণলাল, দুর্গাধিপতি সুধীরথমল্ল কই?

বটুকেশ্বর। ও বাবা, এরা আবার কারা? ধৈর্য্য—

হাম্বীর। তুমি কে?

রণলাল। এ একজন তাঁর বিলাসের সঙ্গী মাত্র। ওহে, তোমাদের কুশদ্বীপ-অধিপতি সেই সুধীরথমল্ল কোথায়?

বটুকেশ্বর। অন্যায়—হুজুর, ভয়ানক অন্যায়—

রণলাল। অন্যায় কিসে?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে তাঁর,—তিনি স'রে পড়্‌লেন ল্যাজটাকে ছেঁটে বাদ দিয়ে! অনুমতি দিন, কুণ্ডলী পাকাই—

হাম্বীর। পালিয়েছে? যাক্—আমাদের বর্ত্তমান অভিযান তা-

হ'লে এইখানেই শেষ। তাহ'লে এসো রণলাল, সহকারীর হাতে দুর্গের ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা রাজধানীতে রওনা হই।

রণলাল। একে বন্দী করবো?

হাম্বীর। একটা মূষিক বন্দী ক'রে কি লাভ হবে রণলাল?

বটুকেশ্বর। ঠিক কথা! তাও মূষিক নয় হুজুর—মূষিকের ল্যাজ; মূষিক মশায় গর্ত্তে ঢুকেছেন।

হাম্বীর। যাও!—না, আমাদের সঙ্গে এসো—

বটুকেশ্বর। যে আজ্ঞে!

হাম্বীর। এসো রণলাল!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন-বিষ্ণুপুর—নগরতোরণ।

অপর্ণা ও চন্দন কথোপকথন করিতেছিল।

অপর্ণা। আমি তোরই অপেক্ষা করছিলুম চন্দন!

চন্দন। এই রাত্রে নগরতোরণে তুমি একলাটি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছো দিদি? খুব সাহস তো তোমার?

অপর্ণা। ভুলে যাচ্ছিস্ কেন চন্দন, ক্ষত্রিয়রক্তে যে আমার জন্ম! যাক্—এখন কি দেখে এলি, তাই বল্!

চন্দন। আমার ঘোড়াটা যেন দিদি, পক্ষিরাজ—চোখের নিমিষে আমায় যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল! গিয়ে দেখ্লুম গোলাম মহম্মদ তার ছাউনি তুলে দিয়ে গেছে। তার কোন নিদর্শন না পেয়ে আমি চাকদহের পথে এগিয়ে গেলুম—চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হ'লো নূতন ছাউনি দেখে! তাঁবুর পর তাঁবু—প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে! কাতারে কাতারে সেনা! মনে হ'লো, এখনই যেন তারা ঝাঁপিয়ে পড়্বে পঙ্গপালের মত! কি হবে দিদি?

অপর্ণা। তাইতো! মহারাজ সসৈন্যে গেছেন বিদ্রোহী পিতাকে দমন ক'রে কুশদুর্গ দখল কর্তে—সেনাপতি রণলালও তার সঙ্গে গেছেন, এই সুযোগে শত্রুদল যদি মল্লভূমির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহ'লে? [কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া] চন্দন!

চন্দন। দিদি! কি ভাব্ছো দিদি?

অপর্ণা। না—আর ভাব্বার অবসর নেই চন্দন! আমাদের এখনই যেতে হবে। তোর ঘোড়া তৈরী?

চন্দন। আমার ঘোড়া সর্ব্বদাই তৈরী থাকে দিদি! কোথায় যাবে দিদি?

অপর্ণা। ভাব্ছি, যাবো কত্লুপুর-দুর্গে। সে দুর্গের সংস্কার এখনও শেষ হয় নি, এ সংবাদ মহারাজের মুখেই শুনেছি। তা ছাড়া নাম মাত্র কয়েকজন রক্ষী ভিন্ন সেখানকার সমস্ত সৈন্যই মহারাজের সঙ্গে গেছে। দুর্গ এখন অরক্ষিত বল্লেই হয়। এ অবস্থায় সে দুর্গ অধিকার করা শত্রুর পক্ষে সহজসাধ্য। এই কত্লুপুর দুর্গ শত্রুর করায়ত্ত হ'লে মল্লভূমি রক্ষা করা সুদূর-পরাহত হ'য়ে দাঁড়াবে। বুঝেছিস্ চন্দন! চল্ আমরা যাত্রা করি—

চন্দন। কিন্তু তুমি একা কি করবে দিদি? শত্রুসৈন্য যে অগণিত!

অপর্ণা। কেন, তুই আমার সঙ্গী?

চন্দন। একটা ক্ষুদ্র বালক আর একটা বালিকা এতবড় একটা বিরাট বাহিনীর গতিরোধ করবে? হাসালে দিদি, হাসালে!

অপর্ণা। হাসি নয় ভাই! কাজেই দেখিয়ে দেবো এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি দুটি বালক-বালিকার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে। হ্যাঁ—তুই বারুদ বইতে পারবি তো?

চন্দন। খুব পারবো। আর তুমি?

অপর্ণা। আমি কামান দাগ্‌বো।

চন্দন। পারবে?

অপর্ণা। দাদার কাছে শেখা বিদ্যেটা দেখি না কাজে লাগাতে পারি কি না!

চন্দন। তুমি এসব কখন শেখো দিদি?

অপর্ণা। আমার আর কাজ কি ভাই? রাজসংসারে থেকে বিলাস-ব্যসনে সময় কাটানোর চেয়ে দুটো বিদ্যে শেখা ভাল নয় কি?

চন্দন। আমায় কিন্তু কেউ কিছুই শেখায় না।

অপর্ণা। আমাকেই কি শেখাতে চেয়েছিলেন? দাদা গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে যখনই যান, আমিও তাঁর সঙ্গে যাই। কৌতূহল-পরায়ণা বালিকার কৌতূহল মেটাতেই হবে, কাজেই আমার শেখ্‌বার পথে কোন বাধা পড়ে নি। কথায় কথায় অনেক দেরী হ'য়ে গেল। আয়—চ'লে আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

বটুকেশ্বরের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অপর দিক দিয়া রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। ঠিক বল্‌ছো, তুমি স্বকর্ণে এ সংবাদ শুনেছো?

বটুকেশ্বর। আমি তো সেইখানেই ছিলুম,—ওদের পরামর্শ আমি নিজের কানে শুনেছি।

রণলাল। মিথ্যা বল্‌লে বা প্রতারণা করলে তার শাস্তি কি জানো? শাস্তি প্রাণদণ্ড! যেমন তেমন ভাবে প্রাণদণ্ড নয়, আমি তোমায় তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ ক'রে তোমায় জীবন্ত দগ্ধ করবো।

বটুকেশ্বর। আমি একটি কথাও মিথ্যে বলি নি হুজুর! তাঁরা স্থির করেছেন—খাঁসাহেব সসৈন্যে যাবেন গড় মান্দারণের পথে, আর আমার হুজুর কতলুপুর-দুর্গ আক্রমণ করবেন সেনাদল নিয়ে নিজেই।

রণলাল। কিন্তু কুশদুর্গাধিপতি সুধীরথ যে একাকী পালিয়েছে বল্‌লে?

বটুকেশ্বর। দুর্গদ্বারে সৈন্যকোলাহল শুনে তিনি উপায়ান্তর না দেখে গুপ্তপথ দিয়ে পালিয়েছেন।

রণলাল। সম্ভবতঃ গোলাম মহম্মদেরই শরণাপন্ন হয়েছেন?

বটুকেশ্বর। তাই অনুমান হয় হুজুর!

রণলাল। তাহ'লে তাদের পরামর্শ মত কাজ হবে ব'লে মনে হয় না। অথচ মহারাজ গেলেন সসৈন্যে গড় মান্দারণের পথে—উদ্দেশ্য উভয় দলকে বাধা দেওয়া চাকদহের সন্নিকটে—মধ্যপথে, কিন্তু ঘটনাস্রোত এখন ভিন্নমুখী। গোলাম মহম্মদ যদি কতলুপুর-দুর্গ আক্রমণ করে, তাহ'লে সে বিনা বাধায় সেই অসংস্কৃত

অরক্ষিত দুর্গ অনায়াসেই অধিকার কর্‌তে সক্ষম হবে,—ফলে মল্ল-ভূমির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে! তা হবে না—তা হ'তে দেবো না। গোলন্দাজ সেনানায়কের উপর রাজধানী রক্ষার ভার—পুরীরক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থার কোন প্রযোজন নেই; আমি দ্রুতগামী অশ্ব আরোহণ ক'রে এখনই যাবো কত্‌লুপুর দুর্গে। তারপর—তার পরের ভাবনা তারপর! এসো বটুক আমার সঙ্গে; তোমায় উপস্থিত থাক্‌তে হবে পুরীরক্ষীর নজরবন্দী হ'য়ে কত্‌লুপুর হ'তে আমি প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত! বুঝেছ?

বটুকেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ—ধৈর্য্য! সে ধৈর্য্যধারণের শক্তি আমার আছে—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কত লুপুর—দুর্গ-সম্মুখ।

[দুর্গদ্বার রুদ্ধ ছিল, দুর্গপ্রাকার হইতে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি হইতেছিল, অদূরে সৈন্য-কোলাহল ও আহতের আর্ত্তনাদ দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল।]

বেগে সুধীরথমল্লের প্রবেশ।

সুধীরথ। তাইতো, একি বিপত্তি! এই শুন্‌লুম কত্‌লুপুর দুর্গের সংস্কার এখনও শেষ হয় নি—দুর্গ অরক্ষিত, অথচ দুর্গ-হ'তে মুহুর্মুহুঃ কামান দাগ্‌ছে কে? বন্ধুর দেওয়া সেনাদলের

অর্দ্ধেক ধ্বংস হ'য়ে গেল, অর্দ্ধেক ভীত ত্রস্ত আহত হ'যে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পলায়ন করলে। একা আমি অগ্নিবর্ষী কামানের মুখে কেমন ক'রে দাঁড়াবো? পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা মেখে বন্ধুর কাছে ফিরে যাবোই বা কেমন ক'রে? কি করি? কি করি? ঐ সেই কামান-গর্জ্জন! ঐ আবার! অগ্নিবর্ষী কামানগর্জ্জন ঠিক সমভাবেই চলেছে। দুরাশা—এই দুর্ভেদ্য দুর্গজয় নিতান্ত দুরাশা! একি, অকস্মাৎ কামানগর্জ্জন স্তব্ধ হ'লো কেন? বারুদ ফুরিয়ে গেল, না শত্রু পালিয়েছে দেখে গোলন্দাজ তোপদাগা বন্ধ ক'রে দিলে? সেনা-দলকে ফিরিয়ে আনতে পারলে হয়তো—না—না, তারা আর ফিরবে না। দুর্গজয়ের আশা নেই!

দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া সর্ব্বাঙ্গে বারুদমাখা অবস্থায় অপর্ণা ও চন্দন বাহিরে আসিল।

অপর্ণা। এখনও কি দুর্গজয়ের আশা কর সৈনিক?

সুধীরথ। কে তোরা? সর্ব্বাঙ্গে বারুদ মেখে জীবন্ত প্রেতের মত দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলি?

অপর্ণা। কে তুমি? বাবা? তুমি এসেছিলে দুর্গজয় করতে? আর কেন দাঁড়িয়ে? রাজদ্রোহিতার ছাপ সর্ব্বাঙ্গে মেখে বন্ধুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে যে আশায় এসেছিলে, সে আশা যখন পূর্ণ হ'লো না, তখন আর কেন? পরাজয়ের কালি মেখে এইবার ফিরে যাও তোমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর কাছে—সবিস্তারে বর্ণনা ক'রো পিতা-পুত্রীর বিরাট সংগ্রাম-কাহিনী! পুরস্কার পাবে—আশাতীত পুরস্কার পাবে।

সুধীরথ। অপর্ণা—তুই? পিতৃদ্রোহিণি! তোর এই কাজ?

অপর্ণা। এ তো পিতৃদ্রোহিতা নয় বাবা, এ কর্ত্তব্যপালন।

সুধীরথ। কর্ত্তব্যপালন? পিতৃবক্ষে
অস্ত্রাঘাত—কর্ত্তব্যপালন!
যাহার কৃপায় ধরাবক্ষে লইলি জনম,
সেই পিতা—জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা
শাস্ত্রে যারে কয়, বিরুদ্ধে তাহার
অবহেলে তুলিলি বিদ্রোহ-খড়্গ?

অপর্ণা। বিদ্রোহ? বিদ্রোহ কাহারে বল তুমি?
পিতৃভক্ত তনয়া বলিয়া
যা সহেছি আমি,
জগতের অন্য কোন তনয়-তনয়া
সহিত না এত অত্যাচার!
শুধু পিতার কল্যাণ হেতু
কলঙ্ক নিন্দার ভয় করি পরিহার
গিয়েছিনু অজ্ঞাত বন্ধুর পাশে,
যার ফলে হইয়াছি গৃহহারা!
বিনা অপরাধে
তুলিয়া দিয়াছ শিরে কলঙ্ক-পশরা,
তাও সহিয়াছি শুধু তোমারি কারণ!—
তবু কর মোরে অপরাধী?

সুধীরথ। শতবার—সহস্র সহস্রবার
উচ্চকণ্ঠে জগতসমক্ষে
বলিব, নাগিনী তুই—
দংশন করিয়া বুকে

দিয়েছিস্ ভাল প্রতিদান
অপত্যস্নেহের !

অপর্ণা। ভুল—আগাগোড়া করিয়াছ ভুল,
তাই অনুতপ্ত আজি
গ্লানিময় হীন পরাজয়ে !
যাব সর্ব্বনাশ করিতে সাধন
কবেছিলে এত আয়োজন,
সেই দিয়েছিল অসময়ে
আশ্রয় আমারে,
তাই এই বণ—
আশ্রযদাতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন।
কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আমি,
অকৃতজ্ঞ কভু না হইব ;
যদি হয প্রয়োজন,
অবহেলে দিব উপকাবী বন্ধু হেতু
প্রাণ বিসর্জ্জন।

সুধীরথ। তবে তাই দে রাক্ষসি !
বধ করি নিজহাতে তোবে
সরাই পথের কাঁটা !

চন্দন। যদি ভাল চাও তো এগিও না বল্‌ছি !

সুধীরথ। তবে রে অপোগণ্ড, আগে তুই মর্—[আক্রমণোদ্যত]

বেগে রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। রাজদ্রোহি সয়তান ! এইবার তোমায় আয়ত্তে পেয়েছি !

সুধীরথ। হীন দস্যু! মরণের পাখা উঠেছে তোর!

[উভয়ের যুদ্ধ; সুধীরথ পরাজিত হইলে রণলাল তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিল।]

রণলাল। তুমি যদি বল অপর্ণা, তোমার পিতাকে মুক্তি দিতে পারি।

অপর্ণা। রাজদ্রোহীর বিচার করবেন মহারাজ স্বয়ং, তুমি আমি মুক্তি দেবো কোন্ অধিকারে রণলাল?

বেগে হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে রণলাল! শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত—বিতাড়িত—ছত্রভঙ্গ।

রণলাল। যুদ্ধে জয় হয়েছে? তাহ'লে গড়মান্দারণ বিপদমুক্ত?

হাম্বীর। সম্পূর্ণ। নবাব-সেনাপতি গোলাম মহম্মদ দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে গড়মান্দারণের পথে আমাদের আক্রমণ করেছিল, যুদ্ধে অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়ে সে এখন মুর্শিদাবাদের দিকে পলায়ন করেছে।

রণলাল। জয় মা মৃন্ময়ী দেবী!

হাম্বীর। রণক্ষেত্র হ'তে নরমুণ্ডের মালা গেঁথে এনেছি রণলাল! এসো—মৃন্ময়ী দেবীর গলায় পরিয়ে দেবে এসো—

সুধীরথ। [অর্দ্ধস্বগত] কি বীভৎস আচরণ!

হাম্বীর। এ আবার কে?

রণলাল। কুশদুর্গাধিপতি সুধীরথমল্ল। ইনিও কম যান না; প্রায় বিশ হাজার সেনা নিয়ে এই কত্লুপুর-দুর্গ আক্রমণ করতে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন দুর্গ অরক্ষিত—বিনা বাধায় অধিকার করবেন।

হাম্বীর। অনুমান মিথ্যা নয় রণলাল! কতলুপুর-দুর্গ সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল।

রণলাল। এমন সুরক্ষিত দুর্গ আপনার আর একটিও ছিল না মহারাজ!

হাম্বীর। এর অর্থ কি রণলাল?

রণলাল। সুধীরথমল্লের বিশ সহস্র সুশিক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ সেনার আক্রমণ থেকে দুর্গ রক্ষা করেছেন আমাদের অপর্ণা দেবী আর এই বালক চন্দন।

হাম্বীর। অপর্ণা?

রণলাল। হ্যাঁ মহারাজ, অপর্ণা। বালক চন্দন বারুদ এনে জুগিয়েছে, আর অপর্ণা দেবী মুহুর্মুহুঃ কামান দেগে শত্রুদল বিধ্বস্ত —বিতাড়িত করেছেন।

হাম্বীর। অপর্ণা! তুমি কামানদাগা শিখলে কেমন ক'রে?

অপর্ণা। কেন দাদা, তুমিই তো আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে গোলন্দাজ সেনানায়কের কাছে! এরই মধ্যে ভুলে গেলে বুঝি?

হাম্বীর। আমি মনে করতুম সে তোমার ছেলেখেলা! কিন্তু এত বুদ্ধিমতী তুমি অপর্ণা? তুমি আজ আমার মল্লভূমিকে বাঁচিয়েছ, তোমার ঋণ আমি কখনো শুধ্‌তে পারবো না। যদি দিন পাই—

রণলাল। বন্দীর প্রতি কি আদেশ হয় মহারাজ?

হাম্বীর। রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে কুক্কুরের মত হত্যা কর!

সুধীরথ। আমায় কুক্কুরের মত হত্যা করবে?

হাম্বীর। হ্যাঁ—এখনই—এই দণ্ডে।

সুধীরথ। অপর্ণা! মা! আমি তোর পিতা -শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও তোর জন্মদাতা পিতা—আমি নতজানু হ'য়ে তোর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছি—আমায় রক্ষা কর্—আমায় বাঁচতে দে।

অপর্ণা। আমি নতজানু হ'য়ে মহারাজের কাছে ভিক্ষা চাইছি, এবারকার মত আমার পিতাকে মার্জ্জনা করুন—তাঁকে বাঁচ্‌তে দিন—

হাম্বীর। এর জন্য এত কাকুতি কেন বোন্? তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই। রণলাল! বন্দীকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দাও।

[রণলাল সুধীরথের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল, সুধীরথ চলিয়া গেল।]

হাম্বীর। তোমাকেও কিছু পুরস্কার না দিয়ে পারছি না রণলাল! অবলম্বনহীনা আমার এই স্নেহের বোন্‌টীকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম—আজ এর সমস্ত ভার তোমার উপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম। চন্দন! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? চল্, ঘটা ক'রে মৃন্ময়ী দেবীর পূজা করতে হবে; আর কি করতে হবে জানিস্? একট বোনের বিয়ে—দুই ভাই মিলে দেদার উৎসবের আয়োজন—বুঝ্‌লি?

চন্দন। হুঁ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মৃন্ময়ীদেবীর মন্দির।

কল্যাণী পূজা করিতেছিল।

কল্যাণী। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমহস্তুতে॥
জগৎ-জননি মাগো মঙ্গলা অভয়ে!
চাহ ফিরে করুণা-নয়নে
চরণ-আশ্রিতা দুঃখিনী তনয়া পানে।
জানি মাগো! ক্ষত্রিয়নন্দিনী
হাসিমুখে পাঠায় স্বামীরে
রণসাজে স্বকরে সাজায়ে মহান্ আহবে—
জানি সব, জেনে শুনে তবু
হিয়া না বাঁধিতে পারি!
মৃত্যু ল'য়ে খেলা যথা,
সেথায় গিয়াছে স্বামী নারীর সম্বল—
জীবন মরণে গতি একান্ত সতীর!
স্মরি তাই, থেকে থেকে কেঁদে ওঠে প্রাণ-
আপনা হারায়ে ফেলি!
দয়া কর—দয়া কর দয়াময়ি!
সগৌরবে জিনি রণ আসে যেন ফিরে
হাসিমুখে স্বামী মোর করুণায় তোর!

গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

মিছে ভাবনা ভেবে ভেবে, মা তুই কেন পাগলপারা?
যার ভাবনা সেই ভাব্‌বে, সে যে ভাবময়ী তারা॥
জগৎ প্রসব করে সে যে জগৎ পানে চেয়ে,
কোথায় হাসে কোথায় কাঁদে তার অবুঝ ছেলে মেয়ে,—
তাদের ভাবনা ভেবে সারা, জগন্মাতা ভবদারা,
তাইতো দেখি পাগলিনী বিবসনা নৃত্যপরা॥
স্বভাবে যে অন্নপূর্ণা অন্ন যোগায় আপামরে,
সে ভাবের অভাবেতে রক্তমুখী শবোপরে,—
রক্তখাগী রক্ত নিয়ে, খেলে গো রাক্ষসী মেয়ে,
আবার বরাভয় দিতে যে মা ব্রহ্মময়ী সারাৎসারা॥

[প্রস্থান।

কল্যাণী। মা!—মা! দয়া কর—দয়া কর!

ছদ্মবেশে সুধীরথের জনৈক অনুচরের প্রবেশ।

অনুচর। আর মিছে কাঁদ্‌ছো মা! ঠাকুর দেবতা কি আর আছে—এ যে ঘোর কলি!

কল্যাণী। কে তুমি? কি বল্‌ছো?

অনুচর। আমি একজন সামান্য ব্যক্তি, আমার আর পরিচয় কি দেবো মা—আর দিলেই বা চিন্‌তে পার্‌বেন কি? তবে মোটামুটি বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, মহারাজ হাম্বীরের আমি একজন সামান্য দেহরক্ষী।

কল্যাণী। তুমি কি বল্‌ছিলে?

অনুচব। বল্‌ছিলুম ঘোর কলি কি না—ঠাকুর দেবতা নেই, আর থাকলেও তাদের কোন শক্তি নেই! গোগ্রাসে নৈবিদ্যি খাচ্ছেন আর ব'সে আছেন জড়ভরত হ'য়ে।

কল্যাণী। এ কথার তাৎপর্য্য?

অনুচর। তাৎপর্য্য আর কি? এই আপনি ঘটা ক'রে পূজো কর্‌ছেন—'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌ছেন—চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন কি না, তাই বল্লুম। ঠাকুব দেবতা যদি থাক্‌তো, তাহ'লে তারা এ ডাক শুন্‌তো।

কল্যাণী। আমি তোমাব কথাব অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে—কেন তুমি একথা বল্‌ছো?

অনুচব। কেন বল্‌ছি? বল্‌বার প্রযোজন হয়েছে তাই বল্‌ছি, নইলে আজ এমন সময় আপনার কাছে ছুটে আস্‌বো কেন?

কল্যাণী। হেঁয়ালী রাখ; সত্য ক'বে বল, আমার স্বামীর সংবাদ কি? তিনি কুশলে আছেন তো?

অনুচর। সেই কথাই বল্‌তে তো এসেছি মা!

কল্যাণী। কি বল্‌তে এসেছ? বল—শীঘ্র বল, আমায় আর উৎকণ্ঠায় রেখো না—বল।

অনুচর। কি আর বল্‌বো মা—মহারাজ বীর হাম্বীর—

কল্যাণী। বল—বল, তাঁব কি হয়েছে? তিনি কি শত্রুহস্তে বন্দী?

বল ত্বরা! শত্রুকরে বন্দী যদি তিনি,
আমি ক্ষত্রিয়াণী—বীরের অঙ্গনা,
রণসাজে সাজিয়া এখনি যাবো রণাঙ্গণে
উদ্ধারিতে স্বামীরে আমার!

তুচ্ছ সে অরাতি—
ক্ষুদ্র পিপীলিকা সম
উঠিয়াছে মরণের পাখা!
ছলে বা কৌশলে
পশুরাজে ফেলি আনায-মাঝারে
দেখায় বীরত্ব-দম্ভ!
সে দম্ভ তাহার অচিরে করিব চূর্ণ,
দেখিবে জগৎ
কত শক্তি ধরে ক্ষত্রিয়-রমণী।

অনুচর। তা যদি হ'তো, তাহ'লে কি আমি এমন আকুল হ'য়ে ছুটে আস্তুম মা?

কল্যাণী। তবে? তবে কি তিনি—

অনুচর। আপনার অনুমান মিথ্যা নয় মা! অযুত হস্তীর বলে অরাতি-সৈন্যদল দলিত মথিত ক'রে মহারাজ বিজয়-গৌরবে রাজধানীতে ফিরে আস্‌ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই মল্লভূমির—তাই পথে আস্‌তে আস্‌তে লুক্কায়িত গুপ্তশত্রুর বিষদিগ্ধ তীর কোথা হ'তে এসে অকস্মাৎ তাঁর বীর-হৃদয় বিদ্ধ করলে! ছিন্নমূল তরুর ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ হাম্বীর অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে ভূপৃষ্ঠে ঢ'লে পড়্‌লেন। অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমায় আহ্বান ক'রে বল্‌লেন, "বন্ধু! আমার অন্তিমের অনুরোধ রাখ—অবিলম্বে অভাগিনী কল্যাণীকে আমার কথা জানিয়ে বল, মরণের আগে সে যেন একটিবার একটি মুহূর্ত্তের জন্য আমায় দেখা দেয়—নইলে আর তো দেখ্‌তে পাবো না ভাই!" মুহূর্ত্তমাত্র কালক্ষয় না ক'রে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি মা এই নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন ক'রে! এখন আপনার কর্ত্তব্য আপনার হাতে।

কল্যাণী। কর্ত্তব্য কি আর ভাব্‌তে হবে সৈনিক? তুমি আমায় অবিলম্বে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চল।

অনুচর। আসুন দেবি, আমার সঙ্গে—[উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ]

রঞ্জনের প্রবেশ।

রঞ্জন। একি, কোথায় চলেছ মা? [অনুচরের প্রতি] কে তুমি?

কল্যাণী। আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে, রঞ্জন! আমি চলেছি আমার স্বামীর কাছে—তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করতে!

রঞ্জন। শেষ দেখা করতে? কি বল্‌ছো মা, তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে!

কল্যাণী। তুমি জানো না—কেমন ক'রেই বা জান্‌বে? রাজপুরী রক্ষার ভার তোমার উপর দিয়ে তিনি গেলেন যুদ্ধে, এইটুকুই তুমি জানো, এর অধিক তো কিছুই জানো না? শত্রুর গুপ্ত আঘাতে তিনি মৃত্যুশয্যায়—অন্তিম সাক্ষাতের জন্য তিনি আমায় আহ্বান করেছেন।

রঞ্জন। মিথ্যাকথা! তিনি শত্রু জয় ক'রে বিজয়-গৌরবে রাজধানীতে ফিরে আস্‌ছেন।

কল্যাণী। জানি; কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না রঞ্জন, তাঁর প্রত্যাগমনপথেই এই সর্ব্বনাশ হয়েছে!

রঞ্জন। মিথ্যাকথা! এই সংবাদ বহন ক'রে এনেছ বোধ হয় তুমি? [অনুচরের কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া] মিথ্যাবাদি সয়তান! বল্ তুই কে?

অনুচর। আমি—আমি—রাজার দেহরক্ষী—

রঞ্জন। মিথ্যাকথা! রঞ্জনের চোখে ধুলো দিবি সয়তান? তুই নিশ্চয়ই সেই সুধীরথমল্লের পদলেহী কুক্কুর! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন—

[সহসা একটা তীর আসিয়া রঞ্জনের বাহুতে বিদ্ধ হইল, রঞ্জন একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল, অনুচর মুক্তিলাভ করিয়া কল্যাণীর নিকট গিয়া বলিল—]

অনুচর। দাঁড়িয়ে রইলেন যে—আসুন।

কল্যাণী। মিথ্যাবাদি প্রবঞ্চক! দূর হও এখান থেকে—

অনুচর। দূর হবো ব'লে আসি নি। ভালয় ভালয় না গেলে আমি বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো—খাঁ সাহেবের জন্য নজরানা সংগ্রহ করতে এসে রিক্ত ফিরবো না। তোমার রক্ষকের অবস্থা দেখে এটা বোধ হয় বুঝতে পারছো, আমি এতবড় একটা কাজে একলা আসি নি?

রঞ্জন। বেইমান কুক্কুর! ওঃ, অসহ্য যন্ত্রণা মা—অসহ্য যন্ত্রণা! তবু—তবু রঞ্জন এখনো মরে নি! মরবার আগে এই কুকুরটাকে শেষ ক'রে তবে মরবো—[অনুচরকে আক্রমণ, কিন্তু প্রবল রক্তপাতে অবসন্নতা হেতু তাহাকে আঘাত করিতে অপারগ হইয়া পুনরায় ভূপতিত হইল।] ওঃ, পারলুম না মা—পারলুম না! রঞ্জনের ডান হাত গেছে, বাঁ হাতে কি করবে সে—কি করবে সে? এর চেয়ে যে মরা ভাল ছিল! দুষমন সয়তান! তুই আমায় মৃত্যু দে—আমায় মৃত্যু দে—!

অনুচর। নীরব কেন, উত্তর দাও! অমনি অমনি যাবে—না বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হবে?

কল্যাণী। তুই দূর হ' পিশাচ!

অনুচর। আমাকে অত সোজা লোক ভেবো না সোনার চাঁদ!

হাম্বীর ও চন্দনের প্রবেশ।

হাম্বীর। হাম্বীরকেই বুঝি খুব সোজা ভেবেছিস্ রে সয়তান?

কল্যাণী। এঁ্যা—তুমি এসেছ?

হাম্বীর। ঈশ্বরের কৃপায় ঠিক সময়েই এসেছি কল্যাণি! তুমি মুখে কিছু না বল্‌লেও আমি সব বুঝেছি। চন্দন! একে শৃঙ্খলিত কর্! [চন্দনের তথাকরণ] একে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াবি—কদাচারী দুর্ব্বৃত্ত নরপশুর এই শাস্তি!

অনুচর। মহারাজ! আমায মার্জ্জনা করুন! তুচ্ছ অর্থলোভে আমি মানুষ হ'য়ে পশুর অধম, তাই এ মহাপাপ কর্‌তে অগ্রসর হযেছিলুম। আমার চোখ খুলেছে! আজ হ'তে ভিক্ষা ক'রে খাবো, তবু এমন সযতানেব চাকুরি আব কব্‌বো না।

হাম্বীর। মার্জ্জনা! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

অনুচর। মহারাণি! মা! আমায মার্জ্জনা করুন—[নতজানু হইল।]

কল্যাণী। একটা ক্ষুদ্র মূষিককে মেরে বীব হাম্বীবের পৌরুষ বাড়্‌বে না কখনো। একে মার্জ্জনা করুন মহারাজ!

হাম্বীব। ভুলে যাচ্ছো কল্যাণি, সে কি কর্‌তে অগ্রসর হয়েছিল?

কল্যাণী। মহাপাপীকে মার্জ্জনা করাই তে. জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম স্বামি!

হাম্বীর। চন্দন! এর শৃঙ্খল খুলে দাও। যা নরপশু! এ মল্লভূমিতে আর কখনো মুখ দেখাস্ নি।

অনুচর। মহান্ দেবতা! আমি মুক্তি চাই না—আমায় শান্তি দিন—

হাম্বীর। শান্তি? হাঃ—হাঃ—হাঃ! নরাধম! এই মুক্তিই তোর শান্তি! এসো কল্যাণি! চন্দন! রঞ্জনকে নিয়ে আয়—

[অগ্রে হাম্বীর ও কল্যাণী, তৎপরে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ—উৎসব-মণ্ডপ।

গীতকণ্ঠে উৎসববেশ-পরিহিতা পুরাঙ্গনাগণের প্রবেশ।

পুরাঙ্গনাগণ।—

গীত।

আজি উৎসব-মুখরিত মধুময়ী যামিনী
হসিত চাঁদিমা সুধা ক্ষরে॥
উল্লাস দিকে দিকে, প্লাবন বহিয়া যায়,
কাননে কুসুম থরে থরে॥
আজি মনের কুঞ্জবনে ফুটে নিরাশায়,
কত বাসনা-কুসুম কোন্ মোহিনী মায়ায়,
ঘুমের আবেশে ঢলে, স্বপনের ছায়াতলে,
অসীমের কোন্‌খানে অলোকপুরে—
রঙিন আলোক জ্বালি আশার ঘরে॥

[সকলের প্রস্থান।

হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর।　উৎসবমুখর পুরী কি আনন্দময়!
মনে হয়,
যেন যুগ-যুগান্তর পরে
পাইলাম নূতন জীবন।
ফুল্লপ্রাণ পুরবাসিগণ,
ফুল্ল প্রজাকুল;
আনন্দের বন্যাস্রোতে যেন
ভেসে যায় সারা রাজ্যখান!
এই তো চরম তৃপ্তি নৃপতির,—
এ হ'তে অধিক সুখ
মনে হয় কল্পনা-অতীত!

রণলালের প্রবেশ।

হাম্বীর। কি সংবাদ রণলাল?

রণলাল। মহারাজের বিজয়-গৌরবে অভিনন্দন জানাতে মল্লভূমের প্রজাবৃন্দ তোরণসম্মুখে সমবেত হয়েছে।

হাম্বীর। তাদের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার সহিত রাজসভায় নিয়ে এসো—

[রণলালের প্রস্থান।

রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ
সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড সম,
নিত্য সাধে রাজ্যের কল্যাণ,
রাজার গৌরব তারা—

কল্যাণে তাদের হয়
রাজার কল্যাণ।
রাজশক্তি প্রজাশক্তি সম্মিলিত হ'লে
ত্রাসে কাঁপে অরিকুল,
শান্তি-সুখে রহে সর্ব্বজন।
প্রজানুরঞ্জন রাজা প্রজার কারণ
মুক্তপ্রাণ মুক্তহস্ত সর্ব্বক্ষণ
পুরাইতে প্রজার কামনা।

রণলাল, চিমনলাল ও প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ। জয় রাজরাজেশ্বর বীর হাম্বীরের জয়!

হাম্বীর। ভাই সব! বন্ধু সব! আমি পেয়েছি তোমাদের প্রীতিপূর্ণ প্রাণময় অভিনন্দন-পত্র, যাতে তোমরা আমাকে সম্মানিত করেছ "বীর" আখ্যা দিয়ে। কিন্তু বন্ধুগণ! ভাই সব! আমি জানি না, এ "বীর" আখ্যার অধিকার আমার কতটুকু! আমার বীরত্বের, আমার বিজয়-গৌরবের সম্পূর্ণ অধিকারী তোমরা। তোমরা আছ ব'লেই বীরভূমি মল্লভূমির স্বাধীনতা আজ অক্ষুণ্ণ থেকে শত্রুর ঈর্ষানল মুহুর্মুহুঃ বাড়িয়ে দিচ্ছে। তোমরাই আমার বল-বীর্য্য—তোমরাই আমার সব।

চিমন। সমগ্র প্রজার মুখপাত্রস্বরূপ আমি শুধু এইটুকু বল্‌বো, মল্লভূমবাসী বীরত্বের কদর জানে—প্রকৃত বীরের মর্য্যাদা দিতে জানে, তাই আজ স্বর্গগত মল্লভূম্যধিপতির যোগ্যপুত্রকে "বীর" আখ্যায় অভিনন্দিত কর্‌ছে।

সকলে। জয় রাজাধিরাজ বীর হাম্বীরের জয়!

শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রবেশ।

শ্রীনিবাস। জয়ধ্বনিব তীব্রতা একটু স্তব্ধ কর তোমরা, মহা-রাজের কাছে আমাব আর্জ্জি আছে।

হাম্বীর। কে আপনি মহাভাগ?
কোন্ ধর্ম্মী?
এসেছেন কোন্ প্রয়োজনে?
নির্জ্জিত, লাঞ্ছিত কিম্বা প্রপীড়িত যদি
অরাতিব অত্যাচাবে,
কহ মতিমান্!
যেভাবে যেখানে থাক্
নির্য্যাতনকারী দুরাশয়,
কেশে ধবি তাব আনিযা হেথায়
দিব তারে যোগ্য শাস্তি
সমক্ষে তোমার।
কহ মহাশয়, কহ ত্বরা—
কিবা অভিযোগ তব
বিরুদ্ধে কাহার?

শ্রীনিবাস। নগরের সীমান্তপ্রদেশে
জঙ্গলের পথে দুরন্ত দস্যুর দল
হরিয়াছে সর্ব্বস্ব আমার।

হাম্বীর। একি অদ্ভুত বারতা পিতা?
বীর হাম্বীরের রাজ্যে
এখনো কি আছে দস্যুর অস্তিত্ব?

চিন্ময়। হয়তো বা আছে
ছন্নমতি দুই এক জন,
তত্ত্ব যাহাদের পাই নাই এতদিন।
যাবো আমি আপনি সেথায়,
অবিলম্বে শৃঙ্খলিত করি
দুর্নীতের দলে আনিব হেথায়।
হে অতিথি!
তিষ্ঠ হেথা ক্ষণকাল তরে।

[প্রস্থান।

হাম্বীর। জানিতে বাসনা মহাভাগ!
কত অর্থ তব লুণ্ঠিত দস্যুর করে?
শ্রীনিবাস। অর্থ নহে।
হাম্বীর। অলঙ্কার?
শ্রীনিবাস। নহে অলঙ্কার?
হাম্বীর। নারী?
শ্রীনিবাস। তার চেয়ে শতগুণ মূল্যবান্।
হাম্বীর। অর্থ নহে, নারী নহে, নহে অলঙ্কার,
তবে কোন্ কৌস্তুভ রতন
হরিয়াছে দস্যুরা তোমার?
শ্রীনিবাস। শাস্ত্র আর পুঁথি পাণ্ডুলিপি
শতাধিক হবে—
আনিয়াছি যাহা বৃন্দাবন হ'তে,
দস্যুদল হরিয়া লয়েছে মোর।
হাম্বীর। পুঁথি পাণ্ডুলিপি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রণলাল। দূর হও বাতুল ব্রাহ্মণ,
উন্মত্ত-আগার নহে রাজসভাস্থল।

শ্রীনিবাস। উন্মত্ত আমি?
ওরে সংসার-বাতুলাগারে
উন্মাদের দাস—

রণলাল। যাও—যাও—

শ্রীনিবাস। বিচার পাবো না রাজা?

হাম্বীর। পুঁথি পাণ্ডুলিপি ল'য়ে
কি কাজ সাধিবে দস্যুদল?
নিরক্ষর দস্যুগণ
কি বুঝিবে মর্ম্ম তার?

শ্রীনিবাস। তা জানি না, কিন্তু—

হাম্বীর। বল, কত মূল্য পুঁথির তোমার?

শ্রীনিবাস। মূল্য? ছত্রে ছত্রে যার
লিপিবদ্ধ দেবের মাহাত্ম্য,
প্রতিটি অক্ষর হ'তে যার
ক্ষরে বিশ্বপ্রেম-সুধা,
কত মূল্য দিতে পার
তুমি সে রত্নের?

হাম্বীর। সহস্র সুবর্ণমুদ্রা।

শ্রীনিবাস। হাসালে রাজন্!
কি ছার ঐশ্বর্য্য তব!
বিনিময় দাও যদি
শত শত রাজার সম্পদ,

তবু যোগ্য মূল্য নহে
সে নামের একটি আঁখরে।

[হাম্বীর ও রণলাল একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।]

শ্রীনিবাস। "হরি"—"হরি"—
দুইটি আখরে নাম,
যে নামে পাগল ভোলা—
প্রেমোন্মাদ শত শত যোগী,
সে নাম-মাহাত্ম্য
তুমি কি বুঝিবে রাজা
ঐশ্বর্য্যের মাদকতা ল'য়ে?

রণলাল। অতি শঠ, অতি প্রবঞ্চক
আসিয়াছে ছলায় ভুলাতে।
মনে হয় অরাতির চর,
গুপ্ত অভিসন্ধি ল'য়ে
আসিয়াছে অনিষ্টসাধন হেতু।
করুন আদেশ রাজা!
বহিষ্কৃত ক'রে দিই নগর হইতে
চতুর এ গুপ্তচরে।

হাম্বীর। হোক্ শত্রু, হোক্ গুপ্তচর,
তবু আমি শুনিব এ ব্রাহ্মণের কথা।
কহ সাধু, কহ আরবার,
এতক্ষণ শুনাইলে
নামের মাহাত্ম্য যার,
সেই বুঝি ইষ্টদেব তব?

সে কোন্ দেবতা—
স্বরূপ কেমন তার?

শ্রীনিবাস। স্বরূপ কেমন তার?
মরি! মরি!
ব্রহ্মার আনন হ'তে
উদ্ভূত যে বেদ চতুষ্টয়,
অসম্পূর্ণ সেই বেদ স্বরূপ বর্ণনে;
ক্ষুদ্র আমি—আমি কি কহিব?
রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আদি দিয়া
কল্পনায় নাহি আসে কভু
সে রূপের কণা।
দেখেছ কি রাজা,
কভু ইন্দ্রধনু নব জলধরে?
কল্পনা করহ এবে—
সেই নবজলধর রূপ,
করে বাঁশী, শিরে শিখিপাখা,
দু'নয়ন বাঁকা, বঙ্কিম সুঠাম,
কটিতট বেড়া চারু পীতধড়া,
যুগল চরণে নূপুর নিক্কণ!
পাশে প্রেমময়ী রাই রসময়ী
মেঘের বুকেতে সৌদামিনী সমা—
প্রেম-অবতার সেই ইষ্টদেব মম।

হাম্বীর। ভ্রান্ত সাধু!
আমারেও চাহ ভুল বুঝাইতে?

বিশ্বপ্রসবিনী জগন্মাতা আদ্যাশক্তি বিনা
স্নেহময়ী—দয়াময়ী—প্রেমময়ী
নাহি আর কোন মানবের উপাস্য দেবতা।
শক্তি, আয়ুঃ, যশঃ, ধন আদি
কামনার যত উপাদান,
আর কে দানিবে জীবে
জগন্মাতা আদ্যাশক্তি বিনা?
দেখে এসো গিয়ে সাধু,
ওই উচ্চ দেউল-অন্দরে
জননীর পাষাণ-মূরতি,
রক্তসিক্ত লোল রসনায়
শবাসনা নাচে রণাঙ্গনে;
সদ্যকাটা নরমুণ্ডমালা
এই হাতে পরায়ে দিয়েছি
জননীর গলে।
দেখে এসো সাধু—

শ্রীনিবাস। তুমি দেখে এসো রাজা
দেউল-অন্তরে কার ইষ্টদেব—
তোমার না আমার?

হাম্বীর। তোমার?

শ্রীনিবাস। হ্যাঁ—আমার। বিশ্বপ্রেম-অবতার
পাপী-তাপী-ত্রাতা
জগতের ইষ্টদেব যিনি,
সকল দেউল মাঝে আবির্ভূত তিনি।

হাম্বীর। সকল দেউলমাঝে
আবির্ভূত তব ইষ্টদেব ?

রণলাল। বাতুল—বাতুল ব্রাহ্মণ।

শ্রীনিবাস। দেখে এসো কে বাতুল,
তোমরা কি আমি ?

হাম্বীর। সত্য মিথ্যা দেখিব এখনি ;
মিথ্যা যদি হয় প্রমাণিত,
দিব শাস্তি ভণ্ড দুরাচারে।
বন্দিরূপে থাকো রণলাল !
দেখো, যেন সাধু না পালায়।

শ্রীনিবাস। কিন্তু সত্য যদি হয় বাণী,
দাও প্রতিশ্রুতি রাজা !
যোগ্য মূল্য দেবে মোর অমূল্য পুঁথির ?

হাম্বীর। কি মূল্য ?

শ্রীনিবাস। হিংসাভরা প্রাণটা তোমার।

রণলাল। কি ?

হাম্বীর। প্রতিশ্রুত।
রণলাল ! রহ প্রহরায়।
হে ব্রাহ্মণ ! মিথ্যা যদি হয় তব বাণী,
কন্দুকের সম মুণ্ড তব গড়াবে ধূলায়।

[প্রস্থান।

শ্রীনিবাস। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

[ধ্যানে উপবেশন]

রণলাল। বুজরুকিটা জমিয়ে তুলেছিলে ভাল সাধু মশায়, কিন্তু বোধ হয় ধোপে টিক্‌লো না। কেন এসেছিলে বাপু বেঘোরে প্রাণটা হারাতে? ও বাবা! ইনি যে একেবারে পাথর ব'নে গেছেন দেখ্‌ছি। সাড়াও নেই—শব্দও নেই। এ আবার সাধুর এক নূতন ঢং।

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

জগৎ জুড়ে আশে পাশে শুধু রঙ্‌ বেরঙ্‌।
যে বিশ্বপ্রেমের স্বাদ পেয়েছে তারি এম্নি ঢং॥
সকল বাঁধন ফেলে কেটে,
প্রেমময়ের পায়ে লোটে,
তার হৃদ্‌কমলে ফোটা ফুলে খেলে প্রেমের রঙ্‌।
যে চেনে না সে চিন্ময়ে, ভাবে তারে আস্ত সঙ্‌॥

রণলাল। তোমার এ গানের অর্থ কি উন্মাদ?

উদাসীন। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। রণলাল! রণলাল! মন্দির হ'তে মাতৃমূর্ত্তি অপহৃত, তার স্থানে নবজলধর শ্যামমূর্ত্তি, সাধু তার পদতলে ধ্যানমগ্ন। তস্কর ব্রাহ্মণ—আমি তাকে মন্দিরে রুদ্ধ ক'রে এসেছি। বিচার করবো—আমার মাতৃমূর্ত্তি সে অপহরণ করেছে,—একি! এখানেও সেই সাধু?

রণলাল। আপনি কি বল্‌ছেন মহারাজ! সাধু আমার নজর-বন্দী, সে কিরূপে মন্দিরে যাবে?

হাম্বীর। কিন্তু আমি আমার নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না রণলাল!

রণলাল। মহারাজ! আপনি কি পাগল হ'লেন?

হাম্বীর। দেখ—দেখ রণলাল! সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, চারিদিকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই নব-জলধর শ্যামমূর্ত্তি, পদতলে ধ্যানমগ্ন সেই ব্রাহ্মণ। দেখ তো—দেখ তো রণলাল, আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

রণলাল। স্বপ্ন।

হাম্বীর। না—না, ওরে! ঐ নবজলধর শ্যামমূর্ত্তি যে আমার দিকেই বিলোল কটাক্ষে চেয়ে আছে। কি বল্‌ছে জান?

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

রণলাল। এ তো বড় বিপদ হ'লো দেখ্‌ছি।

হাম্বীর। ওরে, আমার হাতে এত রক্ত কেন? ধুয়ে দে—ওরে, তোরা আমার হাতের রক্ত ধুয়ে দে! এর মধ্যে কত সতীর সীমন্তের সিন্দুর, কত পুত্রহারা মায়ের কান্না, কত জ্ঞাতিহারার দীর্ঘশ্বাস! ওঃ, আমি পাগল হ'যে যাবো—পাগল হ'যে যাবো—

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ পরিভ্রমণ]

রণলাল। তাইতো, কি করি? ভণ্ড সাধু ফুস্‌-মন্তর দিয়ে রাজার মাথাটা গুলিয়ে দিলে যে! যাই, মহারাণীকে সংবাদ দিই গে, তিনি যদি এর কোন প্রতিবিধান কর্‌তে পারেন।

[প্রস্থান।

শ্রীনিবাস। [ধ্যানভঙ্গে] হরি—হরি !
কি দেখিলে মহারাজ ?

হাম্বীর। দেখিলাম, মাতা নাই দেউল ভিতরে,
তার স্থানে বিরাজিত
অপূর্ব্ব মূরতি !
নব জলধর সুঠাম সুন্দর
অধরে মুরলীধারী,
বাঁকা দু'নয়ন, মানসমোহন,
আঁখি পালটিতে নারি।
চারু ক্ষীণ কটি, পরা পীত ধটি,
শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে,
মরি অতুলন, যুগল চরণ,
যুগল নূপুর শোভে।

শ্রীনিবাস। প্রমাণ পেয়েছ তবে
সকল দেউলমাঝে ইষ্টদেব মোর ?

হাম্বীর। সাধু! সাধু!
ক্ষমা কর মোরে,
দেখিয়াছি প্রেমের ঠাকুর।
যেই শির কভু নাই নত
কারো পদতলে,
আজি নত করি সেই উচ্চ শির
যাচি প্রভু করুণা তোমার।

শ্রীনিবাস। তবে প্রতিশ্রুতি করহ পালন,
মূল্য দাও পুঁথির আমার।

কল্যাণী ও রণলালের প্রবেশ।

কল্যাণী। কি মূল্য?

হাম্বীর। হিংসাভরা পরাণ আমার।

কল্যাণী। কে তুমি ব্রাহ্মণ?
মনে হয়, অরাতির গুপ্তচর।
ছলে ভুলাইয়া স্বামীরে আমার
ফেলিয়া কথার ফাঁদে
নিতে চাহ প্রাণ?

রণলাল। দাও মা আদেশ,
যোগ্য শাস্তি দিই গুপ্তচরে।

হাম্বীর। রণলাল! পরিহর ক্রোধ,
গুপ্তচর নহে এ ব্রাহ্মণ।
আমি জেনেছি স্বরূপ তাঁর,
তাই শির বিকায়েছি রাতুল চরণে।
হে ধীমান্! জিঘাংসায়
পরিপূর্ণ কলুষিত প্রাণ
আর আমি নাহি বাসি ভালো।
হায় হায়! এই হাতে
বধিয়াছি শত শত প্রাণী,
আর্ত্তরবে কাঁদিয়াছে কত শিশু নারী,
ভ্রূক্ষেপ করি নি তায়।
জ্বালায় বিদরে হিয়া,
গভীর কলঙ্করেখা

অঙ্কিত এ করযুগে মোর।
বধ প্রাণ, হে ব্রাহ্মণ!
লহ মূল্য পুঁথির তোমার—

[পদতলে পতন]

রণলাল। ব্রাহ্মণ!—

শ্রীনিবাস। কারো কথা শুনিব না আমি;
প্রতিশ্রুত রাজা, প্রাণ নিয়ে
মূল্য নেবো পুঁথির আমার।

কল্যাণী। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর!
হও তুমি গুপ্তচর,
তবু ধরিয়াছ বৈষ্ণবের বেশ,—
কিন্তু নহেক এ বৈষ্ণব আচার;
তবু যদি মৃত্যু দেবে স্বামীরে আমার,
মোরে আগে দেহ বলিদান।

শ্রীনিবাস। দেবো বাণি, তোমারেও দেবো বলিদান,
আজ নহে, পূর্ণ হ'লে কাল।
ওঠো রাজা! প্রতিশ্রুতি করহ পূরণ।

[হাত ধরিয়া তুলিলেন।

রাখ অস্ত্র।

[রাজার অস্ত্রত্যাগ]

ফেলে দাও কনক-মুকুট।

[রাজার মুকুট ত্যাগ]

ত্যাগ কর রাজ-আভরণ।

[রাজা রত্নহার প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিলেন।]

রণলাল ও কল্যাণী। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

শ্রীনিবাস। জিঘাংসায় পূর্ণ প্রাণ
এই আমি করিনু গ্রহণ।

[হাম্বীরের গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন।]

দানিব নূতন প্রাণ,
এসো সাথে দেবের মন্দিরে।

হাম্বীর। গুরু!

শ্রীনিবাস। মাভৈঃ! ওই শোন—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচ।

[শ্রীনিবাস ও হাম্বীরের প্রস্থান।

রণলাল। মা—মা—

কল্যাণী। চুপ! কথা ক'য়ো না, শুধু কান পেতে শোন—চোখ মেলে দেখ, অন্তর দিয়ে অনুভব কর রণলাল! এ বড় সুন্দর দৃশ্য!

[প্রস্থান।

রণলাল। দুর্ভাগ্য মল্লভূমির।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ।

অপর্ণা ও রণলাল কথোপকথন করিতেছিল।

রণলাল। শ্রীনিবাস আচার্য্য মহারাজকে একেবারে পেয়ে বসেছে অপর্ণা! তাঁর ভাবগতিকও বেশ ভাল ব'লে মনে হয় না। এত শীঘ্র মানুষের যে এতটা পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব হ'তে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না।

অপর্ণা। আমারও না।

রণলাল। বীরচারী শক্তির উপাসক মহারাজ বীর হাম্বীর, সংগ্রাম ছিল যার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র ব্যসন—একমাত্র সাধনা, আহতের আর্ত্তনাদে—সদ্য বিধবার সকরুণ ক্রন্দনে—মুমূর্ষুর মরণযন্ত্রণা দেখে যাঁর বীর হৃদয় একটিবার এক মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হ'তো না, যিনি একদিন স্বহস্তে সদ্যকর্ত্তিত নরমুণ্ডের মালা গেঁথে গৃহ-দেবতা মৃন্ময়ীদেবীর গলায় পরিয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য ক'রেছিলেন, আজ তাঁর একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ব্যথিতের ব্যথায় আত্মহারা—কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা—ভাবে বিভোর—প্রেমোন্মাদ!

অপর্ণা। এও সেই মায়ের ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় বাধা দেবার শক্তি কার কাছে বল?

রণলাল। কিন্তু এর পরিণাম কি হ'তে পারে, একবার ভেবে দেখেছ কি অপর্ণা?

অপর্ণা। পরিণাম? পরিণাম নিশ্চয়ই ভাল। মা যা করেন, ভালোর জন্যই করেন; তা নিয়ে আমাদের ভাব্‌বার কিছুই নেই।

রণলাল। কি বল্‌ছো, অপর্ণা? ভাব্‌বার নেই? এই মল্লভূমির ভবিষ্যৎ একবার ভেবে দেখ দেখি! দ্বারে প্রবল শত্রু—মহারাজ উদাসীন—ক্ষত্রবীর অস্ত্রত্যাগ ক'রে হাতে নিয়েছেন তুলসীর মালা, এরূপ অবস্থায় মল্লভূমির স্বাধীনতা বজায় রাখা কি সম্ভব হবে অপর্ণা!

অপর্ণা। সম্ভব হবে কি অসম্ভব হবে, সে ভাবনা ভাব্‌বে রাজ্যের সেনাপতি তুমি আর মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী; আমি নারী, নারীর কর্ত্তব্য রাজনীতির গণ্ডীর বাইরে।

রণলাল। তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না অপর্ণা! মনে পড়ে নারি, তুমিই না একদিন এই মল্লভূমির মান, মর্য্যাদা, স্বাধীনতা রক্ষা করতে নারীর শক্তি, নারীর সাহস, নারীর প্রতিভা, নারীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলে, একাকিনী বিশ সহস্র শত্রুসৈন্যের প্রবল আক্রমণের বেগ প্রতিহত ক'রে—তাদের বিপর্য্যস্ত, বিতাড়িত ক'রে? সেই বীরাঙ্গনা মহিমময়ী নারী তুমি, আজ তোমার মুখে একি কথা অপর্ণা?

অপর্ণা। এই বিশ্বজগতের স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন প্রত্যেকটিই যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন আমার যদি কিছু পরিবর্ত্তন দেখ, তবে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

রণলাল। কিন্তু আমি যে তা আশা করি নি—কর্‌তে পারি না অপর্ণা!

অপর্ণা। আমি তা অস্বীকার কর্‌ছি না; কিন্তু আমি কি কর্‌বো? ওগো, আমি যে আর পার্‌ছি না! আমার বুক ভেঙ্গে

গিয়েছে—আঘাতের পর আঘাতে জীবনের সেই প্রথম প্রভাত থেকে। আর কত সইবো? কত সয়?

রণলাল। আঘাত সইতেই তো আমাদের জন্ম অপর্ণা! সইতেই হবে।

কল্যাণীর প্রবেশ।

রণলাল। এ কি মহারাণি?

কল্যাণী। বিস্মিত হ'চ্ছো রণলাল আমার এ বেশ দেখে? বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। স্বামী যার সর্ব্বত্যাগী পরম বৈষ্ণব, তাঁর পত্নীও বৈষ্ণবী—আর এই তার যোগ্য বেশ।

রণলাল। বাজ পড়ুক্ বৈষ্ণবের মাথায়।

কল্যাণী। ও কথা যাক্; আমি যে জন্য এসেছি শোন। মন্ত্রিমশায় মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন এক দুঃসংবাদ নিয়ে—

রণলাল। দুঃসংবাদ?

কল্যাণী। হ্যাঁ—দুঃসংবাদ!

রণলাল। শত্রুর আক্রমণের কোন সংবাদ নিয়েই কি মন্ত্রিমশায় মহারাজের কাছে এসেছিলেন?

কল্যাণী। শত্রু অন্য কেউ নয় রণলাল! শত্রু তোমার পূজ্যপাদ শ্বশুর—এর পিতা।

অপর্ণা। বাবা?

কল্যাণী। তোমার বাবা না হ'লে এত বড় হিতৈষী আর কে হবে? তিনি নাকি আবার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে কতলুপুর দুর্গ আক্রমণ করতে ছুটেছেন—

রণলাল। সে দুর্গরক্ষার ভার যোগ্য লোকের উপরই দেওয়া

আছে মহারাণি ! চিমন সর্দ্দার বেঁচে থাকতে সে দুর্গ জয় করা কারও সাধ্য নেই ।

কল্যাণী । সর্দ্দার দুর্গে উপস্থিত থাকলে আর ভাবনার বিষয় কি ছিল ! সর্দ্দার দুর্গে নেই , কুচক্রী কৌশলে তাকে সেখান থেকে সরিয়েছে ।

রণলাল । কেমন ক'রে ?

কল্যাণী । মহারাজের জাল পরোয়ানা পাঠিয়ে তাকে কত্‌লুপুর-দুর্গ থেকে কুশদুর্গে আনিয়েছে—মহারাজ যেন তাকে কুশদুর্গের ভার দিয়েছেন ।

রণলাল । এ সংবাদ আপনি কেমন ক'রে জানলেন ?

কল্যাণী । কুশদুর্গের সহকারী দুর্গাধিপতি এইমাত্র জানতে এসেছিলেন, কি অপরাধে অকস্মাৎ তাঁর হাত থেকে দুর্গরক্ষার ভার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ?

রণলাল । সর্দ্দারকে কি কত্‌লুপুর-দুর্গে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া হয় নি মা ?

কল্যাণী । হ'লেই বা কি হবে ? এতক্ষণ হয়তো কত্‌লুপুর-দুর্গ শত্রুর করতলগত !

রণলাল । মহারাজ কি আদেশ দিলেন ?

কল্যাণী । মহারাজ বললেন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর—বিপদবারণের ইচ্ছায় সব বিপদ কেটে যাবে ।

অপর্ণা । চন্দন কোথায় ? চন্দন—চন্দন !

চন্দনের প্রবেশ ।

চন্দন । কি দিদি, আমায় ডাকছো কেন ?

অপর্ণা । তোর সেই ঘোড়াটা চন্দন ! এখনি তৈরী চাই,—

আমাদের কত্‌লুপুর দুর্গে যেতে হবে। যা শীগগির, আমি তোরণ-পার্শ্বে তোর অপেক্ষা কর্‌বো।

[চন্দনকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

রণলাল। যেও না—যেও না অপর্ণা! এ অসমসাহসিকতার পরিণাম কি, তা জানো?

অপর্ণা। [যাইতে যাইতে] জানি প্রভু, মৃত্যু! আমি মৃত্যুই চাই—

[চন্দন ও অপর্ণার প্রস্থান।

রণলাল। আমিও নিশ্চিন্ত হ'যে থাকৃতে পার্‌বো না মা! আমাকেও যেতে হবে—

কল্যাণী। যাবে? যাও—বাধা আমি কাকেও দেবো না। তবে পুরীরক্ষা—যাক্, সে ভাবনা ভাব্‌তে হবে না। নারায়ণের মনে যা আছে, তাই হবে; রাখ্‌তে হয়, তিনিই রাখ্‌বেন।

হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। ঠিক বলেছ রাণি, রাখ্‌তে হয় নারায়ণ রাখ্‌বেন। মিছে কেন আমরা ভেবে মরি? নাম সঙ্কীর্ত্তন কর—সবাই মিলে প্রাণ খুলে নাম সঙ্কীর্ত্তন কর, বিপদবারণ শ্রীহরি সকল বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বেন। কিসের চিন্তা রণলাল? কিসের ভাবনা? নাম সঙ্কীর্ত্তন কর! বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

রণলাল। ও নামটা আপনিই নিন মহারাজ! আমি মহাপাপী, বরং একবার অস্ত্রের ধারটা পরীক্ষা করি। বিপদের খাঁড়া মাথার উপর ঝুল্‌ছে, একটা ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তও আমি বৃথা নষ্ট কর্‌তে পার্‌বো না।

[বেগে প্রস্থান।

হাম্বীর। দেখ্‌লে রাণি, কেউ আমার কথায় কান দিলে না। সবাই মনে করে আমি উন্মাদ হয়েছি। যদি এই নাম-সুধাপানে উন্মাদ হ'তে পারতুম? কিন্তু কৈ? এখনও তো তা হয় নি। এখনও বুঝ্‌তে পারছি কল্যাণি, তুমি আমার আদরিণী পত্নী—আমি তোমার স্বামী। এখনও তো আমি আমার আমিত্বটুকু শ্রীহরির চরণে অর্পণ ক'রে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হ'তে পারি নি কল্যাণি! গুরু! গুরু! শিখিয়ে দাও প্রভু আমায় মুক্তির মন্ত্র। নামে আমায় পাগল ক'রে দাও—পাগল ক'রে দাও!

শ্রীনিবাসের প্রবেশ।

শ্রীনিবাস। আক্ষেপ ক'রো না বৎস! মদনমোহনের কৃপায় তোমার কোন সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না। করুণানিদান তোমায় করুণা করবেন।

হাম্বীর। বলুন প্রভু, কতদিনে আমার ইষ্টদেব মদনমোহনের দেখা পাবো?

শ্রীনিবাস। সে শুভ দিনও সমাগত বৎস! যাজিগ্রাম যাবার পথে বৃষভানুপুর গ্রামে এক পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহে তোমার অন্তরের ইষ্টদেবতা মদনমোহনের বিগ্রহ অবস্থান করছেন, তুমি সেই বিগ্রহ নিয়ে এসে মল্লভূমিতে প্রতিষ্ঠা কর—তোমার আশা পূর্ণ হবে।

হাম্বীর। শুন্‌লে রাণি! আর আমি অপেক্ষা করতে পারবো না; বিগ্রহ আন্‌তে আজই যাত্রা করবো—তুমি আমার যাত্রার আয়োজন ক'রে দাও।

কল্যাণী। কিন্তু মহারাজ! বিপদের মেঘ ঘনীভূত—দ্বারে শত্রু, এ অবস্থায় আপনি কেমন ক'রে রাজধানী ত্যাগ করবেন?

হাম্বীর। বিপদ? কিসের বিপদ? বিপদবারণ শ্রীহরি আমায় ডাক দিয়েছেন, আমার আবার বিপদ কি? জয় মদনমোহন—জয় মদনমোহন—

[বেগে প্রস্থান।

কল্যাণী। কি হবে গুরুদেব?

শ্রীনিবাস। বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকো মা! জয় মধুসূদন—জয় মধুসূদন—জয় মধুসূদন!

[প্রস্থান।

কল্যাণী। বিপদভঞ্জন মধুসূদন! এ বিপদে রক্ষা কর প্রভু!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কত্‌লুপুর—দুর্গতোরণ।

সসৈন্য সুধীরথের প্রবেশ।

সুধীরথ। ব্যস্‌! সব বাধা একে একে সরিয়েছি, কত্‌লুপুর দুর্গ এখন আমার সম্পূর্ণ করতলগত—আর আমায় পায় কে? মল্লভূমির সিংহাসন এইবার আমার হবে। কত্‌লুপুর-দুর্গজয়ের অর্থ মল্লভূমির অর্দ্ধেক শক্তি পর্য্যুদস্ত। বীর হাম্বীর! এইবার আমি তোমায় দেখে নেবো; আমার এ দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে বাধা দিতে একজনও নেই—একজনও নেই—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চিমনলালের প্রবেশ।

চিমনলাল। তোমায় বাধা দিতে শত্রু মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌বে সুধীরথমল্ল! দুর্গজয় এখনও সুদূরপরাহত।

সুধীরথ। কে—বৃদ্ধ দস্যু চিমনলাল? তুমি এসে পড়েছ? মরণের পাখা উঠেছে তোমার, তাই নির্ব্বোধ পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে এসেছ। তোমার কামনা অপূর্ণ রাখবো না চিমনলাল! চিরশান্তিময় মৃত্যু দিয়ে তোমার আশা পূর্ণ করবো। সৈন্যগণ! আক্রমণ কর, তোমাদের সমবেত শক্তির কাছে একা ঐ বৃদ্ধ সর্দ্দার, তাকে নখে টিপে মারো।

চিমনলাল। চিমন সর্দ্দার বৃদ্ধ হ'লেও তার বজ্রমুষ্টি এখনও শিথিল হয় নি বিশ্বাসঘাতক!

[সৈন্যগণ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সুধীরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দুর্গ প্রবেশের আর কোন বাধা নেই —এইবার আমি সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক।

যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। পথের কাঁটা এখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নি পিতা! তোমার পিতৃদ্রোহিণী কন্যা এখনও মরে নি।

সুধীরথ। কে? অপর্ণা—তুই? পিতৃদ্রোহিণি! মরতে এসেছিস্ কেন? যা—যা, ফিরে যা—

অপর্ণা। মৃত্যু ভিন্ন এ অন্তরের দাহ যে নিভবে না বাবা! তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি মরণ-কামনা নিয়ে। দাও—মৃত্যু দাও!

সুধীরথ। না—না, পার্‌বো না,—পার্‌বো না আমি স্বহস্তে কন্যাকে বধ কর্‌তে। যা—যা, যদি ভাল চাস্, এখান থেকে যা।

অপর্ণা। ভাল? কি ভাল আর চাইবো বাবা? কি ভাল আর কর্‌বে তুমি? জীবনের প্রভাত থেকে ভাল ক'রে আস্‌ছো, যে ভালর জন্য আজ গৃহ থাক্‌তে গৃহহারা—পিতা বর্ত্তমানে পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিতা অভাগিনী—পরের একবিন্দু করুণার প্রার্থিনী। আর তুমি কি ভাল কর্‌বে বাবা? শেষের ভাল কর—আমায় মৃত্যু দাও, আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হোক্।

সুধীরথ। না—না, আমি তা পার্‌বো না, তুই যা—তুই যা—

অপর্ণা। তোমায় পার্‌তেই হবে বাবা! আমি বেঁচে থাক্‌তে আমি তোমায় দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে দেবো না।

সুধীরথ। দিবি না? বেঁচে থাক্‌তে দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে দিবি না? তবে কি—তবে কি নিজের হাতে কন্যাকে বধ কর্‌তে হবে?

অপর্ণা। তা ছাড়া অন্য উপায় যে নেই বাবা!

সুধীরথ। উপায় নেই?—উপায় নেই? কিন্তু কত্‌লুপুর-দুর্গ আমি চাই!

অপর্ণা। ঐ উদ্যত অস্ত্র কন্যার বুকে বসিয়ে দিতে তবে আর ইতস্ততঃ কর্‌ছো কেন বাবা?

সুধীরথ। দুর্গজয়ের আশা আমি কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না, তার জন্য যদি কন্যাহত্যা কর্‌তে হয়—

[সহসা কোথা হইতে একটি তীর আসিয়া অপর্ণার
বুকে বিদ্ধ হইল, অপর্ণা আর্ত্তনাদ করিয়া
ভূপতিত হইল।]

সুধীরথ। কোন্ অদৃশ্য বন্ধু আমায় কন্যাহত্যা মহাপাতক থেকে রক্ষা ক'রে আমার দুর্গ প্রবেশের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দিলে? হে অদৃশ্য বন্ধু! আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রইলুম। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবো সেই দিন, যেদিন বস্‌বো আমি আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত ওই মল্লভূমির সিংহাসনে—[প্রস্থানোদ্যত]

ধনুর্ব্বাণহস্তে বেগে রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। কে আর্ত্তনাদ করলে—কে আর্ত্তনাদ করলে? তবে কি মানসিক চাঞ্চল্যে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে? বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে আঘাত করতে গিয়ে এ আমি কাকে আঘাত করলুম—!

সুধীরথ। যাকে আঘাতের প্রয়োজন ছিল, তাকেই আঘাত করেছ তুমি; আমার পথ মুক্ত ক'রে দিয়েছ—আমি তোমায় পুরস্কৃত করবো বন্ধু!

অর্পণা। স্বামি!—

রণলাল। পুরস্কার?
আশাতীত পুরস্কার
ঘটিয়াছে ভাগ্যে মোর,
এর অধিক কিবা পুরস্কার
তুমি দিবে মোরে?
প্রভুদ্রোহি বিশ্বাসঘাতক!
তুমি চিরদিন ধরেছিলে
তীক্ষ্ণ অস্ত্র বধিতে কন্যায়,
সে সাধ তোমার আমি পূরায়েছি—
হানিয়াছি বিষদিগ্ধ শর

অভাগিনী অর্পণার বুকে।
ওঃ—কি করেছি—কি করেছি!

সুধীরথ। কে তুমি?

রণলাল। জামাতা।

সুধীরথ। কার?

রণলাল। কন্যাঘাতী পাষণ্ড দস্যুর।

সুধীরথ স্তব্ধ হও রে নির্বোধ!

রণলাল। ঘুমাও—ঘুমাও দেবি, মহানিদ্রা-কোলে,
আমি লবো প্রতিশোধ তোমার হত্যার।
গেছে দুর্গ, যাক্,—নাহি ক্ষতি তায়,
লুপ্ত হোক্ স্বাধীনতা চিরতরে
এ মল্লভূমির!
সকল বন্ধন মোর কেটেছে যখন
অর্পণার জীবনের সাথে,
তবে আর কেন?—
আর কেন প্রতিহিংসা অপূর্ণ রহিবে?
এই তীক্ষ্ণ শরে উপাড়িয়া
কন্যাঘাতী পাপিষ্ঠের হৃদ্‌পিণ্ডখান
খাওয়াইব শৃগাল কুক্কুরে,
পূর্ণ হবে তবে প্রতিহিংসা মোর।

[ধনুকে শর যোজনা করিয়া কি ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলেন।]

একি! শ্লোথ মোর করযুগ,
বাহুর অদম্য শক্তি কে নিল হরিয়া?
ওই মৃত্যুচ্ছায়া অঙ্কিত ললাট

প্রিয়তমা অপর্ণার ;
ঐ মরণ-যন্ত্রণা-কাতর
সকরুণ আঁখি দুটি যেন চাহি মোর পানে
কহিতেছে নীরব ভাষায়—
"ওগো প্রিয়তম! সম্বর—সম্বর শর,
মৃত্যু দিয়ে পিতারে আমার
পাবে না আমায় ফিরে!
আমি দিয়েছিনু বুক পেতে
উদ্যত কৃপাণমুখে তাঁর,
তুমি কেন চাও প্রতিশোধ নিতে?
কর আত্মসমর্পণ,
তাতে যদি হয় গো মরণ,
আসিবে আমার ঠাঁই—
রবো আমি আকুল আগ্রহে
প্রতীক্ষায় তব।"
তাই হোক্—তবে তাই হোক্।
শোন কন্যাঘাতি, তুমি অপর্ণার পিতা,
তব অঙ্গে অস্ত্রাঘাত
কন্যার নিষেধ তব।
এই আমি ত্যজিলাম ধনুর্ব্বাণ।

[ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ]

সুধীরথ। 　কে আছ? শৃঙ্খল—

রণলাল। 　ক্ষান্ত হও হে বিজয়ি,
স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব আমি করিনু স্বীকার।

নাহি ভয়, পলাইতে শক্তি নাই,
নাহিক লালসা।
ছুটি দণ্ড ভিক্ষা দাও মোরে,
স্বহস্তে সাজায়ে চিতা
তুলে দিই সোনার প্রতিমা।
তারপর ফিরে আসি স্ব ইচ্ছায়
পরিব শৃঙ্খল।

[অপর্ণার মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

সুবীরথ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। আমার উদ্দেশ্য সাধনে যে বাধা দেবে, পরমাত্মীয় হ'লেও আমার অস্ত্র এমনি ক'রেই তার বক্ষ ভেদ করবে।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। মহারাজ! কোথা হ'তে মুহুর্মুহুঃ বিষাক্ত শর ছুটে আসছে –

সুবীরথ। কার শর?

সৈনিক। কাউকে দেখছি না, শুধু এক বালক দুর্গময় হাওয়ার মত ছুটে বেড়াচ্ছে—কেউ তার নাগাল পাচ্ছে না।

সুবীরথ। অপদার্থ সব! চল—আমি যাচ্ছি—

[সৈনিক সহ প্রস্থান।

চন্দন। [নেপথ্যে] দিদি। দিদি।

রণলাল। [নেপথ্যে] নেই—নেই—

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্মশান।

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। মরেছ দিদি? বেশ করেছ। বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই বুঝি ভাল! সংসার বড খারাপ জায়গা, এখানে আবার মানুষ থাকে? বেশ করেছ! কিন্তু আমায় তো কিছু ব'লে গেলে না! আমি যে তোমার ছোট ভাই! দু'জনে একসঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি, একসঙ্গেই মর্‌বো। আমায় নাও দিদি—আমায় নাও!

রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। ফিরে এসো—ফিরে এসো, প্রিয়তমা মোর,
দুঃসহ এ দাহ আর পারি না সহিতে।
কথা কও—একবার কথা কও!
না—না, জাগিও না—কহিও না কথা,
পৃথিবীর বিষাক্ত বাতাস হ'তে
দূরে—দূরে—আরও দূরে
অনন্ত নিদ্রার কোলে রহ ঘুমাইয়া।

চন্দন। রণদাদা!

রণলাল। চুপ! চুপ! ঘুম ভেঙ্গে যাবে—ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌বে। কত জ্বালায় জ্বল্‌ছে জানিস্? পিতা চেয়েছে তার মৃত্যু—স্বামী হেনেছে তার বুকে তীক্ষ্ণ শর।

চন্দন। তুমি? আমার দিদিকে তাহ'লে তুমি হত্যা করেছ?

রণলাল। আমি? সত্যই কি আমি? না—না, আমি নই—সুধীবথমল্ল; না—তারও কোন হাত ছিল না, আমারও কোন শক্তি ছিল না। গুরু শ্রীনিবাস কি বলেছিল জানিস্? রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? সেই নিষ্ঠুর, সেই দয়াল, সেই সর্ব্বশক্তিমানই দায়ী, আমি উপলক্ষ্য। ওই দেখ্, কি বল্‌ছে তোর দিদি, কান পেতে শোন্।

চন্দন। দাদা! আমার দিদিকে তুমি কেবল বিয়েই করেছিলে, ভালবাস নি।

রণলাল। বাসি নি? তবে আমার বুকটা এমন ক'চ্ছে কেন? কেন একজনের অভাবে পৃথিবীটা এমন শূন্য হ'য়ে গেল? অপর্ণা! অপর্ণা—

শৃঙ্খলহস্তে দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

রণলাল। একি, কে তোমরা? কেন এ নীরব শ্মশানের শান্তিভঙ্গ কর্‌ছো? ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—আমি প্রতিশ্রুত।

১ম সৈনিক। স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর্‌বে না বলপ্রয়োগ কর্‌তে হবে?

রণলাল। কিছুই কর্‌তে হবে না, প্রতিমার নিরঞ্জন হ'য়ে গেছে—আমি প্রস্তুত। কিন্তু এখানে নয়; এখানে আমায় বন্দী কর্‌লে শ্মশানের ছাইগুলো কেঁদে উঠ্‌বে। চল—একটু আড়ালে চল। না—না, কি জানি, মন বড় অবিশ্বাসী। এই আমি হাত বাড়িয়েছি—কর বন্দী। পার যদি—অনুরোধ কর্‌ছি, আমায় হত্যা কর—এইখানে—এই শ্মশানে।

১ম সৈনিক। সে কাজটা মহারাজই করবেন। [রণলালকে বন্দী করিল।]

চন্দন। কি, রণদাদা বন্দী?

রণলাল। চুপ! চুপ! তোর দিদি শুনতে পাবে। অপর্ণা! আমার অপেক্ষায় ব'সে আছ তুমি? আমি আস্‌ছি—

১ম সৈনিক। তুই এই ছোঁড়াটাকে বেঁধে নিয়ে আয়—

[রণলালকে লইয়া প্রস্থান।

২য় সৈনিক। এই ছোঁড়া!

চন্দন। যা—যাঃ!

২য় সৈনিক। "যা—যা" মানে?

চন্দন। মানে আবার কি? তোর রাজাকে আস্‌তে বল্‌।

২য় সৈনিক। ভেড়ের ভেড়ে বলে কি?

চন্দন। সোজা কথাই তো বল্‌ছি। আমি যার তার হাতে বন্দী হবো না—রাজাকে আস্‌তে হবে।

২য় সৈনিক। তবে রে—[অগ্রসর]

চন্দন। এই—এগুস্‌ নি বল্‌ছি, চড় খেয়ে মরবি।

[সৈনিক অগ্রসর হইল, চন্দন তাহার ছুই পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া পিছে আসিয়া সৈনিকের পিঠে এক গুঁতা মারিল।]

২য় সৈনিক। ওরে বাবা—একি ছেলে রে বাবা!

সুধীরথের প্রবেশ।

সুধীরথ। এখনো এই শিশু-সয়তানকে জীবিত রেখেছ? বন্দী কর—বন্দী কর।

২য় সৈনিক। মাপ করুন মহারাজ! এই তুচ্ছ বালককে বন্দী করতে আমার লজ্জা হ'চ্ছে; ও আমি পারবো না।

সুধীরথ। দূর হও!

[শৃঙ্খল রাখিয়া সৈনিকের প্রস্থান।

সুধীরথ। বালক! তুমি বিষাক্ত শরে আমার অনেকগুলো সৈন্যকে হত্যা করেছ, আজ তার প্রতিশোধ।

চন্দন। তুমি আমার দিদির বাবা? সুধীরথমল্ল তোমার নাম? তোমার অনেক কীর্ত্তির কথাই শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি যে একটা মানুষ এত ভয়ানক হ'তে পারে। আজ মনে হ'চ্ছে, তুমি সবই পার। তুমি যখন নিজের মেয়েকেই মারতে পার, তখন তোমার অসাধ্য কিছুই নেই।

সুধীরথ। বালক!

চন্দন। করলে কি ঘাতক! এমন রত্ন হাতে পেয়ে ডালি দিলে?

সুধীরথ। স্তব্ধ হও বাচাল!

চন্দন। এত পাপী তুমি, নরকেও তোমার ঠাঁই হবে না, তবু কেন জানি না, তোমাকে বড় ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি আমার দিদির বাবা, তোমাকে একটা প্রণাম করি।

সুধীরথ। বালক! ছলনায় সুধীরথমল্ল ভোলে না। তুমি আমার অনেক অনিষ্ট করেছ, এই মুহূর্ত্তে তোমায় আমি যমালয়ে প্রেরণ করবো।

চন্দন। এসো—মরতে আমার একটুও দুঃখ নেই। আমি কে, তাই আমি জানি না। কারও কাছে কখনো একটু মিষ্টি কথা শুনি নি, শুধু পেয়েছিলুম দিদির কাছে জীবনের যা কিছু কামনা।

সেও যখন চ'লে গেল, আমি আর বাঁচতে চাই নে। যে মুহূর্ত্তে তার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমি অস্ত্রত্যাগ ক'রে মরবার জন্য তৈরী হ'য়ে আছি।

সুধীরথ। দাঁড়া তবে, এই তরবারি তোর বুকে আমূল বিঁধিয়ে দেবো।

[চন্দন বুক ফুলিয়া দাঁড়াইল, সুধীরথ তরবারি বিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।]

সুধীরথ। বালক! তুমি আমার পরম শত্রু, কিন্তু তোমার মুখখানি বড় সুন্দর!

চন্দন। তাই হাত কাঁপ্‌ছে, না? বনের পশু, তোমার আবার মায়া!

সুধীরথ। সাবধান প্রগল্‌ভ বালক!

চন্দন। বেঁধাও তরবারি!

সুধীরথ। কি আশ্চর্য্য! এই হাতে কত শিশু যুবা বৃদ্ধ প্রাণ দিয়েছে, মনটা একটুও টলে নি; আজ কেন হাত কাঁপ্‌ছে? বালক! তুমি কি যাদু জান? তুমি কে? তুমি কে?

চন্দন। সর্ব্বহারা।

সুধীরথ। পরম শত্রু তুমি, তবু তুমি শিশু। জীবনে যা কখনো করি নি, তোমার জন্য আমি তাও করতে পারি, যদি তুমি অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমাভিক্ষা কর।

চন্দন। ক্ষমা? পাপীর কাছে ক্ষমা?

সুধীরথ। বেঁচে যাবে।

চন্দন। চাই না বাঁচ্‌তে।

সুধীরথ। অর্থ দেবো।

চন্দন। চাই না অর্থ।

সুধীরথ। আশ্রয় পাবে।

চন্দন। যমের কাছে, তোমার কাছে নয়।

সুধীরথ। বিষধর সর্প! তবে এই আঘাতেই তোমার ভবলীলা শেষ হোক্। [আঘাতের নিষ্ফল উদ্যোগ] না, কোথায় যেন বাধে—কে যেন কাঁদে—কি এক দুর্ব্বার শক্তি এসে হাত চেপে ধরে। তবু মায়াবি শিশু! তোমায় আমি ক্ষমা কর্‌বো না— [শৃঙ্খলিত করিলেন।] আমার হাতে মৃত্যুর গৌরব তোমায় আমি দেবো না, তোমার মৃত্যু হবে ঘাতকের নিষ্ঠুর খড়্গে। কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ।

সুধীরথ। নিয়ে যাও।

চন্দন। দিদি! আব একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি।

[রক্ষিসহ প্রস্থান।

সুধীরথ। স্নেহ! এখনও স্নেহ আছে? ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করেছি, কন্যাকে হত্যা করেছি, তবু স্নেহ উঁকি মারে? বুক ভেঙ্গে ফেল্‌বো। ঐ যে চিতাভস্ম—ওইখানে কি হৃদয়ের সব স্নেহ নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি? [নিজের অজ্ঞাতেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন] আর তো কেউ নেই! আমি একা—আমি একা—হাঃ-হাঃ-হাঃ! [নিজের অট্টহাসিতে নিজেই চমকিয়া উঠিলেন।] কে কাঁদে? পেছন থেকে কে টানে? কে যেন বল্‌ছে—আমি আছি। একি! চিতাভস্ম ন'ড়ে উঠেছে—সহস্র চক্ষু মেলে আমার দিকে চেয়ে আছে। অপর্ণা—অপর্ণা!

ফকিরের বেশে গোলাম মহম্মদের প্রবেশ।

গোলাম। হিন্দু মহীয়সী নারীর এই শ্মশানচিতায় আমি যদি কুসুমগুচ্ছ দিয়ে যাই, শ্মশান কি অপবিত্র হবে?

সুধীরথ। না; কিন্তু কে আপনি হজরৎ?

গোলাম। আমি সন্তান, আজ আর আমার অন্য পরিচয় নেই।

সুধীরথ। কিন্তু আপনাকে যে পরিচিত ব'লে মনে হ'চ্ছে।

গোলাম। সুধীরথমল্ল!

সুধীরথ। [আশ্চর্য্যে] কে—গোলাম মহম্মদ?

গোলাম। চুপ! চুপ! ও পরিচয় মুছে ফেলে দিয়েছি। আজ আমি শুধু সন্তান। হিন্দু নেই—মুসলমান নেই, জগতের যত নারী, সবার মধ্যেই আমি আজ মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। কে আমাকে ঘরছাড়া ক'রে লক্ষ লক্ষ মাতৃমূর্ত্তিতে দিকে দিকে আকর্ষণ ক'চ্ছে জান? এই নারী। সুধীরথমল্ল! তুমি চিনির বোঝা ব'য়েই মরেছ, চিনির স্বাদ পেলে না।

সুধীরথ। শক্তির পূজারী নবাব-সেনাপতি গোলাম মহম্মদের এই বৈরাগ্যের কারণ?

গোলাম। শক্তির অহঙ্কার আর আমার নেই সুধীরথমল্ল! আজ আমি মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছি। এক মহীয়সী নারী আমায় শিখিয়ে দিয়েছে, শক্তি বাহুতে নয়—ঐশ্বর্য্যে নয়, শক্তি ধর্ম্মে; তাই এই দীন ফকিরের পথ বেছে নিয়েছি।

সুধীরথ। কোথায় ছিলে এতদিন?

গোলাম। অনেক দিন বনে-জঙ্গলে পশুর সঙ্গে ছিলাম; দেখ্‌লাম, মানুষের চেয়ে পশু অনেক ভাল। তারা সোজাসুজি শত্রুতা করে, বন্ধুত্বের মুখোস প'রে ছোবল মারে না। মাঝে মাঝে

লোকালয়ে আসি, প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, আবার চ'লে যাই সেই হিংস্র পশুদের মাঝখানে।

সুধীরথ। ফিরে এসো গোলাম মহম্মদ! দেখবে এসো, আজ আমি সমস্ত শত্রুদল পরাজিত করেছি।

গোলাম। কিছুই কর নি মূর্খ! তুমি নিজেই পরাজিত।

সুধীরথ। পরাজিত?

গোলাম। পরাজিত আর কাকে বলে সুধীরথমল্ল? বরাবর ঘা খেয়েও যে অন্তরের শত্রুকে দমন করতে পারলে না, সে যদি জয়ী, তবে পরাজিত কে? ঘরে ছিল তোমার স্পর্শমণি, তার স্পর্শে লোহ সোনা হ'য়ে গেল, আর তুমি র'য়ে গেলে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সুধীরথ। গোলাম মহম্মদ!

গোলাম। সুধীরথমল্ল! একদিন তোমার দোস্তি ছিল আমার পরম সম্পদ্। আজ কি মনে হ'চ্ছে জানো? তোমার মত ঘৃণিত নরকের কীট জগতে আর দুটি নেই। তুমি সহধর্ম্মিণী পত্নীকে ত্যাগ করেছ—নিজের কন্যাকে পর্য্যন্ত মৃত্যু দিয়েছ,—আর সে এমন কন্যা, বেহেস্তেও যার তুলনা মেলে না। তুমি হতভাগ্য—তুমি শয়তান—তুমি মহাপাপী, তোমার ছায়া স্পর্শ করাও মহাপাপ।

সুধীরথ। যাও—যাও।

গোলাম। যাচ্ছি—চিরদিনের মত বাংলাদেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। যাবার পূর্ব্বে আমার মাকে একবার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে যাই।

সুধীরথ। ভুল করলে গোলাম মহম্মদ! এর পর ভুল সংশোধন করতে এলে আর কোন ফল হবে না।

[প্রস্থান।

গোলাম। [সন্তর্পণে চিতার উপর পুষ্পগুচ্ছ রক্ষা করিলেন।]

ঘুমিয়েছ, ঘুমোও; কিন্তু চিরদিন ঘুমিয়ে থেকো না; আবার এসো মা বাঙ্গালীর ঘরে বরাভয় মূর্ত্তি নিয়ে। নারীর সম্ভ্রম নিয়ে পুরুষ যখন ছিনিমিনি খেল্‌বে, পশুহস্তে লাঞ্ছিতা অসহায়া বাঙ্গালী নারী যখন চোখের জলে বুক ভাসাবে, তখন তুমি এসো মা বাংলার ঘরে ঘরে, তুমি জেগে উঠো মা নারীর অন্তরে অন্তরে দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী মহিষমর্দ্দিনীরূপে। দুষ্টের দলনে, শিষ্টের পালনে, অসহায়ের অশ্রুমোচনে তোমার অদৃশ্য হাতখানি চিরদিন যেন নিয়োজিত থাকে।

[পুনঃ পুনঃ সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৃষভানুপুর—সনাতন শর্ম্মার বাটী।

বেদীর উপর মদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত, বিগ্রহ সম্মুখে প্রেমানন্দ গাহিতেছিল, একজন দেবদাসী নৃত্যছন্দে আরতি করিতেছিল।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

তব কটিতটে কে পরালে ধটি,
কে দিয়েছে তা রাঙিয়া।
আবরিল কেবা শ্যামতনু খানি
পরায়ে রঙিন আঙিয়া॥

কেবা পরায়ে দিল—
অমন সুশ্যাম সুন্দর, তনু মনোহর,
কেন আঙিযায় তা ঢাকিয়া দিল—
যেন নীল নভোতলে, রাঙ্গা মেঘদলে,
সঞ্চারি শোভা ধরিল ভুবন আলো করিয়া॥
তব রাঙ্গা চরণে বাজত নূপুর,
কমলদলে ভ্রমর গুঞ্জর,
শিরে শিখিচূড়া হেলত বামে আছে মোহন ঠামে বাঁকিয়া॥

[প্রস্থান ; পরে দেবদাসীর প্রস্থান।

সনাতন ও হাম্বীরের প্রবেশ।

সনাতন। আমার অন্তর-দেবতা গৃহ আলোকরা মদনমোহনকে দেখ্‌তে চান? এ তো আমার সৌভাগ্য! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্—

হাম্বীর। শুধু দেখা নয় ব্রাহ্মণ! যদি তোমার অন্তরের দেবতা আর আমার অন্তরের দেবতা এক হন, তাহ'লে—

সনাতন। তাহ'লে বলুন অতিথি, আমায় কি কর্‌তে হবে?

হাম্বীর। তাহ'লে আমায় একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, অন্যথায় আমি তোমার আতিথ্যগ্রহণ কর্‌বো না।

সনাতন। সে কি কথা? আতিথ্যগ্রহণ কর্‌বেন না কি? যখন অতিথিরূপে দীন ব্রাহ্মণের গৃহে পদার্পণ করেছেন, তখন মহান্ অতিথিকে বিমুখ হ'তে দেবো না। জানেন না কি, অতিথির সেবাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম? সেই মহান্ অতিথিকে বিমুখ ক'রে আমি কি ধর্ম্মে পতিত হবো? না—তা আমি কখনই পার্‌বো না।

হাম্বীর। তবে প্রতিশ্রুতি দিন—

সনাতন। আপনি যেই হোন, আজ আপনি আমার অতিথি;

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার প্রার্থনা আমি পূর্ণ কর্‌বো। বলুন আপনি কি চান?

হাম্বীর। আমি ভিক্ষা চাই, তবে আমার ভিক্ষা যে-সে ভিক্ষা নয় ব্রাহ্মণ, একটু উঁচুদরের।

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

নিত্য কত শত শত দীন ভিখারী যার দুয়ারে।
সে নিয়েছে ভিক্ষার ঝুলি, এসেছে আজ পরের দ্বারে॥
সে যে নিজে নয়কো ছোটো,
আশাটি তার নয়কো খাটো,
যার ভাবে সে আপনহারা, আজকে চায় সে ভিক্ষা তারে॥

[প্রস্থান।

হাম্বীর। আমায় ভিক্ষা দেবেন ব্রাহ্মণ?

সনাতন। বুঝতে পেরেছি আপনি সাধারণ ভিক্ষুক নন, তবু আজ আমার অতিথি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনাকে ভিক্ষা দেবো, আগে মদনমোহন দর্শন করুন—

হাম্বীর। ভিক্ষা দেবে? তা হ'লে দেখাও ব্রাহ্মণ, কোথায় তোমার মদনমোহন?

সনাতন। এই যে ভিক্ষুক! দেখ তোমারই সম্মুখে আমার অন্তরের দেবতা মদনমোহন—

হাম্বীর। ওই মদনমোহন?
আহা-হা, কি রূপ! কি রূপ!

ধ্যানের ধারণা সেই অন্তর দেবতা মোর!
সেই নবজলধর সুশ্যাম সুন্দর,
অধরে মুরলীধরা, বঙ্কিম নয়ন,
রাধিকারঞ্জন গোপীজন মনোহরা!
সেই ক্ষীণ তটি, পরা পীত ধটি,
অধরে মধুর হাসি,
সেই ভুবনমোহন রূপ অতুলন
শারদ পূর্ণিমা শশী!
সেই কোটি চাঁদ চরণ-নখরে,
চরণকমলে ভ্রমর গুঞ্জরে,
ডাকে 'রাধা' রাধা' বাঁশরীর স্বরে!
বৃন্দাবনে বনমালী সেই নটবর
আমার শ্রীধর
ডেকেছেন মোরে দেখা দিবে বলি!
ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও!

সনাতন। বল প্রার্থি, কিবা চাহ তুমি?

হাম্বীর। দাও—দাও হে ব্রাহ্মণ,
হৃদয়ের ধন ওই মদনমোহন!
চিরদিন দাস হ'য়ে সেবিব চরণ।

সনাতন। তাই দেবো—তাই দেবো অতিথি, আগে আমার এই পর্ণকুটিরে আতিথ্যগ্রহণ করবেন আসুন।

হাম্বীর। জয় মদনমোহন! জয় মদনমোহন!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কত্‌লুপুর দুর্গপ্রাঙ্গণ—বিচারমণ্ডপ।

বিচারাসনে সুধীরথ বসিয়াছিল, উভয় পার্শ্বে রক্ষি-বেষ্টিত ও শৃঙ্খলিত বন্দীগণ; দক্ষিণপার্শ্বে রণলাল ও শৃঙ্খলিত চন্দন দাঁড়াইয়াছিল এবং বামপার্শ্বে বিক্ষতদেহ চিমনলাল দাঁড়াইয়াছিল।

সুধীরথ। আগেই বলেছি, মল্লভূমি আক্রমণের পূর্ব্বেই আমি বিচার করতে চাই এই সব বন্দীদের।

চিমন। বিচার? আর বিচারের ভাণ কেন সয়তান? তোমার নৃশংস হত্যালীলা দেখাতে চাও—দেখাও! শুধু শুধু বিচারের ভাণ ক'রে নিজের সাধুতা সপ্রমাণ করবার কোন প্রয়োজন নেই।

সুধীরথ। হ্যাঁ—বিচার প্রয়োজন দস্যুসর্দ্দার! তুমি—তোমারই ষড়যন্ত্রে মল্লভূম-অধিপতি রাজাধিরাজ সুরথমল্ল রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে আজ বৃন্দাবনবাসী। তোমারই ষড়যন্ত্রে পবিত্র মল্লভূমির রাজবংশ কলঙ্কিত। মানের দায়ে, প্রাণের দায়ে বিপন্ন দাদা আমার হীন দস্যুহস্তে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন; তার ফলেই হীন দস্যু আজ মল্লভূমির অধীশ্বর। তোমাদেরই প্ররোচনায় দাদা আমায় বঞ্চিত ক'রে মল্ল-ভূমির রাজ্যপাট তুলে দিয়েছিলেন এক দস্যুর করে। এতখানি অন্যায়—এতটা অবিচার—এতদূর অত্যাচারের আজ যোগ্য শাস্তি নিতে হবে দস্যু!

চিমন। অবিচার অত্যাচার কাহার অধিক
ন্যায়বান্ রাজভ্রাতা?
তোমার না আমার?
মনে পড়ে অতীতের কথা?
ষড়যন্ত্র করি দুই ভ্রাতা,
রাজ-অন্নে পালিত বর্দ্ধিত
কৃতঘ্ন কুক্কুর দুইজনা
রাজারে আহ্বান করি আপনার গৃহে
বিষদানে বধিলে তাহারে,
তারপর নিষ্কণ্টকে নিজ সহোদরে
বসাইলে সিংহাসনে।
পিতৃ-মাতৃহীন রাজার কুমারে
কেড়ে নিয়ে ধাত্রী-অঙ্ক হ'তে
করেছিলে কতই প্রয়াস
বধিতে তাহারে,
কিন্তু ঈশ্বর রাখেন যারে,
কে তারে মারিতে পারে?
তাই বিধাতৃ-ইচ্ছায় সেই ক্ষুদ্র শিশু
অধিষ্ঠিত আজি মল্লভূম-সিংহাসনে।
প্রভুদ্রোহি রাজদ্রোহি কৃতঘ্ন অধম!
দস্যুতা কাহার?
তোমার না আমার?
অত্যাচারী কেবা?
তুমি না আমি?

কার শাস্তি প্রয়োজন?
তোমার না আমার?

স্বধীরথ। মিথ্যাবাদি! প্রবঞ্চক!
উপকথা করিয়া রচনা
বাক্‌পটুতায় নিজ
সবারে ভুলাতে চাও?
সাক্ষী কেবা? সমর্থন কে করিবে
এ অলীক উপকথা তব?

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। আমি সাক্ষী,
আর সাক্ষী জগতের পতি।
তুই!—চিনিয়াছি তুই সে রাক্ষস—
এই বুক থেকে নিয়েছিলি ছিনাইয়া
দুঃখিনীর হৃদয়ের নিধি।
সেই দিন—সেইক্ষণ হ'তে
সর্ব্বহারা অনাথিনী
ফিরিতেছি পাগলিনী সমা।
ওরে, দে—ফিরে দে আমায়
দুঃখিনীর নয়নের মণি,
মণিহারা ফণী
কতক্ষণ ধরিবে জীবন আর?

স্বধীরথ। ভাল সাক্ষী আনিয়াছ
চতুর সর্দ্দার!

চমৎকার খেলেছ চাতুরী!
পথের কুক্কুরী এক
উন্মাদিনী নারী
আসিয়াছে ইঙ্গিতে তোমার!
চমৎকার! অতি চমৎকার!

চিমন। সত্য উন্মাদিনী নারী,
কিন্তু কে করেছে
উন্মাদিনী তারে?
তুমি—তুমি নরাধম!
হাম্বীরের ধাত্রীমাতা এই,
উন্মাদিনী তোমারি কারণ।

হাম্বীরের প্রবেশ।

হাম্বীর। ধাত্রীমাতা—ধাত্রীমাতা,
কোথা ধাত্রীমাতা মোর?
কে মোর সুহৃদ্
আনিয়াছ জননী-সন্ধান?
নিয়ে চল—নিয়ে চল মোরে
জননীসকাশে।
শৈশবে যাঁহার পেয়েছিনু
স্নেহের আস্বাদ,
সেই অভাগিনী জননী আমার
শুনিয়াছি উন্মাদিনী আমা লাগি।
বল—কে আছ সুহৃদ,

যে দিলে এ শুভ বার্ত্তা মোরে,
ব'লে দাও কোথায় জননী ?

চিমন। উন্মাদিনি !
একদৃষ্টে কি দেখিছ চেয়ে ?
আছে কি স্মরণে
সেই কচি মুখখানি,
কচি কচি হাত দুটি,
সুকোমল তনু,
ধরেছিলি ওই বক্ষে তোর
নিবিড় বাঁধনে বাহুলতা দিয়ে ?
পারিবি কি চিনিতে এখন
সেই মুখ—সেই চোখ—
সেই তোর হারানো রতনে ?
তা যদি পারিস্,
ছুটে যা—ছুটে যা নারি !
মা-হারা সন্তান তোর
আজি দীর্ঘকাল পরে
খুঁজিছে মায়েরে তার।
রাজা! রাজা! কি দেখিছ চেয়ে ?
ওই উন্মাদিনী ধাত্রীমাতা তব।

হাম্বীর। মা—মা—

পাগলিনী। তুই—তুই হারানিধি মোর ?
হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুই-ই তো !
সেই মুখ—সেই চোখ—

করুণ-সজলদৃষ্টি সেই!
কিন্তু রাজা তুই—মল্লভূমপতি,
আমি পাগলিনী—পথের কুক্কুরী।
এত স্পর্দ্ধা হবে
পুত্র বলি ধরিবারে বুকে তোরে?
বামনে ধরিবে আকাশের চাঁদ?

হাম্বীর। কে বলে পথের কুক্কুরী তুমি?
যে বলে বলুক্ যাহা,
করুক্ জগত ঘৃণা—
হেরি তোমা অবজ্ঞায় ফিরাক্ বদন,
কিন্তু মোর পাশে তুমি
জগতে প্রত্যক্ষ দেবী জননী আমার।
আমি ভৃত্য—আজ্ঞাবাহী দাস
চরণে তোমার দেবি!

[পাগলিনীর সম্মুখে নতজানু হইলেন।]

পাগলিনী। ওরে—ওরে,
ওখানে নয—ওখানে নয়,
বুকে আয়—বুকে আয়
হারানো রতন মোর!

[পাগলিনী সস্নেহে হাম্বীরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল,
ঠিক সেই সুযোগে সুধীরথমল্লের ইঙ্গিতে
রক্ষিগণ তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল।]

সুধীরথ। বিনা আয়াসেই মল্লভূমি হ'লো জয়,
যবে মল্লভূমপতি দিল ধরা স্ব-ইচ্ছায়।

হাম্বীর! স্ব-ইচ্ছায় সিংহের বিবরে
যবে করেছ প্রবেশ,
বুঝেছ কি বুদ্ধিহীন
কিবা পরিণাম তার?
জেতা আমি আজিকার রণে,
বন্দী তুমি মোর করে।

হাম্বীর। ভাঙ্গিও না—ভাঙ্গিও না
সুখতন্দ্রা মোর; যুগান্তের পরে
স্নেহময়ী জননীর শূন্য বক্ষনীড়ে
তন্দ্রাগত ক্ষুদ্র শিশু,
রে নিষ্ঠুর!
ভাঙ্গিও না সুখতন্দ্রা তার।
দীর্ঘ অদর্শন পরে
মাতা-পুত্রে হয়েছে মিলন,
এ মধুর মিলন-আনন্দে
শত্রু হ'য়ে সাধিও না বাদ।

সুধীরথ পরাজয় অনিবার্য্য জেনে ধরা দিতে এসেছ, এখন আর বুজরুকি কেন? সৈন্যগণ! বন্দী কর, আমিও শাস্তির তালিকা প্রস্তুত করি।

হাম্বীর। বন্দী করবে আমায়? কেন? এই যে সর্দ্দার, তুমিও বন্দী? রণলাল! তুমিও শৃঙ্খলিত? বালক চন্দন! তুমিও বাদ পড় নি? বেশ! বেশ! তবে আর আমি বাকি থাকি কেন? কিন্তু বিজয়ি বীর! তোমার উদ্দেশ্য কি, বল্‌তে পার? তুমি কি চাও? তুমি কি চাও মল্লভূমির সিংহাসন, তাই আমাদের বন্দী

করছো? ভুল করছো বন্ধু, ভুল করছো। মল্লভূমির সিংহাসন এদেরও নয়—আমারও নয়, সে সিংহাসন মদনমোহনের। আমি সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে উৎসর্গ ক'রে নিঃস্ব হয়েছি—আমার বল্‌তে আমার আর কিছুই নাই।

সুধীরথ। ও সব বুজ্‌রুকি আর এখানে চল্‌বে না। সৈন্যগণ! দাঁড়িয়ে কেন, শৃঙ্খলিত কর।

রণলাল। ওঃ, এও চোখে দেখ্‌তে হ'লো? না—না, তা কখনও পারবো না। বিজয়ি বীর! বিজিতের একটা অনুরোধ—একটা প্রার্থনা, মহারাজ বীর হাম্বীরের হাতে লৌহ-শৃঙ্খল পরাবার আগে আমায় মৃত্যু দাও!

সুধীরথ। সে সৌভাগ্য হ'তে কাকেও বঞ্চিত করবো না রণলাল! তবে একটু ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। আমায় একটু ভেবে দেখতে হবে, কাকে শাস্তি আগে দেবো? তোমায়, না চিমনলাল, না এই সয়তানের বটুকে? আর ভাবতে হবে, কি অস্ত্রে তোমাদের হত্যা করবো,—তরবারি—না বর্শা—না আগ্নেয়াস্ত্র? না—নূতন অস্ত্র চাই—তোমাদের হত্যা করতে নূতন অস্ত্র চাই!

শ্রীনিবাসের প্রবেশ।

শ্রীনিবাস। সে অস্ত্র আজও তৈরী হয় নি সুধীরথ! তোমার প্রতিহিংসা-বিষের জ্বালা নেভাতে তুমি শীঘ্র বিষের পাত্র একে একে এদের মুখে তুলে দাও—তীব্র বিষের জ্বালায় মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করতে করতে ছটফট ক'রে মরুক্, তবে হবে বিষে বিষক্ষয়।

সুধীরথ। কে তুমি ভণ্ড?

শ্রীনিবাস। পরিচয় শুনে কি আর চিনতে পারবে? অতি নগণ্য

ব্যক্তি আমি—প্রভুর দাসানুদাস, এসেছি প্রভুর ইচ্ছায় তোমার এই হত্যা-উৎসব দেখ্‌তে।

হাম্বীর। গুরুদেব! আপনি এখানে?

শ্রীনিবাস। মদনমোহনের ইচ্ছায় বৎস! নাও সুধীরথ, কার্য্য আরম্ভ কর। আর অযথা বিলম্ব কেন? অস্ত্র নির্ব্বাচন করতে পারছো না? আমি ব'লে দেবো? অঙ্গরাজ কর্ণ একদিন শিশু-হত্যা করেছিলেন করাত অস্ত্র দিয়ে, তুমিও তাই কর না কেন? তোমার অস্ত্রের পরীক্ষা হ'য়ে যাক্ প্রথমে এই বালককে দিয়ে।

সুধীরথ। ঠিক বলেছ, অস্ত্রের এক আঘাতে মৃত্যু হবে না—টানে টানে মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সৈনিক! অবিলম্বে করাত অস্ত্র নিয়ে এসো, প্রথমে বধ কর এই বালককে, তারপর বন্দীদের একজনের পর আর একজন।

[সৈনিকের প্রস্থান।

রণলাল। এমনি নৃশংসভাবে হত্যা করবে? ঈশ্বর কি নেই? ধর্ম্মের অস্তিত্ব কি পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে?

সৈনিক করাত অস্ত্র লইয়া আসিল।

শ্রীনিবাস। মঙ্গলময় ভগবানের নামে দোষারোপ ক'রো না রণলাল! মনে রেখো, সুধীরথ উপলক্ষ্য মাত্র—সবই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। সুধীরথ! অস্ত্র তোমার সম্মুখে; আর বিলম্ব কেন? এই বালককে দিয়েই অস্ত্রের ধার পরীক্ষা কর।

সুধীরথ। এই করাত অস্ত্রে আগে বালককে বধ কর সৈনিক!

[সৈনিক অগ্রসর হইল।]

শ্রীনিবাস। দাঁড়াও—এক মুহূর্ত্ত। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা

কর্‌বো সুধীরথ? ক্ষত্রিয় তুমি, সত্য বল—তোমার অস্ত্র স্পর্শ ক'রে শপথ কর, তুমি এই দানবী হত্যালীলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? কোনরূপে কারও অনুরোধে তুমি নিবৃত্ত হবে না?

সুধীরথ। না—না, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মল্লভূমির সিংহাসন লাভ কর্‌তে শুধু এই নরপশুদের হত্যা নয়, যদি প্রয়োজন মনে করি, ঐ হাম্বীরকেও—

শ্রীনিবাস। থাক্—থাক্! মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ। আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। প্রতিজ্ঞা পালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, এই নীতিবাক্য স্মরণ ক'রে তুমি প্রস্তুত হও সুধীরথ! আমার একটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ আজ্ঞাবাহী অনুচরদের আদেশ দেবে ঐ বালককে বধ কর্‌তে।

সুধীরথ। সে আদেশ তো দিয়েছি, অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন কি?

শ্রীনিবাস। রসনাগ্রে তোমার আদেশ-বাণী প্রস্তুত রাখ সুধীরথ! শুধু আমার কথাটা শেষ কর্‌তে দাও—বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি পেটিকা বাহির করিয়া] এটা চিন্‌তে পার সুধীরথ?

সুধীরথ। এ পেটিকা তুমি কোথায় পেলে?

শ্রীনিবাস। ধীরে সুধীরথ—ধীরে। [পেটিকা হইতে একখানি পদক বাহির করিয়া] আর এটা চিন্‌তে পার?

সুধীরথ। একি! একি ইন্দ্রজাল! ভোজবাজী! এযে আমার দেওয়া যুগ্ম পদকের একখানা সেই অভাগিনীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম, আর একখানা দিয়েছিলুম সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর গলায়!

শ্রীনিবাস। সেখানাও হারায় নি সুধীরথ! এখনো আছে। [চন্দনের গলার পদক দেখাইয়া] এই দেখ। পতি-পরিত্যক্তা

অভাগিনী মৃত্যুকালে এই পেটিকা গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল ঐ উন্মাদিনীর কাছে—ঘটনাচক্রে আজ আমার হাতে এসে পড়েছে।

সুধীরথ। তবে কি—তবে কি এই শিশুই আমার হারানিধি!

শ্রীনিবাস। আমার বক্তব্য শেস হয়েছে সুধীরথ! এইবার তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর—আদেশ দাও তোমার সৈনিকদের ঐ বালককে বধ করতে। পালন কর ক্ষত্রবীর ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা!

সুধীরথ। হে অপরিচিত শুভানুধ্যায়ি বন্ধু! আমায় মার্জ্জনা করুন। স্বহস্তে কন্যা হত্যা করেছি, আর আমায় পুত্রহত্যায় উৎসাহিত করবেন না।

শ্রীনিবাস। আমি তোমায় উৎসাহিত করি নি—আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি শুধু তোমার প্রতিজ্ঞা।

সুধীরথ। পারবো না—পারবো না পুত্রহত্যা করতে, তাতে যদি ধর্ম্মে পতিত হ'তে হয়, সত্যভঙ্গজনিত মহাপাপে অনন্তকালের জন্য ভীষণ রৌরবনরকে বাস করতে হয়, সেও ভালো, তবু—তবু পারবো না আমি পুত্রহত্যা করতে। আয়—আয় ওরে হারানিধি পুত্র আমার! তোর মহাপাপী বিশ্বাসঘাতক পত্নীঘাতী কন্যাঘাতী রাক্ষস পিতার বক্ষে আয়—

চন্দন। না—না, আমি যাবো না। তুমি দিদিকে মেরেছ—কত লোককে মেরেছ—সর্দ্দারকে বেঁধেছ—রণদাকে বেঁধেছ—তুমি কি না করেছ! আমি কখ্‌খনো যাবো না তোমার কাছে। তোমার ছায়া স্পর্শ করাও মহাপাপ।

সুধীরথ। সত্য মহাপাপী আমি!
ছার রাজ্যলোভে হ'য়ে আত্মহারা
শুনি নাই হিত-উপদেশ

সুশীলা পত্নীর,
অবাধ্য বলিয়া ত'বে করেছি বর্জ্জন!
এই রাজ্যলোভে করিয়াছি রাজহত্যা
অতিথিসৎকার ছলে,
হইয়াছি প্রভুদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী,
তবু মিটে নাই আশা—
নিজে হাতে বধেছি কন্যারে!
এই রাজ্যলোভে পুনঃ
অগ্রসর হয়েছিনু বধিতে তনয়!
ধিক্—শত ধিক্ মোরে,
পিশাচ-অধম আমি।
মার্জ্জনা—মার্জ্জনা—কার কাছে চাবো,
কে করিবে মার্জ্জনা আমারে?
মার্জ্জনা-অতীত পাপে
অপরাধী সকলের ঠাঁই।
হে অপরিচিত বান্ধব আমার!
জ্ঞানচক্ষু দিয়াছ খুলিয়া নিজগুণে,
লইনু শরণ আজি চরণে তোমার,
করহ মার্জ্জনা মোরে—
ব'লে দাও প্রায়শ্চিত্ত-পথ!

শ্রীনিবাস। অতি ক্ষুদ্র আমি,
আমি কি করিতে পারি?
মদনমোহন পদে লহগে শরণ,
ঘুচে যাবে পাপতাপ-জ্বালা।

সুধীরথ। [একে একে বন্দীদের শৃঙ্খল খুলিয়া]
রণলাল! চিমনসর্দ্দার!
তোমরাও ক্ষমা কর মোরে।
আর মহারাজ বীর হাম্বীর!
বলিবার ভাষা না যোগায়,
নাহিক সাহস
চাহিতে মার্জ্জনা তব ঠাঁই!

হাম্বীর। কেবা কাবে করিবে মার্জ্জনা!
জগতেব একমাত্র পরিত্রাতা
মদনমোহন, তাঁবই ইচ্ছায় মোবা
চালিত সকলে।
ত্বযা হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
মার্জ্জনা করহ ভিক্ষা
মদনমোহন পাশে,
পাবে পরিত্রাণ, লভিবে অনন্ত শান্তি।
বল রাজা,
হরের্নাম হবের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

সকলে। [আবৃত্তি করিল।]

